www.bhraman.com

Subscribe Online: www.swarnakshar.in

ISSN 0971-8885 মার্চ ২০১৩ □ ২৫ টাকা

বেরিয়ে পড়ার আসল গাইড
ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

ভ্রমণ

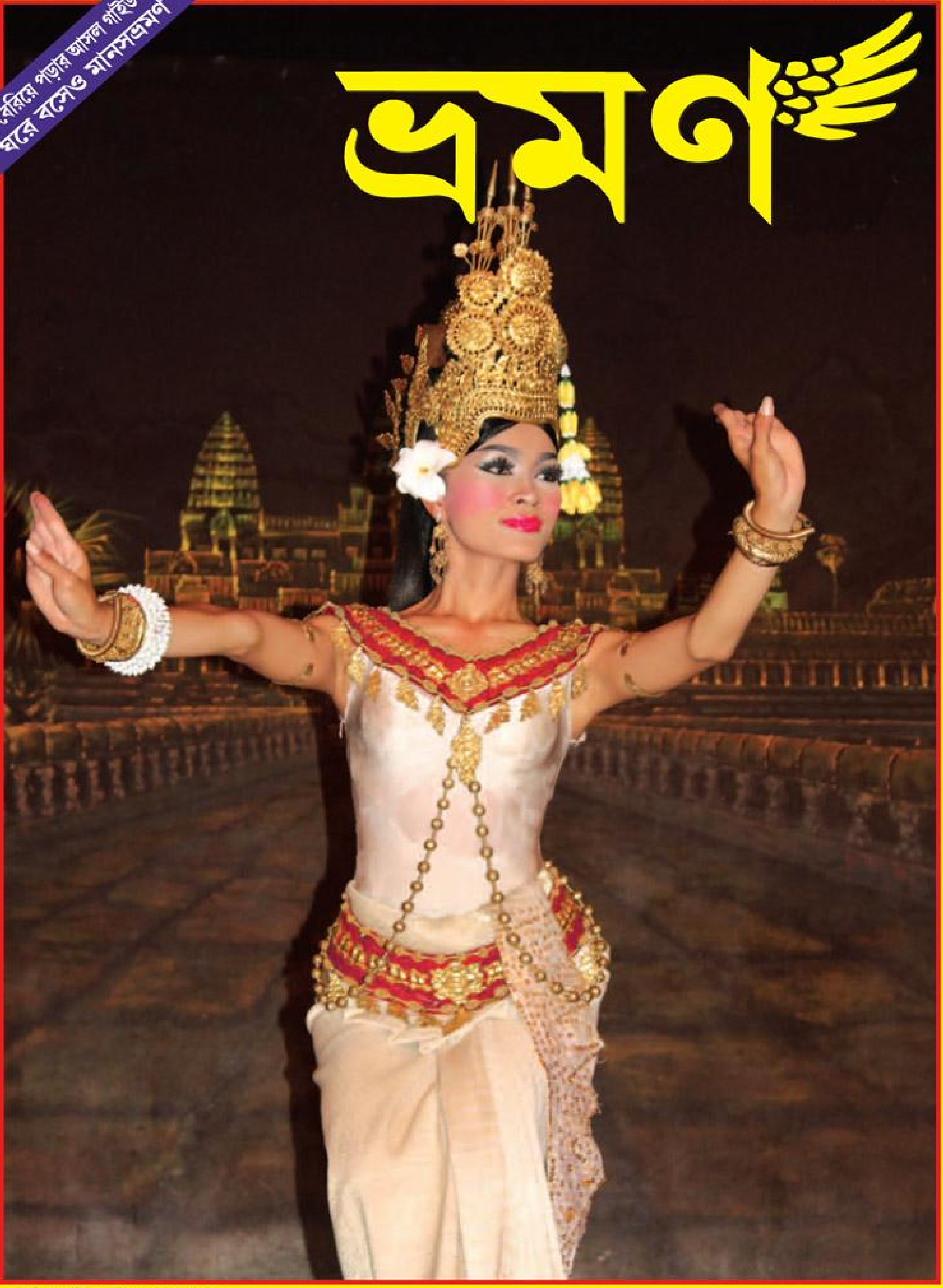

কম্বোডিয়ার সিয়েম রিপে অপ্সরা নৃত্য

www.ekashtipathar.com

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মাসিক সাহিত্যপত্রিকা

কালের কষ্টিপাথর

পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় বইয়ের দোকানে
এবং পত্রিকাস্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

কলকাতায়ও সর্বত্র পাবেন
পত্রিকাস্টলে বা সংবাদপত্র-বিক্রেতার কাছে
আগে থেকেই বলে রাখুন।
প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

ঘরে বসে নিয়মিত পত্রিকা
পেতে অনলাইন গ্রাহক হোন
www.swarnakshar.in

এক বছরের গ্রাহকমূল্য ৩৬০ টাকা চেকেও পাঠাতে পারেন। এই নামে, এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর বই, পত্রিকা, ভ্রমণ-ভিসিডি
Buy Online ▸ www.swarnakshar.in
তুতুল
মহাশ্বেতা দেবী
শাদা ঘোড়া
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
চলো দেখে আসি
কানাইলাল চক্রবর্তী
আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
গৌর যাযাবর
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
হীরু ডাকাত
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
কথামালা: ছড়ায় ঢালা
পবিত্র সরকার
বকবকম
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ
ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন
দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি
দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়
দক্ষিণ থাইল্যান্ড
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
Read / Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
ভ্রমণ
ছেলেবেলা
Traveller
To be launched shortly
পেশাপ্রবেশ
কর্মক্ষেত্র
স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in • www.bhraman.com
www.ebhraman.com • www.echhelebela.com • www.ekarmakshetra.com
আরও অনেক বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

ভ্রমণ

সূচিপত্র

একবিংশতি বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা মার্চ ২০১৩ চৈত্র ১৪১৯

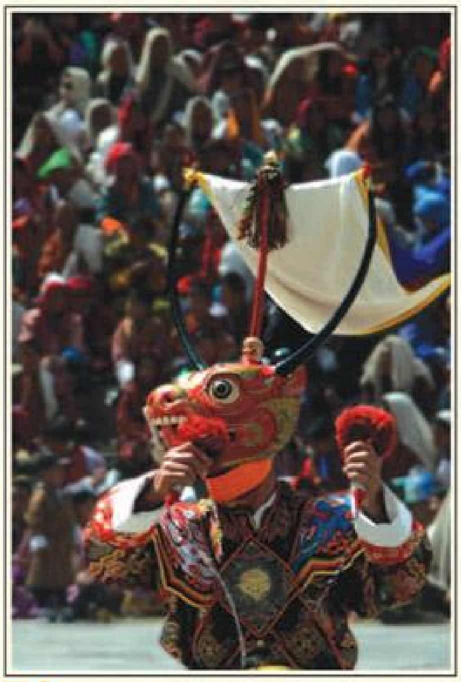

34 বার্সে উপত্যকার দিনগুলি
দীপঙ্কর রায়

76 তথ্যেচিত্রে সেচু

46 বারবার ভরতপুর
সমীরণ ঝা

6 প্রধান সম্পাদকের কথা

38 বেলুর-হ্যালেবিদ
সোমা ঘোষ

42 টোনলে স্যাপ লেক
শান্তনু মাইতি

75 বনের পাতা

30 ডান্ডেলি
মৌসুমী ঘোষ

54 কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান
বসন্ত সিংহ রায়

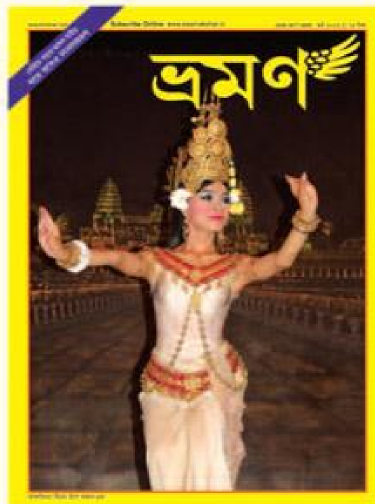

প্রচ্ছদ পরিচিতি: কম্বোডিয়ার সিয়েম রিপে অপ্সরা নৃত্যের ছবিটি তুলেছেন **শান্তনু মাইতি**

8 হেমকুণ্ড আর নন্দনকানন
অর্পিতা চক্রবর্তী

ফেসবুকেও এখন
ভ্রমণ
Bhraman Travel Magazine

নিয়মিত বিভাগ

6 প্রধান সম্পাদকের কথা
16 একনজরে ছয় ভ্রমণ
24 পাঠকের পাতা
59 কোথায় যাবেন, শুধু জানান
66 ভ্রমণজিজ্ঞাসা
68 হলিডে হোম
70 ফিরে দেখা
71 রেলের সময়সূচি
74 ভ্রমণশব্দছক
75 বনের পাতা
76 তথ্যেচিত্রে সেতু
78 নোটবই

প্রধান সম্পাদক **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**
সম্পাদক **মহাশ্বেতা সমাজদার**

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কর্স প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে প্রকাশিত।

Published for Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. by Amarendra Chakravorty at 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed by him at Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.

দাম ২৫ টাকা

BHRAMAN
A Bengali Monthly on Travel & Tourism
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Telephone: 2283 2320, 2280 8818
Fax: 2287 6448
E-mail: bhraman@swarnakshar.in
www.bhraman.com www.ebhraman.com

কপিরাইট © স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ ২০১৩
ভ্রমণ-এ প্রকাশিত কোনও লেখা ও তার কোনও অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া মূলে বা অনুবাদে প্রকাশ করা যাবে না।

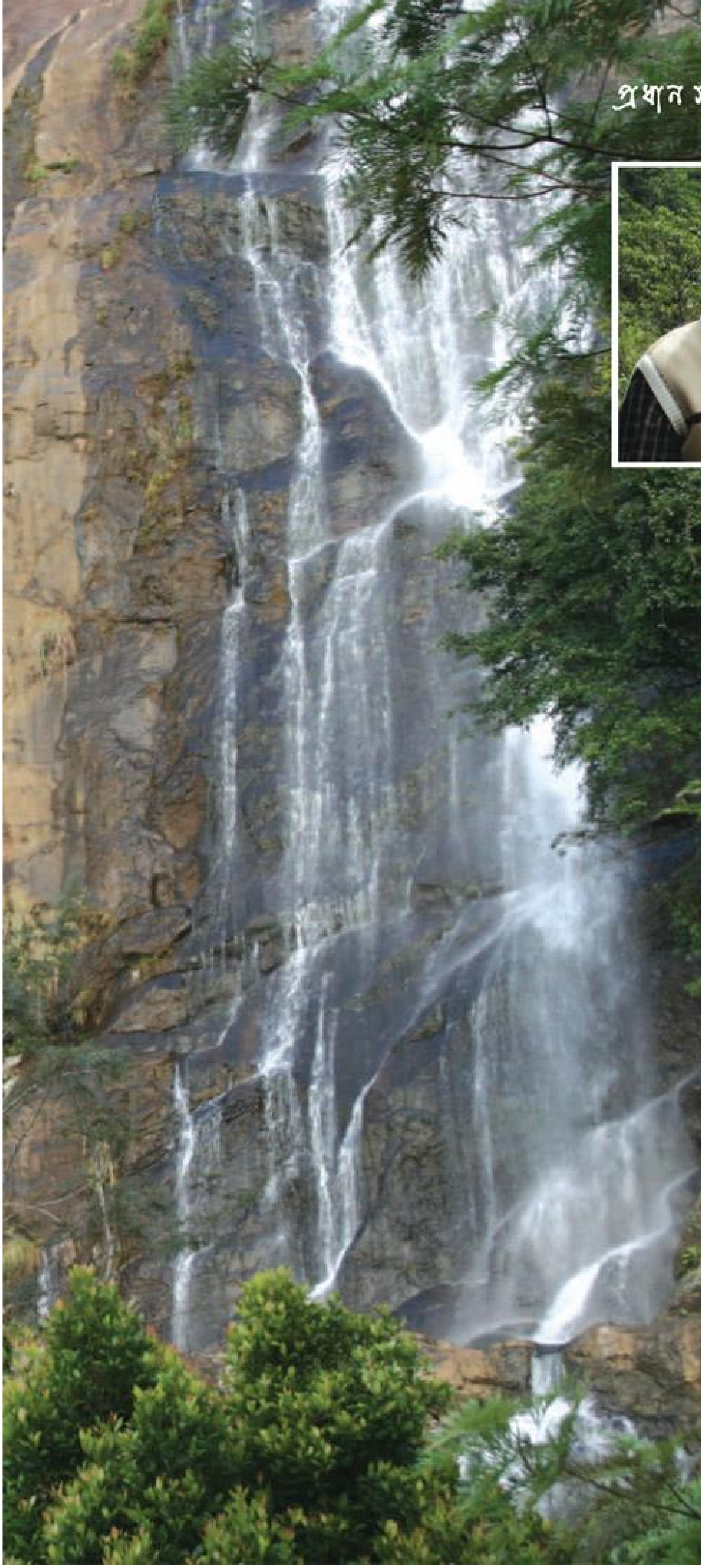

প্রধান সম্পাদকের কথা

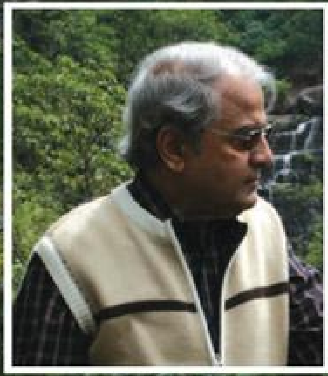

একসময় নতুন দেশে দেখা নদীতে ভেসে বেড়াতে ভালো লাগত। এই বাংলায়ও বা তার আশপাশে যখন যেখানে গেছি, যদি নদী পাই, সেই অজানা নদীর সঙ্গে প্রথম দেখা আজও আমার এক প্রিয় স্মৃতি, দুঃসময়ে নাড়াচাড়া করে শুশ্রূষা মেলে।

এরকম প্রথম পাহাড়দর্শন, প্রথম সমুদ্রদর্শন, প্রথম ঝরনা দেখা সবই পরে মধুর স্মৃতি হয়ে যায়। সব তৃষাহর ভ্রমণ হয়তো ভবিষ্যতের অক্ষয় ভ্রমণস্মৃতি।

শুধু পাহাড় বা সমুদ্র নয়, সার্থক বনভ্রমণের সৌভাগ্যও আমার কম নয়। হিমালয়দর্শন, গঙ্গাসান্নিধ্য আর বনবাস ছাড়া কারও ভারতভ্রমণ কি কখনও শেষ হবার? হিমালয়ের মতোই ভারতের অরণ্য এক বিস্ময়রাজ্য। আলাস্কা, আফ্রিকা, আমাজন ভ্রমণের সামান্য অভিজ্ঞতা থেকেও বুঝেছি, ভারতের নানা রাজ্যের গভীর অরণ্যে নানা সময়ে জীবনের অর্ধেক না কাটালে প্রাণ ভরে না, তৃষা হরে না। হিংস্র শ্বাপদসংকুল সমাজ-সভ্যতা ভুলে মাঝে মাঝে বনে যাওয়া মানুষের ধর্ম বলেই আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। বনভ্রমণই আমাদের শিকড়ের স্মৃতি উসকে দেয়।

বনভ্রমণের মতো আজকাল আমার মন চায় মনভ্রমণ। মন চায় দেশে দেশে মানুষের সুন্দর মনের সান্নিধ্যে মানবজীবনের রূপ দেখে বেড়াই। বাউলগান বা লালন ফকিরের মনের মানুষের মতো দুর্জ্ঞেয় অতীন্দ্রিয় কিছু নয়, সাধারণভাবে সার্বজনীন ভালো মনের আজ বড় প্রয়োজন। সমুদ্রে, পাহাড়ে, হ্রদে, জলপ্রপাতে, ভৌগোলিক বিভায় বা ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষে কিংবা ঐতিহ্যবহ আচার-অনুষ্ঠান বা উৎসবের আনন্দের ভিড়ে সব মানুষ যেন সহজ স্বাভাবিক সুন্দর মনের হয়, ভ্রমণে এটাই এখন আমার সবচেয়ে বড় কামনা।

amarendrachakravorty@gmail.com
www.amarendrachakravorty.com

শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডিতে হুনাস জলপ্রপাত □ ছবি: লেখক

ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স □ ধৃতিমান মুখোপাধ্যায় (ফাইল চিত্র)

হেমকুণ্ড আর নন্দনকানন

অর্পিতা চক্রবর্তী

লিগুলারিয়া লিগুলারিয়া □ লেখক

বিশ্বের উচ্চতম শিখতীর্থ হেমকুণ্ড দেখে
নন্দনকানন। ঘাংঘারিয়া থেকে হেমকুণ্ড
৬ কিলোমিটার, নন্দনকানন ৪ কিলোমিটার।
জুলাই-আগস্ট মাসে নন্দনকাননে ফুলের বন্যা।

ব্রহ্মকমল □ লেখক

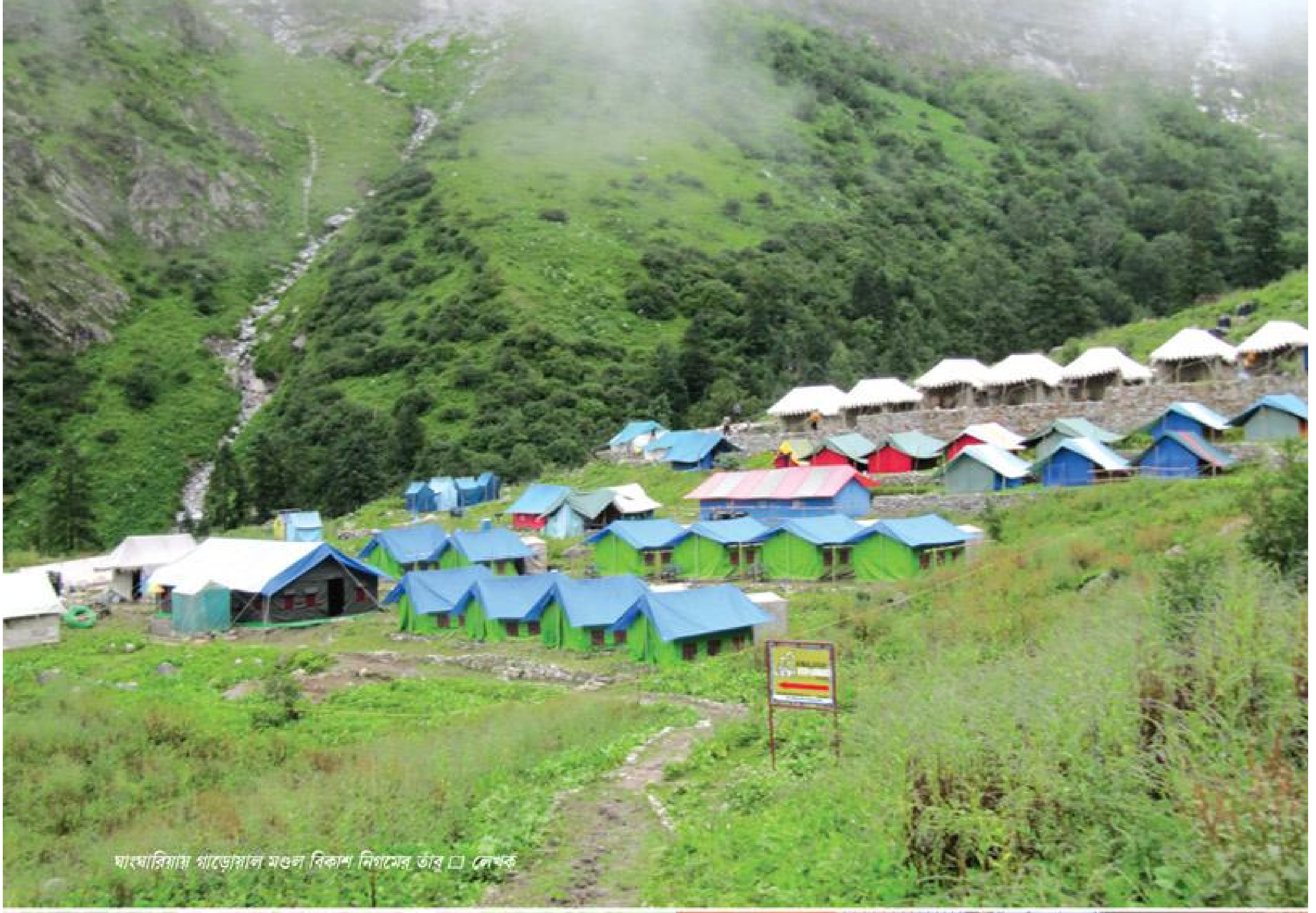
ঘাংঘারিয়ায় গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের তাঁবু □ লেখক

পবিত্র শিখ তীর্থ হেমকুণ্ড ও ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স-এ যাব বলে ২০১২-র জুলাইয়ের প্রায় শেষাশেষি একদিন হাওড়া-হরিদ্বার কুম্ভ এক্সপ্রেসে আমরা কয়েকজন উঠে বসলাম।

পরদিন বিকেলে হরিদ্বারে পৌঁছে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের 'হোটেল রাহি'-তে উঠলাম। প্রথমেই, পরদিন সকালের কর্ণপ্রয়াগ যাত্রার জন্য একটা গাড়ি ঠিক করা হল। এরপর সোজা হরিদ্বারের গঙ্গার ধার। দেখলাম একটি বিশাল ধর্মীয় মিছিল বের হয়েছে। ফলে রাস্তায় প্রচুর লোক। পাশ কাটিয়ে গঙ্গার ধারে এসে বসলাম। সন্ধে নামতেই কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে বিখ্যাত গঙ্গারতি শুরু হল।

নন্দনকাননের ফুল □ ধৃতিমান মুখোপাধ্যায় (ফাইল চিত্র)

হরিদ্বারে গঙ্গারতি □ লেখক

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ হরিদ্বার থেকে ১৭০ কিলোমিটার দূরে কর্ণপ্রয়াগের দিকে রওনা হলাম। শহর ছাড়াতেই হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য আর নিস্তব্ধতা যেন আমাদের ওপর আছড়ে পড়ল। চারদিকে প্রসারিত হিমালয়ের পার্বত্য সবুজ বন চোখ ও মনকে সতেজ, সজীব করে তুলল। এরই মধ্যে বৃষ্টি আরম্ভ হল। বৃষ্টিতে সবুজ যেন সবুজতর হয়ে উঠল। গাড়ি চড়াই ভাঙতে শুরু করলে ঠান্ডাও বাড়তে লাগল। বিকেল ৫টা ৫০ মিনিট নাগাদ পঞ্চপ্রয়াগের অন্যতম কর্ণপ্রয়াগে পৌঁছলাম। উঠলাম জি এম ভি এনের ট্যুরিস্ট বাংলোয়। ট্যুরিস্ট বাংলো থেকেই দূরের শ্লেট পাথরে তৈরি প্রাচীন একটি মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। সামনে দিয়েই বয়ে চলেছে অলকানন্দা ও পিন্ডার হিমবাহ থেকে উৎপন্ন পিন্ডার নদীর মিলিত ধারা।

হিমালয়ের সবুজ সতেজ আবহাওয়াকে সঙ্গী করে পরদিন সকাল ৯টা ৪০ মিনিট নাগাদ কর্ণপ্রয়াগ থেকে গোবিন্দঘাটের দিকে যাত্রা করলাম। বাস এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে শহরের ঘরবাড়ি, দোকানপাট দূরে মিলিয়ে যেতে থাকল। জনবসতি চলে যেতেই আবার সেই অসীম নিস্তব্ধতার মাঝে হারিয়ে যাওয়া। পাশ দিয়ে চলে যায় উজ্জ্বল সবুজ শস্যক্ষেত্র, সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সবুজ পাহাড় ও বন। মাঝেমধ্যেই বহতা অলকানন্দার উঁকিঝুঁকি। একে একে পিছনে ফেলে যাই লাগসার, নন্দপ্রয়াগ। হিমালয়ের বৃষ্টি তখন আমাদের সফরসঙ্গী। চামোলিতে গাড়োয়াল মণ্ডলের তপোবন রিসর্ট ধস নেমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিরোহিতেও এগিয়ে দেখি ধস নেমেছে। পরিষ্কারের কাজ চলছে। যান চলাচলের উপযুক্ত হতে প্রায় আধঘণ্টা সময় লেগে গেল। তারপর ফের গাড়ি এগিয়ে চলল গোধারা, পিপলকোটি, গরুড়গঙ্গাকে পিছনে রেখে।

চলতে চলতে, এরমধ্যে আমরা একজায়গায় গাড়ি থামাতে বাধ্য হলাম। বনজঙ্গলের ফাঁক দিয়ে নীচে এক উপত্যকাসদৃশ চাষের জমি দেখা গেল। শাকসবজির চাষ করা হয়েছে। বিস্তীর্ণ জমিটিতে কেউ যেন সবুজ মখমলের গালিচা বিছিয়ে রেখেছে। জমিটির মধ্যে মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েকটি একতলা বাড়ি। হয়তো সরকারি বাংলো হবে। সব মিলিয়ে সবুজের চাদর-বিছানো জায়গাটি অসাধারণ লাগছে। গাড়ি আবার এগিয়ে চলল। একটু এগিয়ে একটা রিসর্ট দেখে নেমে পড়লাম। সামনে সুন্দর লন ও বাগান। বাগানে বড় বড় গোলাপ ফুটেছে। লাল ও ক্রিম রঙের চন্দ্রমল্লিকাও ফুটে আছে। একটা বড় গাছে রডোডেনড্রন-এর মতো দেখতে থোকায় থোকায় গোলাপি ফুল। মোটরবাইকে চড়ে শিখ তীর্থযাত্রীরা দলে দলে চলেছে গোবিন্দঘাটের দিকে। তাদের মূল উদ্দেশ্য হেমকুণ্ড সাহিব দর্শন। নির্জন পর্বতের গায়ে মেঘ ভেসে যাচ্ছে। কিছু কিছু রাস্তা ধসে এমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে গাড়ি যাওয়াই মুশকিল। নির্জন পথের একধারে একটা হনুমান বসে মনোযোগ সহকারে আহারে ব্যস্ত ছিল। আমাদের গাড়ি গিয়ে শান্তিভঙ্গ করতেই সে রাস্তা পেরিয়ে ছুটে পালাল। একরকম ছোট ছোট হলুদ ফুল, তেলাকুচোর লাল ফল রাস্তার ধার আলো করে রেখেছে। অনাদরে, অবহেলায় ফুটে আছে গোলাপ, লাল-হলুদ চন্দ্রমল্লিকা। এইসময় বৃষ্টি থেমে গেল। মাথার ওপর পরিষ্কার নীল আকাশ বেরিয়ে পড়ল।

হেলাং ছাড়িয়ে যোশিমঠ এসে পৌঁছলাম। আরেকটু এগিয়ে চোখে পড়ল নন্দাদেবী বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভে পৌঁছনোর স্বাগত জানানো নোটিস বোর্ড। একটা ছোট পাহাড়ি দুধসাদা জলপ্রপাত দেখলাম। দুপুর ২টো ৫ মিনিট নাগাদ গোবিন্দঘাটে পৌঁছলাম। একটি বেসরকারি লজে উঠলাম। বারান্দা থেকে দেখা যায় অলকানন্দার ওপর তৈরি সেতুটিকে। এই সেতু পেরিয়েই আগামীকাল আমাদের পদযাত্রা শুরু হবে। সেতুর ওপর হলুদ পতাকা উড়ছে। হেমকুণ্ডের কাছে হেমগঙ্গা সরোবর থেকে উৎপন্ন লক্ষ্মণগঙ্গা ও উচ্চ হিমালয় থেকে আসা অলকানন্দার মিলনস্থল এই গোবিন্দঘাট। মিলনস্থলের কাছে খরস্রোতা দুই ধারার শব্দ হিমালয়ের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খানখান করছে। শুভ্র জলের খরস্রোত বড় এক শিলাখণ্ডকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নদীর অপরপাড়ে পর্বতগাত্রে মোলায়েম সবুজছোঁয়া।

সন্ধেবেলা গুরুদ্বারে গেলাম। শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশ। ভেতরে অনেকটা জায়গা জুড়ে ভক্তবৃন্দ নিবিষ্টচিত্তে বসে আছেন। রুপোর তৈরি সিংহাসনের ওপর প্রতিষ্ঠিত পবিত্র গ্রন্থের আসনটি সুন্দরভাবে সাজানো। সামনে দুদিকে দুটি ঢাল-তরোয়াল রাখা। গুরু গ্রন্থসাহিব পাঠ হচ্ছে। আমরাও বেশ কিছুক্ষণ নীরবে বসে থেকে অভিযানের পদযাত্রা সফল হওয়ার জন্য গুরুর কাছে প্রার্থনা করলাম।

পরদিন সকাল প্রায় নটায় বহু প্রতীক্ষিত পদযাত্রা শুরু। ১৪ কিলোমিটার পায়ে-হাঁটা পথ। অলকানন্দার ওপর তৈরি সেতু পেরিয়ে এগোতে থাকলাম। একটা প্রবেশদ্বার করা হয়েছে। তার মাথায় ফুলের উপত্যকায় আগতদের উদ্দেশে স্বাগত-বাণী লেখা রয়েছে। নীচে, একপাশে ব্রহ্মকমলের ছবি। একপাশে প্রচুর ঘোড়া, খচ্চর রাখা রয়েছে। বরফের ওপর হাঁটা ও শরীরের ভারসাম্য রাখার জন্য দলের সবাই একটা করে লাঠি নিলাম। শুভ্র, ফেনিল লক্ষ্মণগঙ্গা দুর্দমনীয় গতিতে এগিয়ে চলেছে। চারপাশে ঘন সবুজের সমারোহ। প্রথমদিকে বেশ ভালোই চড়াই পথ। উঠতে বেশ অসুবিধাই হয়। সমস্ত পথটাতেই ঘোড়া, খচ্চরের আনাগোনা। তাদের পিঠে করে বিভিন্ন মালপত্র, খাদ্যসামগ্রী ওপরে উঠছে, এমনকি গ্যাসের সিলিন্ডারও। রাস্তায় এত খচ্চরের ভিড় পদযাত্রীদের হাঁটার পথকে সঙ্কীর্ণ করেছে। ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়ার বিপদ পদে পদে। পথও বেশ পিচ্ছিল হয়ে আছে। অতি সাবধানে এগিয়ে চললাম। নীচে গোবিন্দঘাট ও অলকানন্দাকে দেখা যাচ্ছে। বাতাসে মিষ্টি গন্ধ। কিছুটা রাস্তা পাথর-বাঁধানো। আবার কয়েক জায়গায় রাস্তা ভাঙা। সচেতন না হয়ে হাঁটলে হোঁচট খাওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা। হাঁটার সময় বেশ কয়েকবার খচ্চরের ধাক্কাও সহ্য করতে হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। কোনও এক নাম না-জানা গাছের পাতা লালে লাল। দূষণহীন এক অনবদ্য প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমরা তখন এগিয়ে চলেছি।

৩ কিলোমিটার হাঁটার পর পুলনা গ্রামে পৌঁছলাম। ক্লান্ত হলেও ঘাংঘারিয়া পৌঁছবার আশা নিয়ে ক্লান্তিকে দূরে সরিয়ে রাখছি। কোনও-কোনও স্থানে পাথর কেটে চওড়া ও স্বল্প উচ্চতার সিঁড়িপথ করা হয়েছে। ধীরে ধীরে উঠছি সেই সিঁড়িপথ ধরে। সঙ্গীরা আগে-পরে রয়েছে। প্রত্যেকেই যার যার নিজস্ব ছন্দে হাঁটছে। হিমালয়-প্রকৃতির রূপভাণ্ডার এগিয়ে চলার উৎসাহ জোগাচ্ছে। যেটুকু উতরাই আসছে, তা খুব সাবধানে নেমে চলেছি। কারণ উতরাইয়ের রাস্তাতেই পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। নীচে তুষারধবল লক্ষ্মণগঙ্গার দুর্নিবার গতি। সবুজের ফাঁকে তাকে আরও অপরূপা দেখাচ্ছে।

একরকম ছোট ছোট নীল ফুলে পার্বত্য রাস্তা আলো হয়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে ৮ কিলোমিটার হেঁটে আসা হয়ে গেল। যারা নীচে নামছে তারা উৎসাহ জোগায় এই বলে যে রাস্তা তো প্রায় শেষই হয়ে এল।

কয়েক জায়গায় স্থানীয় অধিবাসীরা দোকান সাজিয়ে বসেছে। তাতে কোক, পেপসি থেকে শুরু করে চিপস, ম্যাগি, ডিম, ক্যামেরার রিল সবই বিক্রি হচ্ছে। যত ওপরে উঠছি ততই এসবের দাম বাড়ছে। মাঝে মাঝে শরীরকে চাঙ্গা রাখতে কাজু, কিসমিস, ফল ও গ্লুকোজের জল খাচ্ছি।

মেঘ এসে সবুজ পাহাড়কে ঢেকে দিচ্ছে। জঙ্গল ও পাহাড়ি ফাটলের মধ্য দিয়ে উঁকি মারছে সবুজ কোবরা লিলি। সাপের ফণার মতো তার আকৃতি। একটা ছোট ঝরনার ধারে এলাম। দুধসাদা ঝরনার জল পাহাড়ের গা-বেয়ে নৃত্যের ভঙ্গিতে নীচে নামছে। কলকেফুলের মতো দেখতে নলাকৃতি বেগুনি ফুলে রাস্তা ভরে আছে। একটা গাছের ভাঙা গুঁড়ি পড়ে আছে। তার গায়ে প্রকৃতি যেন ভাস্কর্য তৈরি করেছে। কোনও-কোনও জায়গায় পথ প্রায় সমতল। পাখি ও ঝিঁঝির ডাক পথের সর্বক্ষণের সঙ্গী।

হেপাজতে জুতো রেখে সরোবরের তীরে এসে পবিত্র কুণ্ডের জল স্পর্শ করলাম ও মাথায় জল দিলাম। জল খুব ঠান্ডা। হাতি পর্বত ও সপ্তঋষি পর্বতশ্রেণির বরফগলা জলে সরোবরটি পুষ্ট। গুরুদ্বারের ছাদের আকৃতি নক্ষত্রের মতো। তখন সেখানে ভজন-কীর্তন হচ্ছিল। রয়েছে সুন্দর কারুকার্য-খচিত সিংহাসনের ওপর গুরু গ্রন্থসাহিবের আসন। তার পাশে আরেকটি বেদিতে গুরু গোবিন্দ সিংহের তরোয়াল হাতে দণ্ডায়মান ছবি। ছবির সামনে ধূপধুনো। পাশে বাঘের মুখ ও বাঘছাল। একটা বাজপাখি তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল। তাই বাজেরও প্রতিকৃতি রয়েছে। গুরু নানকের ছবিও আছে। পুরোহিতের কাছে অনুমতি চেয়েছিলাম গুরুদ্বারের ভেতরের ছবি তোলার জন্য। পূজাপাঠ শেষ হওয়ার পরই ছবি তোলার অনুমতি পাওয়া গেল। প্রসাদে পেলাম ভালো ঘি দিয়ে তৈরি সুস্বাদু হালুয়া। খুব কাছেই অবস্থিত লোকপাল লক্ষ্মণমন্দির দেখতে গেলাম। চালাঘরের আদলে তৈরি পৃথিবীর উচ্চতম এই হিন্দু মন্দিরটি ভারতের একমাত্র লক্ষ্মণমন্দির। ভেতরে লক্ষ্মণের বিগ্রহ। শিখ ও হিন্দু ধর্মের মিলনস্থল এই হেমকুণ্ড। কথিত আছে যে রামচন্দ্রের ভাই লক্ষ্মণ হেমকুণ্ডের তীরে তপস্যা করে স্বাস্থ্যোদ্ধার করেছিলেন।

মন্দির দেখে ও ছবি তুলে যখন নীচে নামতে শুরু করলাম তখন সঙ্গী-সাথিরা এগিয়ে গিয়েছে। আবার নজরে এল ব্রহ্মকমল বা স্যাসুরা স্যাসুরা। পর্বতের ফাঁকফোকরে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুটে রয়েছে। একটা গুচ্ছে দেখলাম দশটা, একটা গুচ্ছে এগারোটা ব্রহ্মকমল ফুটে আছে। কোনও-কোনওটাতে পাঁচটা-ছটাও হয়ে আছে। হাত দেওয়া বারণ, পাপড়ি দেখে মনে হল যেন টিস্যু পেপার। হলুদ-সবুজ আভায় উদ্ভাসিত ফুলের পাপড়িতে রক্তলাল শিরা-উপশিরা। বেশ ক'টা ছবি খুব সাবধানে তুলতে হল। কারণ পা হড়কালে পাথরের ওপর পড়ে আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। কিন্তু খুবই দুঃখজনক ব্যাপার যে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও পদযাত্রীর দল ব্রহ্মকমল ছিঁড়ে পকেটে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যদিও তাদের সংখ্যা নগণ্য। মৌমাছির দল ফুলের মধু খেতে ব্যস্ত। সাদা মুক্তোর মতো খুব ছোট ছোট ফুল, নাম উলি পার্লি এভারলাস্টিং অ্যানাপেলিস আর নলের মতো দেখতে নাম না-জানা নীল ফুল ফুটেছে। আর অসংখ্য ব্লু-পপিতে হিমালয়ের রাস্তা ছেয়ে রয়েছে। ক্রিসেনথিমাম বা চন্দ্রমল্লিকা ফুটেছে। রং তাদের হলুদ। লাঠির মতো লম্বা ডাঁটায় লম্বাকৃতি গোলাপি রঙের অসংখ্য রোজ কাপেটি ফুল দেখে মন ভরে গেল। চকলেট রঙের সরু সরু পাপড়ি-সমৃদ্ধ ক'টি নাম-না-জানা ফুলও দেখলাম। সাদা রঙের পপিও রয়েছে। পাহাড়ের ফাঁকফোকর থেকে উঁকি মারছে সাপের মতো ফণা-তোলা কোবরা লিলি। খুব সাবধানে গ্লেসিয়ারের পাশ দিয়ে নামলাম। দুধ-সাদা ঝরনা মাঝেমধ্যে পথের সঙ্গী হচ্ছে। খুব সাবধানে একা একা হেঁটে মাত্র ঘণ্টাদুয়েকেই উতরাই পথ অতিক্রম করে বিকেলে ঘাংঘারিয়া পৌঁছলাম। মনে এক অসীম ও অবিশ্বাস্য আনন্দ অনুভব করছি। নিজেকে যেন সংযত রাখতে পারছি না। কতদিনের স্বপ্ন আজ সার্থক হল।

পরদিন সকালে ঘাংঘারিয়া থেকে ৪ কিলোমিটার দূরের ফুলের উপত্যকা বা ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্সের উদ্দেশে রওনা হলাম। বিখ্যাত পর্বতারোহী ফ্রাঙ্ক স্মাইথ ১৯৩১ সালে কামেট শৃঙ্গ জয় করে নেমে আসার সময় পথ হারিয়ে ভুইন্দর উপত্যকায় এসে এই বিখ্যাত ফুলের উপত্যকা আবিষ্কার করেন। তাঁর লেখা বিশ্ববিখ্যাত 'ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স' বইটির মাধ্যমে জগতের কাছে এই সুন্দর উপত্যকার কথা তুলে ধরেন। এরপর ১৯৩৯ সালে সুদূর ইংল্যান্ড থেকে ফুলের উপত্যকায় আসেন বোটানিস্ট জোয়ান মার্গারেট লেগি। তিনি যখন উপত্যকার অপরপারে অবস্থিত পাহাড় থেকে উদ্ভিদ ও ফুলের নমুনা সংগ্রহ করছিলেন তখন হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে এখানেই সমাধিস্থ করা হয়। ১৯৪৩ সালে তাঁর বোন এখানে এসে তাঁর সমাধিতে একটি স্মৃতিফলক তৈরি করান।

Travel in style with
TRAVEL TIPS
ঘুরে আসুন নিকটে ও দূরে—
দার্জিলিং, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, পেডং ও ডুয়ার্স, গ্যাংটক, রাবংলা, বোরং, রিনচেনপং, ইয়ুমথাং (প্যাকেজ), শিলং, নৈনিতাল, আলমোড়া, কৌশানি, আগ্রা, হরিদ্বার, মুসৌরি, সিমলা, মানালি, ধরমশালা, ডালহৌসি, চাম্বা, রাজস্থান, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, কাশ্মীর, নেপাল ও ভুটান।
সপ্তাহান্তে ঘুরে আসুন
দিঘা, ফ্রেজারগঞ্জ, শঙ্করপুর, জুনপুট, মন্দারমণি, তাজপুর, বিষ্ণুপুর, মুকুটমণিপুর, শান্তিনিকেতন, মুর্শিদাবাদ, চাঁদিপুর, পঞ্চলিঙ্গেশ্বর, গোপালপুর, পুরী, দেওঘর, রাঁচি, ভাইজ্যাগ, ঘাটশিলা, গালুডি, দলমা ও বেতলা।
: Facilities :
•Hotel Booking •Family Packages
•Educational Excursion • Air Tickets
• Travel Library •Travel Club.
'আধুনিক মুসাফির'-এর গ্রাহক হোন। | পথের খোঁজ-এর সদস্যপদ গ্রহণ করুন।
City Office:- 156A, Lenin Sarani, Kamalalaya Centre, Room No.:- G 40A, (Ground Floor), Kolkata:-700013
Contact No. :-(033-25772203 / 22157706 / 22152285
Email:- travtips2001@gmail.com, web:- www.travtips.co.in
......For Those Who Love To Travel

শীতে আমরা বরফ বিক্রি করি
গরমে করি ফুল
Endeavour TOURS
Authorised booking Agent of
Sikkim Govt. Hotel
'সিকিম নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন সিকিম পর্যটনের প্রাক্তন অফিসার শ্যামলকুমার ভৌমিক। তাঁর সংস্থা 'এন্ডেভার ট্যুরস' সিকিম স্পেশ্যালিস্ট'
NORTH SIKKIM PACKAGES
Available Daily
1N /2 Days (Yumthang) - 1600/- per head.
2N /3 Days (Yumthang, G-Dongmar) - 3200/- per head.
3N /4 Days Available for exclusive package only.
Hotel & Resort of Sikkim

Gangtok	— Hotel	Resort
Ravangla	— Hotel	Resort
Pelling	— Hotel	Resort
Rumtek	—	Resort
Borong	—	Resort
Namchi	— Hotel	Resort
Biksthang	—	Resort
Rinchenpong	— Hotel	Resort
Kaluk	— Hotel	Resort
Hee	— Hotel	Resort
Bermiok	— Hotel	
Chayataal	—	Resort
Uttarey	— Hotel	Resort
Yoksom	— Hotel	Resort
Okhrey	— Hotel	
Versay	— Hotel	

BHUTAN Phuntsholing, Thimpu, Paro, Punakha
ANDHRA Vizag, Araku, Hyderabad
ORISSA Puri, Bhubaneshwar
WEST BENGAL Darjeeling, Kalimpong, Lava, Lolegaon, Rishyap, Dooars
Weekend Tours Mandarmoni, Bakkhali, Digha, Sankarpur, Tajpur.
Contact for: Family Packages, Transport, Sikkim Silk Route Tour.
Contact:
TAAB Member TAAB
S.K.Bhaumik
Swati Bhaumik
1, Indra Roy Road, Bhawanipur
Opp. Indira Cinema, Kol-700 025.
Ph: (033) 2486-0583, 98364 64632
98311 07246, 98303 06159
Email: endeavourtour@yahoo.co.in
Website: www.endeavourtour.net

সন্ধের আগেই ফিরে আসতে হবে, না হলে উপত্যকায় প্রবেশের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ঘাংঘারিয়া থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার পথ হাঁটলেই মূল উপত্যকার শুরু। প্রথম ১ কিলোমিটার চড়াই পথ অতিক্রম করলে রাস্তা প্রায় সমতল। ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের স্বীকৃতি পেয়েছে। উপত্যকার প্রবেশদ্বারে একদিকে বেগুনি রঙের জেরানিয়াম ফুল ও অপরদিকে ব্লু পপির ছবি আঁকা। প্রবেশমূল্য দিয়ে নাম রেজিস্ট্রি করে উপত্যকার ভেতর ঢুকে পড়লাম। ফুল দেখার নির্দেশিকা দিয়ে উপত্যকার গাইড-ম্যাপ আঁকা রয়েছে। ফুলের উপত্যকার ভেতর থাকার কোনও জায়গা নেই, ঘোড়া-খচ্চরের প্রবেশও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, কেবল পদযুগলই সম্বল। মাঝে মাঝেই তোড়ে বৃষ্টি নামছে। ঘন সবুজের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম। নোটিশ বোর্ডে ফুলে হাত দেওয়া বা ফুল ছেঁড়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য রেইনকোট পরে নিয়েছি। একটু এগোতেই হলুদ রঙের করিডালিস ফুল দেখতে পেলাম। একটা শক্ত লম্বা ডাঁটিতে কয়েকটা ছোট পাতার সঙ্গে একসঙ্গে অনেকগুলি ফুল ফুটেছে। আবার একই ধরণের করিডালিসের আরেকটি প্রজাতিও চোখে পড়ল। তার রং গোলাপি। তেলাকুচো পাতার মতো দেখতে ছোট ছোট সবুজ পাতার ওপর বৃষ্টির জল যেন মুক্তোর মতো ঝকঝক করছে। বেগুনি রঙের জেরানিয়াম ফুল ফুটেছে অজস্র। সবুজ পাতার মধ্যে উজ্জ্বল সাদা রঙের অ্যানিমোন দেখলাম। সত্যিই এই জায়গা নন্দনকানন! কোথাও ঝাউপাতার মতো দেখতে ছোট গাছ হয়েছে। কোথাও রয়েছে সাদা-গোলাপি ফুল হিমালয়ান হোর্লফ্লাওয়ার মোরিনা। আরেকটি ফুলের নাম রোজ কার্পেট নটউইড। লম্বা লাঠির মতো ডাঁটির থেকে গিঁটের মতো পাকিয়ে পাকিয়ে থোকা থোকা হয়ে ফুটে রয়েছে, হালকা ও উজ্জ্বল গোলাপি রঙের। রয়েছে হালকা বেগুনি রঙের কসমস-সদৃশ ফুল হিমালয়ান ফ্লিবেন এরিগেরন। ফুলের পাপড়িগুলি সরু ও ছাড়া ছাড়া। ভেতরটা হলুদ রঙের। হঠাৎ সবুজ পাতার ফাঁকে দেখতে পেলাম দুটো মুক্তোর মতো ছোট সাদা রঙের উলি পার্লি এভারলাস্টিং অ্যানাপেলিস। যত এগিয়ে চলেছি ততই ফুলের রাজত্ব বিস্তৃত হচ্ছে। হালকা ঘিয়ে রঙের অনেক ব্লাডার ক্যামপিয়ন ফুল ফুটেছে। ফুল দেখে সবাই তখন দিশেহারা। আবারও নতুন কিছু ফুলের দর্শন হল। ছোট ঘণ্টার মতো দেখতে হালকা হলুদ-সবুজাভ হিমালয়ান বেলফ্লাওয়ার। কদম ফুলের মতো দেখতে উজ্জ্বল বাদামি রঙের নাম না-জানা ফুলও রয়েছে। এতসব ফুলের টানেই মার্গারেট লেগি এখানে ছুটে এসেছিলেন। এসবের সঙ্গে তাল মিলিয়েছে নৃত্যের ছন্দে চলা পুষ্পবতী নদী। সবুজ পাহাড় থেকে নেমে আসছে শুভ্র ঝরনাধারা। পর্বতশ্রেণির গা-ঘেঁষে মেঘের দলের ছুটোছুটি। রয়েছে হলুদ রঙের লিগুলারিয়া লিগুলারিয়া। এছাড়াও আমার খুব আকর্ষণীয় লাগল একই প্রজাতির দুটি আলাদা রঙের ফুল দেখে। একটির রং বেগুনি ও আরেকটি সাদা রঙের। নাম লার্জ বেলফ্লাওয়ার ক্যামপানুলা ল্যাটিফোলিয়া। সাদা ও বেগুনি রঙের প্রজাতি-দুটি গায়ে গায়েই ফুটে রয়েছে। লাল রঙের হিমালয়ান সিংকফয়েল পোটেনটিলা ও হলুদ রঙের পাঁচটি পাপড়ি-সমন্বিত ফাইভ ফিঙ্গার সিংকফয়েল পোটেনটিলাও রয়েছে। বৃষ্টি পড়ছে ও থামছে। বৃষ্টির মধ্যেও ছবি তুলছি। এক অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করছি। বরফগলা পুষ্পবতীর গ্লেসিয়ারের পাশ দিয়ে হাঁটছি। জায়গায় জায়গায় তা ভেঙেছে। নদীর ওপর কিছুটা ফাঁকা জায়গায় শুধু একটা অ্যাসবেস্টসের শিট দিয়ে সেতুর মতো ঠেকনা দেওয়া পারাপারের ব্যবস্থা। ওপর দিয়ে হাঁটার সময় সেটি রীতিমতো কাঁপে। সবাই একসঙ্গে পার না হওয়াই ভালো। হাঁটতে হাঁটতে উপত্যকার প্রায় শেষপ্রান্তে চলে এসেছি। নজরে এল জোয়ান মার্গারেট লেগির সমাধি। প্রকৃতি ও হিমালয়ের অসীম নিস্তব্ধতা ও ফুলের বৈচিত্র্যকে সঙ্গী করে তিনি গভীর শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালাম। সমাধির অপরদিকে পাহাড়ের শ্রেণি। উপত্যকার শেষ সেখানেই। অভিযান সফল হওয়ায় মনে এক অপরিসীম আনন্দ নিয়ে দলের সবাই ফিরে চললাম। প্রচুর জেরানিয়াম ফুটেছে। ফিরে আসার সময় দেখলাম বৃষ্টিভেজা সবুজ পাতার ওপর পানপাতার মতো দেখতে লাল ফুলের একটি পাপড়ি পড়ে আছে। আকাশ পরিষ্কার হল। ফিরে এলাম ঘাংঘারিয়ায়। গুরুদ্বারে গিয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম আমাদের অভিযান সফল হওয়ার জন্য।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

১২৩২৭ দ্বিসাপ্তাহিক উপাসনা এক্সপ্রেস (মঙ্গল ও শুক্র) হাওড়া থেকে দুপুর ১টা ১০ মিনিটে ছেড়ে হরিদ্বার পৌঁছয় পরদিন বিকেল ৩টে ৫৫ মিনিটে। ১২৩৬৯ কুম্ভ এক্সপ্রেস (মঙ্গল, শুক্র বাদে) হাওড়া থেকে দুপুর ১টা ১০ মিনিটে ছেড়ে পরদিন বিকেল ৪টে ১৫ মিনিটে হরিদ্বার পৌঁছয়। ১৩০০৯ দুন এক্সপ্রেস প্রতিদিন হাওড়া থেকে রাত ৮টা ৩৫ মিনিটে ছেড়ে হরিদ্বার পৌঁছয় তৃতীয়দিন ভোর ৪টে ৩৫ মিনিটে। সেখান থেকে বাস বা প্রাইভেট গাড়িতে চলে আসুন গোবিন্দঘাট। এখান থেকে ১৪ কিলোমিটার হেঁটে ঘাংঘারিয়া। পরদিন ৪ কিলোমিটার হেঁটে ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স গিয়ে ঘাংঘারিয়া ফিরে আসা। তার পরদিন ঘাংঘারিয়া থেকে ৬ কিলোমিটার হেঁটে হেমকুণ্ড সাহিব গিয়ে ফিরে আসা যায়।

কোথায় থাকবেন

ঘাংঘারিয়াতে আছে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের **রেস্টহাউস** (☎২২৩১-৫৫৫৪), ইকনমি ঘরের ভাড়া ১,১০০ টাকা, হাটের ভাড়া ১,৬৫০ টাকা, ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৯৮০ টাকা, ডর্মিটরি শয্যাপ্রতি ২৮০ টাকা। গোবিন্দঘাটেও গুরুদ্বারে থাকা যায়।

কর্ণপ্রয়াগে রয়েছে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের **ট্যুরিস্ট রেস্টহাউস** (☎০১৩৬৩-২৪৪২১০), সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৯৯০ টাকা, ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৮৮০ টাকা, ইকনমি ঘরের ভাড়া ৫৫০ টাকা, ফ্যামিলি রুমের ভাড়া ১,১০০ টাকা, ডর্মিটরি শয্যাপ্রতি ২২০ টাকা।

যোশিমঠে আছে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের **ট্যুরিস্ট রেস্টহাউস** (নতুন) (☎০১৩৮৯-২২২২২৬), সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,০৯০ টাকা, ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৬৫০ টাকা, ইকনমি ঘরের ভাড়া ৯৯০ টাকা, ফ্যামিলি স্যুইট ১,৩২০ টাকা এবং ডর্মিটরি শয্যাপ্রতি ২২০ টাকা।

ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স (মেইন বাজার) (☎০১৩৮৯-২২২১১৮), সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,২০০ টাকা, ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,০৫০ টাকা, ইকনমি ঘরের ভাড়া ৮৩০ টাকা, ডর্মিটরি শয্যাপ্রতি ২২০ টাকা।

প্রাইভেট হোটেল: **কামেট, হোটেল অতিথি**, ভাড়া ১,১০০-১,৫০০ টাকা। **স্নো ক্রেস্ট**, ভাড়া ২,০০০-২,৮০০ টাকা। বুকিং: ☎০৯৬৩৯২-৪৫৫৪২।

দ্রোণাগিরি (☎২২২২৫৪), সেমি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা, ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৩,০০০ টাকা, সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৩,৫০০ টাকা, স্যুইটের ভাড়া ৪,৫০০ টাকা, পাঁচশয্যার ফ্যামিলি রুমের শয্যাপ্রতি ভাড়া ৬০০ টাকা।

ত্রিশূল (☎২২২০৭৬), ভাড়া ৮০০-৯০০ টাকা। **মাউন্টভিউ** (☎২২১৯৯৩), ইকনমি ঘরের ভাড়া ২,২০০ টাকা, সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৩,২৫০ টাকা, স্যুইটের ভাড়া ৩,৪৫০ টাকা, চারশয্যার ফ্যামিলি রুমের ভাড়া ৩,৪৯০ টাকা।

যোশিমঠের এস টি ডি কোড: ০১৩৮৯।

বহু ছেলেমেয়ে ‘কর্মক্ষেত্র’ পড়ে
নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে।
অন্তত চারটি ছেলে ও দুটি মেয়ের
কথা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।
যারা ‘কর্মক্ষেত্র’-র সহায়তায়
কাজ পেয়েছিল। ওদেরকে আমিই
‘কর্মক্ষেত্র’-র গ্রাহক করে দিয়েছিলাম।
‘কর্মক্ষেত্র’ প্রথম থেকেই ছোটখাটো
ব্যবসার এক আশ্চর্য নির্দেশিকা দিয়ে
আসছেন, যা অনুসরণ করলে যুবাপ্রজন্ম
বাঁচবার ও বাঁচাবার পথের সন্ধান পাবে।
টুথপেস্ট বানাবেন, না হাওয়াই চপ্পলের
ফিতে? মেশিনে পোট্যাটো চিপস বানিয়ে
বেচবেন, না ভিনিগার তৈরি করবেন?
‘কর্মক্ষেত্র’ এত বছরে, এরকম অন্তত
এক হাজার অল্প পুঁজির ব্যবসার হদিশ
দিয়েছে। ওই সব ব্যবসায় নেমে
কয়েক হাজার মানুষই স্বাবলম্বী হয়েছেন।
মৃত্যু যখন দরজায় ঘা দিচ্ছে, তেমন
সময়ে যে ঔষধ বাঁচাতে পারে, তাকে
আমাদের মুনিঋষিরা নাম দিয়েছেন
বিশল্যকরণী। আমি তো ‘কর্মক্ষেত্র’কে
বলব বিশল্যকরণী।
‘কর্মক্ষেত্র’ যেভাবে স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসা
করার পরিকল্পনা জোগায়, তাতে তো
সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা যেন
নতুন জীবনের রসদ পায়।
‘কর্মক্ষেত্র’ বলছে, পরিশ্রম করো
সততার সঙ্গে, শ্রমকে ভয় পেও না,
স্বীয় কর্মগুণে ভাগ্যকে জয় করো।
আজ দেশের তরুণ প্রজন্মকে এই কথা
বলার মহান দায়িত্ব ‘কর্মক্ষেত্র’ গ্রহণ করেছেন,
আমি অন্তর থেকে যেন সাড়া পাচ্ছি।

মহাশ্বেতা দেবী

৩ জুলাই, ২০০৫

মহাশ্বেতা দেবী: *জ্ঞানপীঠ, ম্যাগসেসে, আকাদেমি প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে ভূষিতা লেখিকা।*

কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ
ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

একনজরে ছয় ভ্রমণ

✓ফতেপুর সিক্রি ✓চটকপুর ✓উমিয়াম লেক ✓তিরুচেন্দুর ✓ভদ্রা ✓মুক্তেশ্বর

	ফতেপুর সিক্রি	চটকপুর	উমিয়াম লেক
কেন যাবেন	মুঘল সম্রাট আকবরের তৈরি ফতেপুর সিক্রি বিশ্ব ঐতিহ্যের স্মারক। এখানেই ছিল আকবরের বিখ্যাত নবরত্ন সভা। লাল পাথরের তৈরি এই প্রাসাদের একদিকে রয়েছে বুলন্দ দরজা। সুবিশাল এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে দেখুন শ্বেতপাথরের অপূর্ব কারুকার্যময় সেলিম চিস্তির দরগা। প্রাসাদের অপর অংশ দিয়ে প্রবেশ করুন মূল প্রাসাদ চত্বরে। এখানে দেখবেন পঞ্চমহল, যোধাবাই প্রাসাদ, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস প্রভৃতি।	পাহাড়ি বনবস্তি সোনাদা থেকে মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরে সিনচল ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির মধ্যে প্রায় ৭,৮০০ ফুট উচ্চতায় চটকপুর গ্রাম। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে এখানকার ভিউ পয়েন্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা সহ হিমালয়ের এক বিস্তীর্ণ অংশের অসাধারণ রূপ দেখা যায়। ভিউ পয়েন্টের তিনধারে খাড়া পাহাড়ে ধুপি, ওরাস আর পাইনবনের সারি। পাখি দেখার স্বর্গরাজ্য এই চটকপুর। সামান্য দূরে একটা প্রাকৃতিক জলাশয়ে বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী হিমালয়ান নিউট দেখা যায়। মাথার ওপর ঝকঝকে নীল আকাশ, সামনে হিমালয়ের অভ্রভেদী সারি আর মাঝেমধ্যে মেঘেদের ছোটাছুটি— সবমিলিয়ে যেন পাহাড়ের কোলে রূপকথার এক স্বর্গরাজ্য চটকপুর।	ভারতের সবচেয়ে সুন্দর কৃত্রিম লেকগুলির মধ্যে অন্যতম মেঘালয়ের উমিয়াম লেক। স্থানীয় নাম 'বড়াপানি'। পার্বত্য নদীর প্রবাহ মানুষের তৈরি বাঁধে রুদ্ধ হয়ে সৃষ্টি করেছে এই কৃত্রিম জলাশয়। লেকের চারদিকে ছোট-বড় টিলা থাকায় উমিয়াম লেকের প্রাকৃতিক শোভা আরও বেড়েছে। লেকের জলে বোটিংয়ের ব্যবস্থা আছে। দ্রুতগামী স্পিডবোটে চেপে জলবিহারের রোমাঞ্চ মনে থাকবে অনেকদিন।
কীভাবে যাবেন	হাওড়া থেকে আগ্রা ফোর্ট স্টেশন যাচ্ছে ১২৩০৭ যোধপুর এক্সপ্রেস, ১২৯৩৮ গর্ব এক্সপ্রেস (সোম), শিয়ালদা থেকে যাচ্ছে ১২৩১৫ অনন্যা এক্সপ্রেস (বৃহস্পতি), ১২৯৮৭ আজমির এক্সপ্রেস। হাওড়া থেকে আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে যাচ্ছে ১২১৭৭ চম্বল এক্সপ্রেস (শুক্র)। আগ্রা থেকে ফতেপুর সিক্রির দূরত্ব ৩৯ কিলোমিটার। আগ্রা থেকে ট্যুরিস্ট বাসে অথবা ট্যাক্সিতে চলে আসতে পারেন ফতেপুর সিক্রি।	নিউ জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি থেকে সরাসরি গাড়িভাড়া করে চটকপুর যাওয়া যায়। ভাড়া পড়বে মোটামুটি ২,৮০০-৩,০০০ টাকা। এছাড়া শেয়ার গাড়িতে এসে সোনাদা বা জোড়বাংলো থেকেও গাড়িভাড়া করে চলে আসতে পারেন চটকপুর। সোনাদা থেকে গাড়িতে খরচ পড়বে ৭০০-৮০০ টাকা এবং জোড়বাংলো থেকে গাড়িতে খরচ পড়বে ১,২০০-১,৪০০ টাকা।	কলকাতা থেকে বিমানে সরাসরি শিলং যাওয়া যায়। এছাড়া শিলং যেতে হলে প্রথমে ট্রেনে বা বিমানে গুয়াহাটি পৌঁছতে হবে। গুয়াহাটি থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে শিলং আসার জন্য মেঘালয় রাজ্য পরিবহণের বাস, প্রাইভেট গাড়ি ও শেয়ার ট্যাক্সি পাবেন। শিলং থেকে মাত্র ১৬ কিলোমিটার দূরে উমিয়াম লেক।
কোথায় থাকবেন	ফতেপুর সিক্রিতে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ পর্যটনের রাহি গুলিস্তান ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স (☎০৫৬১৩-২৮২৪৯০) সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৬০০ টাকা, এয়ার কুলড ঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা, এ সি ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা।	চটকপুরে থাকার জন্য রয়েছে চটকপুর ইকো ভিলেজ রিসর্ট (☎৯৪৩৪০-৭২৫৫২, ০৩৫৩-২৫২০৪৯২) থাকা-খাওয়া নিয়ে দুজনের ৩,৩০০ টাকা প্রতিদিন এবং তিনজনের ৪,১৮০ টাকা প্রতিদিন। এছাড়া হোমস্টে পদ্ধতিতে থাকা চলে। থাকা-খাওয়া এবং জঙ্গলের এন্ট্রি ফি নিয়ে মাথাপিছু খরচ ১,১৫০ টাকা।	লেকের ধারেই রয়েছে মেঘালয় পর্যটনের পর্যটকাবাস অর্কিড লেক রিসর্ট (☎০৩৬৪-২৫৭০২৫৮) সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,২৩১ টাকা এবং ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৩,১৮৬ টাকা।
জরুরি ঠিকানা	বিশদে জানতে যোগাযোগ: উত্তরপ্রদেশ পর্যটন ১২-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, তিনতলা, কলকাতা-৭০০ ০০১ ☎২২৩১-৪৯৭৪/২২৩০-৭৮৫৫	বিশদে জানতে যোগাযোগ: পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম ৬-এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, সপ্তম তল, কলকাতা-৭০০ ০১৩ ☎২২৩৭-০০৬০/৬১	বিশদ জানতে যোগাযোগ: মেঘালয় পর্যটন ১২০, শান্তিপল্লি, ইস্টার্ন বাইপাস, কলকাতা-৭০০ ০৪২ ☎২৪৪১-১৯৩৭, ২২৪১-২১৫৯

একনজরে ছয় ভ্রমণ

	তিরুচেন্দুর	ভদ্রা	মুক্তেশ্বর
কেন যাবেন	সোনালি বালুকাবেলা, অপূর্ব ভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দির, তালগাছের সারি— এসব নিয়েই তামিলনাড়ুর তুতিকোরিন জেলায় তিরুচেন্দুর। কার্তিক এখানে মুরুগান বা সুব্রহ্মণ্যম রূপে পরিচিত। তিরুচেন্দুর দেবালয়টিও মুরুগানকে নিবেদিত। কার্তিক এখানে আবির্ভূত হয়েছেন সুরপদ্ম অসুরের বিনাশকারী হিসেবে। মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী অসাধারণ। এখান থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে দেখে আসতে পারেন 'পার্ল সিটি' তুতিকোরিন। সমুদ্রের অগভীর জলে এখানে মুক্তোর চাষ হয়। এখানে দেখে নিতে পারেন পর্তুগিজদের তৈরি বেশ কয়েকটি চার্চ। ঘুরে আসতে পারেন তিরুচেন্দুর থেকে ১৯ কিলোমিটার দূরে মনাপাড।	ভদ্রা ব্যাঘ্র প্রকল্পটি ছড়িয়ে আছে কর্নাটকের চিকমাগালুর আর শিমোগা জেলার পশ্চিমঘাট পর্বতের কোলে। চারদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়-বাবাবুদানগিরি, গাঙ্গেগিরি, হেব্বেগিরি, মুল্লাইয়ানগিরি-দিয়ে ঘেরা এই বনভূমির মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে বিশালায়তন ভদ্রা ও তার উপনদীরা। নৈসর্গিক দৃশ্য এককথায় অপরূপ। যেদিকে তাকানো যায়, খালি সবুজ জঙ্গলে ছাওয়া পাহাড়, রঙিন ফুল, নদীর জল আর হরেকরকম পাখি। এখানকার অরণ্যে নীলগিরি অঞ্চলের বন্যপ্রাণ তো আছেই, জল কাছে থাকায় পাখির সংখ্যাও খুব বেশি। পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনাও কম নয়। এই মনোরম পরিবেশে জিপ বা নৌকো চড়ে ঘুরে বেড়ানোর মজাই আলাদা।	মুক্তেশ্বর এক অসাধারণ সুন্দর পাহাড়ি জনপদ। এখানে রয়েছে প্রাচীন দেওদার বৃক্ষের বিপুল সমাবেশ। মুক্তেশ্বর পাহাড়ের বেশিরভাগ এলাকাই ইন্ডিয়ান ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধীনে হওয়ায় অন্যান্য শৈলশহরের মতো এখানে নেই হোটেলের জটলা, দোকানপাটের ছড়াছড়ি এবং মানুষের ভিড়। আকাশ পরিষ্কার থাকলে মুক্তেশ্বর থেকে দেখা যায় উত্তরদিগন্তে বিরাজমান একের পর এক তুষারাবৃত গিরিশিখর। পাহাড়ের প্রায় মাথায় নির্জন আরণ্যক পরিবেশের মাঝে রয়েছে মুক্তেশ্বর শিবমন্দির। মন্দিরের খুব কাছেই চাউলি কি জালি। এখান থেকে সূর্যাস্তের শোভা অসাধারণ।
কীভাবে যাবেন	হাওড়া থেকে ১২৬৬৫ কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস ট্রেনটি সোমবার বিকেল ৪টে ১০ মিনিটে ছেড়ে বুধবার সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে তিরুনেলভেলি পৌঁছয়। তিরুনেলভেলি থেকে তিরুচেন্দুর যাওয়ার ট্রেন পাবেন। এছাড়া ১৬৭৩৫ তিরুচেন্দুর এক্সপ্রেস ট্রেনটি চেন্নাই এগমোর থেকে বিকেল ৪টে ৫ মিনিটে ছেড়ে পরদিন সকাল ৮টায় তিরুচেন্দুর পৌঁছয়।	নিকটতম বড় শহর বেঙ্গালুরু (২৭৫ কিলোমিটার)। শহর থেকে গাড়ি ভাড়া করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। সকাল সকাল বেরতে পারলে বড়জোর ঘণ্টাছয়েক লাগে। পথে পড়ে বিখ্যাত বেলুর-হ্যালেবিদের মন্দির। সময় থাকলে ভদ্রায় থাকাকালীন কাছাকাছি চিকমাগালুরের কফির বাগানেও ঘুরে আসা যায়।	১৩০১৯ বাঘ এক্সপ্রেস ট্রেনটি হাওড়া থেকে রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে কাঠগোদাম পৌঁছয় তৃতীয়দিন সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে। কাঠগোদাম থেকে মুক্তেশ্বরের দূরত্ব ৮৮ কিলোমিটার। গাড়িভাড়া করে আসাই সুবিধাজনক। সময় লাগবে সাড়ে তিন ঘণ্টা। রামগড় থেকেও গাড়িতে একঘণ্টায় ২৬ কিলোমিটার দূরে মুক্তেশ্বর পৌঁছতে পারেন।
কোথায় থাকবেন	তামিলনাড়ু পর্যটনের হোটেল তামিলনাড়ু (☎ ২৪২২৬৮) সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৬০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯৯০ টাকা। এ সি দ্বিশয্যার কটেজের ভাড়া ৯৯০ টাকা। সাধারণ দ্বিশয্যার কটেজের ভাড়া ৬০০ টাকা, সাধারণ ছয়শয্যার ফ্যামিলি রুম ৯৯০ টাকা, এ সি ছয়শয্যার ফ্যামিলি রুম ১,৪০০ টাকা। প্রাইভেট হোটেল: চেন্দুর রেসিডেন্সি (☎ ২৪৫৩৮৪) ভাড়া ১,০০০-১,৬০০ টাকা, উদয়ন ইন্টারন্যাশনাল (☎ ২৪২৫৭৭) ভাড়া ২,২৫০ টাকা, চিত্রাপার্ক (☎ ২৪৩৭৬৬) ভাড়া ৭০০-২,২০০ টাকা।	কর্নাটক জাঙ্গল লজেস অ্যান্ড রিসর্টের রিভার টার্ন লজ, লগহাট এবং কটেজে জনপ্রতি ভাড়া ৫,০০০ টাকা। থাকা-খাওয়া, জিপ সাফারি, জঙ্গলের প্রবেশমূল্য ছাড়াও বোট রাইডিং, বার্ড ওয়াচিং ইত্যাদির খরচও রয়েছে এর মধ্যে। ওয়েবসাইট: www.junglelodges.com	এখানে রয়েছে কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস (☎ ২৮৬২৬৩) সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৮৭৫ টাকা, রয়্যাল ঘরের ভাড়া ২,২৫০ টাকা, চারশয্যাঘরের ভাড়া ২,৭৭৫ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)। প্রাইভেট হোটেল: পথিক রিসর্ট (☎ ২২০৪০২) ভাড়া ১,২০০-১,৮০০ টাকা। কৃষ্ণা মাউন্ট ভিউ, ভাড়া ২,০০০-৩,২০০ টাকা, উইন্ড ক্লিফ রিসর্ট, ভাড়া ১,৮০০-২,৫০০ টাকা। বুকিং: ☎ ০৯৮৯৭২-০৯৯৩৩
জরুরি ঠিকানা	বিশদে জানতে যোগাযোগ: তামিলনাড়ু ট্যুরিজম জি-২৬, দক্ষিণাপণ কমপ্লেক্স, ২, গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০ ০৬৮ ☎ ২৪২৩-৭৪৩২ তিরুচেন্দুরের এস টি ডি কোড: ০৪৬৩৯।	বিশদ জানতে যোগাযোগ: কর্নাটক পর্যটন ৪৯, সেকেন্ড ফ্লোর, খনিজ ভবন, রেস কোর্স রোড, বেঙ্গালুরু-৫৬০ ০০১ (☎ ০৮০) ২২৩৫-২৯০১/২৩৮৪	বিশদে জানতে যোগাযোগ: কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম ৭/২ সি, চক্রবেড়িয়া রোড (দক্ষিণ), ভবানীপুর, দেশবন্ধু মার্কেটের কাছে, কলকাতা-৭০০ ০২৫ ☎ ২৪৮৬৮২৯৫, ৯৩৩৯৮৭৮৯৯৫ মুক্তেশ্বরের এস টি ডি কোড: ০৫৯৪২।

ভ্রমণবার্তা

প্যাকেজ ট্যুর

দেবভূমি-র নিজস্ব হোটেল

সারাহান: হোটেল সাগরিকা, কেলং: হোটেল ডেকিট, সাংলা: দেবী রিজেন্সি, হোটেল রবি, সিডার অ্যান্ড স্নো ভিউ, মেহাক রিসর্ট, কল্পা: হোটেল শিবালিক, হোটেল পার্বতী, মোনাল রেসিডেন্সি, চিনি বাংলো, হোটেল হোয়াইট নেস্ট, নিউ শিবালিক রিসর্ট, টাবো: হোটেল টাইগার ডেন, হোটেল সিদ্ধার্থ, কাজা: স্পিতি সরাই, ডেলেক হাউস। DEB BHUMI Tour & Travels, Head Off.: 28, B. B. Ganguly Street, Kolkata-12 (W.B.), 98743-73380, (033) 4066-0235, 099035-22455 Himachal: 098164-04793, 094183-42999.

গোল্ডেন স্যান্ড (পুরী)

ঘরে বসে সমুদ্র দেখুন— AC/Non AC Room, রেস্টুরেন্ট সহ Colour TV, Balcony, Intercom, বাঙালি খাবার সহ আতিথেয়তা। 2 No, জওহরলাল নেহরু রোড (মেজানাইন ফ্লোর), Kol-13, Ph: (033) 2228-1387/3292-7135/094338-67043.

আপনি কি সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণে ইচ্ছুক?

সমগ্র জম্মু-কাশ্মীরে (জম্মু/ কাটরা/ শ্রীনগর/ পহেলগাঁও) নিজস্ব হোটেল। এছাড়াও পাটনিটপ, গুলমার্গ, শোনমার্গ, কারগিল— হোটেল ও হাউসবোট বুকিং/ গাড়ি/ ও প্যাকেজ— আহারাদি সহ জম্মু-জম্মু (৯,৫০০/-) ও আহারাদি বাদে জম্মু-জম্মু (৫,৫০০/-)। ভ্রমণ পিয়াসী ট্রাভেলস। 90627-27906.

PINKFLOYED RESORT & HOLIDAYS

নিজস্ব হোটেল— রিশপ, লোলেগাঁও, লাভা, পুরী, দার্জিলিং, ঘাটশিলা, নিজস্ব প্যাকেজ— কাশ্মীর অমৃতসর ও বৈষ্ণোদেবী সহ 17, 24, 27/5 @10,500/-, লাভা লোলেগাঁও রিশপ, কালিম্পং 6, 13, 20, 27/4, 4, 11, 18, 25, 27/5 @4,800/- যে-কোনও দিন (NJP-NJP) @4,000/- ডুয়ার্স 6, 13, 20, 27/4, 4, 11, 18, 25, 27/5 @7,000/- হোটেল ও প্যাকেজ বুকিং চলছে। 126/B, রাজা রামমোহন সরণি, কলি-9. 92307-00793, 98745-71371.

CLUB DESTINY GROUP

কাশ্মীর 20, 22/5, 9, 20/10 সিমলা মানালি 22/5, 9, 21/10 রাজস্থান 9, 19/10, 18/12, 8/2/2014 উঃ ভারত 9, 21/10, 18/12 ভাইজ্যাগ হায়দ্রাবাদ 11, 21/10, 24/12 লাভা রিশপ লোলেগাঁও 22/5, 9, 20/10 নৈনিতাল 11, 21/10, কেরালা/ দঃ ভারত 5/11, 21/1/2014 কেদারবদ্রী 25/5, 16/10 অমরনাথ 6/7 লে লাদাখ 27/7 নেপাল 11, 20/10, 21/12. নিজস্ব হোটেল— দার্জিলিং, রিশপ, শ্রীনগর, পহেলগাঁও। আপনার পছন্দমতো প্যাকেজের জন্য যোগাযোগ করুন। Ph: 2228-3246, 98315-34747, 91637-94490.

গুজরাট Specialist

সোমনাথ, ভুজ, দ্বারকা, দিউ, আমেদাবাদ, পোরবন্দর, জামনগর, গির সহ সমগ্র গুজরাটের ন্যায্যমূল্যে হোটেল ও গাড়ি বুকিং করা হয়। Club Destiny Group, 98744-22811, 2228-3246, 98044-00261.

Nature View Resort-Tajpur

সমুদ্রের কাছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত সুসজ্জিত ১০টি দ্বিশয্যাবিশিষ্ট রুম। AC, Non AC Room. LED TV, রেস্টুরেন্ট। Linkage: 2265-9999/2227-6685/98301-52169.

প্যাকেজ ট্যুর

চৌধুরী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

শ্রীনগরে প্যাকেজ— জম্মু-জম্মু @5,500/- (আহারাদি বাদে) @9,500/- (আহারাদি সহ)। সিকিম প্যাকেজ— গ্যাংটক পেলিং ইয়ুমথাং @8,500/- নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়— শ্রীনগর, দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, পুরী হোটেল বুকিং। এছাড়া ভাইজ্যাগ, আরাকু, সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, হরিদ্বার, নৈনিতাল সহ সারা ভারত হোটেল বুকিং। 9, শ্যামবাজার স্ট্রিট, (শ্যামবাজার A. V School-এর কাছে)। কলি-5. 93397-30148, 98303-84279, 98838-96170.

দেবভূমির নিজস্ব প্যাকেজ

কেদার বদ্রী 27/9 লাদাখ 8/8, 6/9 লাহুল স্পিতি 20/9, 4/10 কাশ্মীর 14/6, 20/9, 10/10, 19/10 কেরালা 10/10, 22/11, 13/12, 20/12, 3/1/2014 কিন্নর কাজা 1/10, 19/10 কিন্নর মানালি 27/9, 11/10, 20/10 রাজস্থান 1/10, 11/10, 2/12, 3/1/2014 আন্দামান 1/10, 15/10, 14/2/2014 নেপাল 20/2 হরিদ্বার মুসৌরি 8/11 কুমায়ুন 10/10. DEB BHUMI Tour & Travels, 28, B. B. Ganguly Street, Kolkata-12 (W.B.), 98743-73380, (033) 4066-0235, 099035-22455 Himachal: 098164-04793, 094183-42999.

কাশ্মীরের শ্রীনগরে ডালগেটে

অভিজাত নিজস্ব বাঙালি 'হোটেল কাশ্মীর' ও 'হোটেল রয়াল ইন'-এর 62 ঘরের এবং পহেলগাঁও, জম্মু, কাটরা, ইয়ুসমার্গ অমরনাথ, লে সহ সর্বভারতীয় প্যাকেজ/ হোটেল/ গাড়ি বুকিং-তিরুপতি স্পেশাল, ১বি গোকুল বড়াল স্ট্রিট, কল-১২, ওয়েলিংটন। 2237-6639/94320-13311.

গাড়োয়ালে হোটেল/ গাড়ি

কেদার বদ্রী, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী এবং সমগ্র গাড়োয়ালে ন্যায্যমূল্যে হোটেল ও গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। বুকিং করুন: Club Destiny Group, ৪, লেনিন সরণি, ওয়াচেল মোল্লা ম্যানসন, দ্বিতীয় তল, কলি-১৩। 98744-22811, 2228-3246, 98044-00261.

Welcome হোটেল

দার্জিলিং, লাভা, রিশপ, কোলাখাম, তিনচুলে, শিটং, বড়-ছোট মাঙ্গোয়া, কালিম্পং, চিত্রে, টুমলিং, কালিপোখরি, সান্দাকফু। রিশিখোলা, সিলারিগাঁও, সুখিয়া/ জোড় পোখরি, বাগোরা, চারখোল। সিকিম, আরিতার, জুলুক, কুপুপ, লিংথাম, নাথাংভ্যালি, উত্তরে, কালুক, রিনচেনপং, ওখরে, ডেন্টাম, হি, বারমিওক, হিলে, বারসে, ছায়াতাল, পেলিং, রাবাংলা, ইয়াকসাম, খেচিপুর, গ্যাংটক। সারা ভারতের হোটেল ও গাড়ি বুকিং। 98310-15846, 97482-97852, 91437-95260.

হিমাচল ও কুমায়ুনে হোটেল/গাড়ি

সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, সারাহান, কল্পা, নাকো সহ সমগ্র হিমাচল এবং নৈনিতাল, কৌশানি, চৌকরী, বেরীনাগ, মুন্সিয়ারি সহ সমগ্র কুমায়ুনের হোটেল ও গাড়ি বুকিং করা হয়। 2228-3246, 98744-22811.

৬ দিনে ভুটান

থিম্পু, পারো, পুনাখা ৯,০০০/-, ৭ দিনে গ্যাংটক, পেলিং, দার্জিলিং ৮,৫০০/-, ৬ দিনে দার্জিলিং, রিশপ, লোলেগাঁও ৭,০০০/-, ৫ দিনে শিলং, কাজিরাঙা ৭,৬০০/-। চল যাই না: 92315-45695/96741-62181.

প্যাকেজ ট্যুর

EASTERN TOURISM

Govt. & Pvt. Hotel Booking & Package Tour all over India & Abroad. তাজপুর, পুরী, দীঘা, ফলতা (পিকনিক স্পট), বিষ্ণুপুর, ডুয়ার্স, গ্যাংটক, দার্জিলিং, রিশপ, লাভা, লোলেগাঁও, দিল্লি, আগ্রা, রাজস্থান, মুর্শিদাবাদ, সুন্দরবন (বাজেট/ লাক্সারি) মন্দারমণি (সব হোটেল)। ১৫ মে স্পেশ্যাল কাশ্মীর প্যাকেজ, ১৪ দিন-১৫,৭৫০ টাকা। উড়িষ্যা ট্যুরিজমের অথোরাইজড এজেন্ট, ২৪৫৫-১৪৯১, ৯৮৩৬৩-৮১৯৯৪। www.easterntourism.net

নৈনিতালের একমাত্র বাঙালি ট্রাভেল এজেন্সি

SUNITI TOUR & TRAVELS

সমগ্র কুমায়ুনে হোটেল/ গাড়ি/ বাস ও Carbett সাফারি বুকিং করা হয়। এছাড়া কুমায়ুন প্যাকেজ Nainital (2N) Jaggeswar (1N) Patal Bhubaneswar/ Chaukari (1N) Munsiary (2N) Kausani (1N) Covering Almora, Ranikhet, Baijnath. যাত্রা 12/4, 24/5. যোগাযোগ: H. O. The Mall, Nainital, 05942-220402, (M): 098972-09933, 094519-45541. কলকাতা বুকিং: AD 287, Rabindra Pally, Kestopur, Kol-101, (M): 98301-10177, 98745-26617, 94330-72131. Web: www.suniti travels.com, Email: little_sparrow88 @yahoo.com

সারা ভারত হোটেল/ গাড়ি/ প্যাকেজ বুকিং

হিমাচল 12, 30/5, 10/6 অমৃতসর সহ কাশ্মীর 10, 25/5 হরিদ্বার, মুসৌরি 29/4, 8, 23/5, 17/6. সিকিম স্পেশ্যাল (ইউমথাং সহ) 11, 30/5, 7/6. আসাম 24/4, 9, 27/5, 13/6. নিজস্ব হোটেল: কাশ্মীর, পেলিং, গ্যাংটক। ভ্রমণ পিয়াসী ট্রাভেলস (90627-27906/98830-15720).

শান্তিনিকেতন ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

সুন্দরবন প্যাকেজ IN/2D @2,500/- 2N/3D @3,500/-. ডিলাক্স প্যাকেজ 2N/3D @ 4,500/-, শর্তাবলি প্রযোজ্য। দার্জিলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, চারখোল, পেডং, বিন্দু, ঝালং, মূর্তি, লাটাগুড়ি সহ ডুয়ার্স। 98305-29628/99030-64928.

Excursion2India

আপনার সাধের জায়গায় আপনারই সাধ্যের মধ্যে ভ্রমণের সমস্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনার জন্য যোগাযোগ করুন। ভারতের যে-কোনও জায়গার হোটেল, গাড়ি অথবা টেলরমেড প্যাকেজ বুকিংয়ের যোগাযোগ: 91635-80464, 94393-65707, www.excursion2india.com

কনকাঞ্জলি ট্যুরিজম

মধ্যপ্রদেশ, নৈনিতাল, হরিদ্বার, দিল্লি, আগ্রা, বেনারস, হিমাচল, কাশ্মীর, গ্যাংটক, ডুয়ার্স, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, চাঁদিপুর, বকখালি, গোপালপুরের সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, আন্দামান ও অরুণাচল হোটেল ও প্যাকেজ। 98304-32868. www.kanakanjalitourism.com, 7, B. B. Ganguly St.

ভ্রমণবার্তা

প্যাকেজ ট্যুর

Itinerary Planner

Hotel and Family Package booking For Gangtok, Ravangla, Pelling, Rinchenpong, Kaluk, Juluk, Okhrey, Versey, North Sikkim Package. ⋆Darjeeling, Kalimpong, Lava, Lolegaon, Rishyap, Dooars. ⋆Bhutan, Orissa, Himachal, Uttarakhand, Rajasthan and Kerala. Contact: 98303 06159/(033)2486 0583. www.itineraryplanner.net

ডুয়ার্স naturecamp travels

গরুমারা, জলদাপাড়া, চিলাপাতা, বক্সা, রায়মাটাং, জয়ন্তী, বিন্দু, ঝালং, রকি-আইল্যান্ড, সামসিং সহ সমগ্র ডুয়ার্সে হোটেল, গাড়ি ও প্যাকেজ। গরুমারাতে নিজস্ব রিসর্ট। Call : 98744-39571, 84204-63611.

New Eye India Travels

রাজস্থান/ কেরল/ বম্বে গোয়া/ সাউথ ইন্ডিয়া/ ভাইজ্যাগ-আরাকু-হায়দ্রাবাদ/ সিকিম/ ডুয়ার্স। এছাড়া কমপক্ষে ৮ জনের জন্য যে-কোনও দিন যে-কোনও প্যাকেজ। 6, C. R. Avenue, Kol-72, (033) 6459-7052, 97487-56954, 98365-84017, 99034-16136.

সোনালী ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

কাশ্মীর (১৪ দিন) মধ্যপ্রদেশ (১২ দিন) হিমাচল (১০ দিন) ডুয়ার্স (৫ দিন) লাভা-লোলেগাঁও (৭ দিন) সিকিম (৯ দিন) প্যাকেজ। ৩, ম্যাঙ্গো লেন, ১ম তল, কলকাতা-১। Ph: 033-2262-2820/1849, (M): 098308-50105.

Sylvan Tours & Travels

প্রতিদিন সিকিম (NJP থেকে কমপক্ষে 6 জন) কাশ্মীর/সিমলা মানালি/ নেপাল/ গোয়া/ নৈনিতাল 16, 17, 25/4, 3/5. Sujit: 98301-56212 / 94334-09706. 7, C. R. Avenue, Laha Paint House, Kol-72. www.sylvantravels.com

Crews Tourism Pvt Ltd

নিজস্ব প্যাকেজ— কাশ্মীর 15, 28/4, 8,19, 26/5, 2/6 সিমলা মানালি 15/4, 18, 26/5, 3/6 নৈনিতাল 16/4, 19, 27/5 কেদারবদ্রী 19, 26/5, 2/6 ভুটান 20, 27/4, 11/5 লে লাদাখ 19, 26/5, 2/6. Ph: (033) 4001-6660, 86979-82878.

Welcome প্যাকেজ 2013

ভয়ংকর সুন্দর লাদাখ, ব্যতিক্রমী কাশ্মীর, অন্যরকম হিমাচল, অমরনাথ সহ কাশ্মীর, চারধাম, অপূর্ব কুমায়ুন, দার্জিলিং পরিক্রমা, সিকিম পরিক্রমা। Welcome Tours & Travels, 185, Lenin Sarani, Kol-13. 98310-15846, 97482-97852, 91437-95260.

Nature Lovers Club

বৈষ্ণোদেবী ও অমৃতসর সহ কাশ্মীর @11,000/- নেপাল @11,000/- সিমলা কুলু মানালি @10,000/- কল্পা কিন্নর @12,500/- উঃ ভারত @10,000/- দার্জিলিং গ্যাংটক @5,500/- আন্দামান @9,500/-. 2, S.N. Banerjee Rd, Kol-13. (033)6540-1239, 97338-01536.

প্যাকেজ ট্যুর

Swaraj Tour & Travels

কাশ্মীর (14500/-) 11/04, 20/5. কিন্নর লাহুল স্পিতি (16500/-) 28/5, 16/6. ভুটান (12500/-) 6/4, 22/5. চিতওয়ান সহ নেপাল (11,500/-) 22/4, 22/5. অরুণাচল সহ মেঘালয় আসাম (15,800/-) 17/4, 22/5. দার্জিলিং ও শিলং-এ নিজস্ব হোটেলের গ্রীষ্মকালীন বুকিং শুরু হয়েছে। 7A, Rani Rashmoni Rd., Kol-13, 1st Floor, Room No. 110, 94330-54015, 98310-84798 & (033) 3020-7220. সারা ভারতে সর্বত্র হোটেল, প্যাকেজ বুকিং করা হয়।

স্টার ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস

দিঘা-স্বপ্নদীপ রেসিডেন্সি, মন্দারমণি-হোটেল ওয়েভ, পুরী-হোটেল বাসু, তটিনী/গায়ত্রী, দার্জিলিং-হোটেল মে ফেয়ার, আনন্দম, গ্যাংটক-স্বর্ণচূড়া, ম্যানুল-ইন, পেলিং-হোটেল বাইচুং, মাউন্ট ভিউ। এছাড়াও ভারতের সর্বত্র হোটেল-গাড়ি বুকিং, প্যাকেজ ট্যুর ৮১০০৪-১৭৬৭৩/ ৯৮৮৩৭-৬৩১৩৪।

TSC ভ্রমণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ভারতের সর্বত্র হোটেল ও বেড়ানোর সবরকম ব্যবস্থা, air, rail-eticket, পাসপোর্ট সহায়তা করা হয়। Sr. Citizen-দের বিশেষ ব্যবস্থা। Travel Solutions and Consultancy. 43/1, Block-A, Bangur Avenue, Kol-55, Ph: 98307-38885/98310-95512/033 2574-6122.

ESBOSE TOURISM

পুরী, দিঘা, দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, হরিদ্বার, মুসৌরি, তারাপীঠ, শান্তিনিকেতন, সিমলা, মানালি, শিলং, বেনারস, কাশ্মীর। এছাড়া অন্যত্রও ভ্রমণের জন্য বুকিং করা হয়। Ph: 3354-3220-24, M: 098366-08955.

স্পা ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

সমগ্র হিমাচল এবং লে-লাদাখ। যাত্রার তারিখ আপনার। নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের। ন্যূনতম ২ জন। Mobile: 94748-00233/91637-91788. E-mail: spatourandtravels@gmail.com

হোটেল রিসর্ট

CRISSCROSS TOURS & TREKS

We organise small/big exclusive trek Packages & Peak climbing in Nepal (Annapurna Base Camp/ Everest Base Camp) and tailormade Packages for Darjeeling, Kalimpong, Gangtok, Bhutan and all over Nepal at Unbelievably affordable rates. 99037-84835, 97488-75160 crisscrosstravels @gmail.com

S S Travel Wings

কাশ্মীর বৈষ্ণোদেবী (অমৃতসর সহ) 19, 26/4, 10/5, 17/5, 7/6. সিমলা কিন্নর লাহুল স্পিতি 11/4, 9/5, 6/6. কুমায়ুন নৈনিতাল আলমোড়া বিনসর 12/4, 10/5, 7/6. হরিদ্বার কেদারবদ্রী 27/5, 12/6. যে-কোনও দিন লাদাখ ও অরুণাচল। 96740-28866, (033)6500-1103.

হোটেল রিসর্ট

HOTEL MUKTANGAN চাঁদিপুর

চাঁদিপুরে সি-বিচের ওপর হোটেল মুক্তাঙ্গন। অ্যাটাচড বাথ, জেনারেটর, কালার টিভি, রেস্টুরেন্ট সহ। Non-AC ও AC Room. Dormatory-র ব্যবস্থা আছে। চাঁদিপুর: (06782) 270027, (M) 098617-81083. কলকাতা- (033) 6533-0194/95, 99034-30911.

SUNDERBAN TIGER SAFARI

নিজস্ব বিলাসবহুল রিসর্টে, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে ১ রাত ও ২ রাতের প্যাকেজ। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কাটান। যে-কোনও দিন ন্যূনতম ৮ জনে। 83A, Satish Mukherjee Rd, Kol-26. 98744-59647/98744-59648. www.sundarbantigersafari.com,

Deep Resorts

পুরীর সমুদ্রসৈকতে আপনার নিজস্ব ঠিকানা: এ সি ডিলাক্স সি-ফেসিং ঘর, রেস্টুরেন্ট, তৎসহ গোপালপুর হোটেল বুকিং: 2262-2820/1849, 98308-52068, 99033-11361.

আন্দামান চলুন সোনালির সঙ্গে

পোর্টব্লেয়ার থেকে পোর্টব্লেয়ার— এসি/ নন-এসি প্যাকেজ কমপক্ষে ৪ জন— বাজেট ও ডিলাক্স প্যাকেজ— সোনালি ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস, ৩ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা-১। Ph: 033-2262-1849/2820, 98308-50105

হিমাচলে হোটেল/ প্যাকেজ

সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, খাজিয়ার, চাম্বা, ধরমশালা, সাংলা, কল্পা, সারাহান, ছিটকুল— হোটেল বুকিং: 2262-1849/2820, 99033-11361. www.sonalitourntravels.net

NORTH EAST TRAVELS

নিজস্ব হোটেল: জলদাপাড়া, রিশপ, লাভা, লোলেগাঁও, চারখোল, কোলাখাম, ওখরে, শিলং, গ্যাংটক, পেলিং, উত্তরে, কালুক, বার্মিওক, জয়পুর। মে মাসে বাঘ দেখতে কানহা, বান্ধবগড়, নাগজিরা, তাড়োবা, কাজিরাঙা প্যাকেজ ট্যুর। সিকিমের যে-কোনও জায়গায় গাড়ি ও হোটেল বুকিং। সিল্করুটে গাড়ি/ হোটেল বুকিং। এয়ার ও রেল ই-টিকিটিং করা হয়। ১১ই ডোভার লেন, কলকাতা-২৯, 94745-94446, 033-4004-5082.

Hotel Chandan (Puri)

পুরী হোটেলের পিছনে, হোটেল কামাখ্যার বিপরীতে হোটেল চন্দন। লাক্সারি রুম, AC, Non-AC, বাগান, রেস্টুরেন্ট সহ। রুম ভাড়া ৮০০, ১,২০০, ১,৮০০। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন: ব্যানার্জীদা 98310-39240, মানব 98043-29990, বেলুড় 94328-50338. explorerglobe@gmail.com

গায়ত্রী ভবন (পুরী)

আমাদের নিজস্ব গেস্টহাউসে আসুন— সর্বসুবিধাযুক্ত, বাঙালি খাবার সহ। গ্রুপ বুকিং-এ বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা আছে।

2, No, জওহরলাল নেহরু রোড (মেজানাইন ফ্লোর) Kol-13, Ph: (033) 2228-1387/3292-7135/094338-67043.

ভ্রমণবার্তা

হোটেল রিসর্ট

হোটেল শারজা ও ডিপ্লোম্যাট-শ্রীনগর

ডাললেকের কাছে সম্পূর্ণ বাঙালি পরিচালিত থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা সহ প্রত্যেক রুমে কার্পেট, L C D, Colour TV, গিজার এবং 24 ঘণ্টা গরম জল ও ইলেক্ট্রিকের সুব্যবস্থা। বাপ্পা অধিকারী 98303-84279, সন্তু চৌধুরী 93397-30148.

আপনি কি কাশ্মীর যাচ্ছেন?

বাঙালি পরিচালিত নিজস্ব হোটেল জম্মু-গ্রেস, কাটরা-কাশী বিশ্বনাথ, হলিসহিন, ওম শ্রী, শ্রীনগর-হোটেল শারজা, ডিপ্লোম্যাট, চিনার, পহেলগাঁও-লিডার প্যালেস, হিমল। নিজস্ব জম্মু-জম্মু প্যাকেজ 5,500/-, 9,500/- (9N/10D) 98303-84279, 93397-30148.

Ranar ট্রাভেলস

ডালজিন, তৎসহ পহেলগাঁও, কাটরা, গুলমার্গ, শোনমার্গ, জম্মু, পাটনিটপ। এছাড়া অমৃতসর সহ প্যাকেজ, হোটেল, গাড়ি বুকিং। Mob: 98310-18293/92306-12302.

Ranar ট্রাভেলস

হোটেল বুকিং: পুরী, দিঘা, ভাইজ্যাগ, গোপালপুর, তাজপুর, মন্দারমণি, গোয়া, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিংয়ে নিজস্ব হোটেল/ গাড়ি, সিমলা-মানালি। Mob: 98310-18293/92306-12302.

Ranar ট্রাভেলস

পুজোর প্যাকেজ: কাশ্মীর 20/9, 10, 11, 12, 13, 14/10 নৈনিতাল-কৌশানি 10, 14, 21/10 উঃ ভারত 20/9, 11, 14/10 কেরালা 10, 14, 28, 25/10 সিমলা-মানালি 10, 15, 22/10 ভুটান-নেপাল 10, 12, 22/10. Mob: 98310-18293/92306-12302.

ডুয়ার্সের যে-কোনও জঙ্গল

জলদাপাড়া, গরুমারা, চিলাপাতা, বক্সা, জয়ন্তী, রায়মাটাং, রসিকবিল সহ সমগ্র ডুয়ার্স হোটেল প্যাকেজ সাফারি বনবাংলো বুকিংয়ের জন্য ট্রাভার্স ট্রেকস অ্যান্ড ট্যুরস 90510-32191, 96743-31010. সিকিম স্পেশ্যাল প্যাকেজ। সারা ভারত হোটেল বুকিং।

পুরীর সমুদ্র সৈকতে একগুচ্ছ হোটেল

দীপ রিসর্ট, দীপগঙ্গা, ডায়মণ্ড প্যালেস, বঙ্গলক্ষ্মী, ড্রিমল্যান্ড, (পুরী) সং অব দি সি, ব্লু হেভেন (গোপালপুর অন সি) বুকিং: 2262-2820/2262-1849, 99033-11361/98308-52068.

কাশ্মীরে হোটেল/প্যাকেজ/গাড়ি

LINKAGE জম্মু, শ্রীনগর, পাটনিটপ, পহেলগাঁও, গুলমার্গ, শোনমার্গ সহ সর্বত্র আপনার সময় ও পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন বাজেটের হোটেল, গাড়ি ও প্যাকেজ। Ph: 2265-8999, 2227-6685, 98301-52169.

ECO VILLAGE GUEST HOUSE

হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে কয়েকদিন গ্রামবাংলায় মনোরম পরিবেশে কাটিয়ে আসতে পারেন। চারশয্যাবিশিষ্ট ঘর, ভাড়া ৮০০ টাকা। Home Stay & Guest House. যোগাযোগ করুন গৌর সুরের সঙ্গে। 98301-27925, (033) 2694-0509.

হোটেল রিসর্ট

প্রতিদিন কাশ্মীর মাত্র ১০,০০০

সমগ্র কাশ্মীরে গাড়ি ও হাউসবোট বুকিং। যে-কোনও দিন হরিদ্বার-কেদার বদ্রী 12,500/- (4 জন) সিমলা সাংলা সারাহান 11,500/- (4 জন) আন্দামান (7 দিন) 8,500/- গোয়া ও Star Resort (4 দিন) 7,500/- ডুয়ার্স (4 দিন) 4,700 সুন্দরবন (3 দিন) 3,000/- পুরী (4 দিন) 3,500 দার্জিলিং গ্যাংটক পেলিং (8 দিন) 9,000/- মন্দারমণি (3 দিন) 1,600/-. সারা ভারতে যে-কোনও জায়গায় (8-10) জনের প্যাকেজ। S S Travel Wings 96740-28866. (033) 6500-1103, Email: sstravelwings@gmail.com

S S Travel Wings

নিজস্ব হোটেল— পুরী (আকাশ গেস্টহাউস) মন্দারমণি (সানভিউ রিসর্ট) এবং (স্টার ইন) দার্জিলিং (ট্রাভেলার্স ইন) ডুয়ার্স (হোটেল ডায়নাস্টি) হরিদ্বার (কুনাল গেস্টহাউস এবং রজত রেসিডেন্সি) সারা ভারতে হোটেল ও গাড়ি বুকিং। 96740-28866, (033)6500-1103.

Marina Beach Guest House

ভাইজ্যাগে কৈলাসগিরি বিচের ওপর অত্যাধুনিক সজ্জায় সজ্জিত। 10টি দ্বিশয্যাবিশিষ্ট রুম। Non AC 900/- ভাড়া, AC 1,300/- ভাড়া। AC রেস্টুরেন্ট। আরাকু, ঋষিকোন্ডা বিচ সহ ভাইজ্যাগের অন্যান্য জায়গায় ঘোরার ব্যবস্থা করা হয়। চৌধুরী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস— 93397-30148, 095050-45959.

Hotel Blue Sea (Puri)

Standard Double Bed@ 1,100/- @1,300/-. Standard Double Bed View Room@ 1,500/- Special Discount for Group Booking 10% Service Charge applicable on Room Tariff. Cont.: Parijaii Tours n Travels. 99036-93756, (033) 3262-5588.

Hotel Palace Inn– New Digha

Standard Double Bed Gr. Floor @800/-, Deluxe Double 4 bed, 6 bed @1,000/- @3,500/- AC, Non-AC rooms are there. Special Discount for group booking. Cont.: Parijaii Tours n Travels. 99036-93756, (033) 3262-5588.

naturecamp travels

সুনতালেখোলা নেচার ক্যাম্প

প্রকৃতি-প্রেমিকদের স্বর্গরাজ্যে সুনতালেখোলাতে নিজস্ব রিসর্ট নেচার ক্যাম্প থেকে রকি আইল্যান্ড, সামসিং, মৌচুকি ভ্রমণ করুন। Room ভাড়া 1,200/- থেকে শুরু। এছাড়া গরুমারাতে নিজস্ব রিসর্ট। Call: 98744-39571, 84204-63611.

হোটেল গেস্টহাউস বুকিং

প্যাকেজ: দিঘাতে থাকা-খাওয়া 2N/3 days 800/- জনপ্রতি। পুরীতে থাকা + খাওয়া (4N/5 days) + sight seeing (by CAR) 2,800/- জনপ্রতি। পুরীতে থাকা + খাওয়া 400/- জনপ্রতি। দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং থাকা + খাওয়া 650/- জনপ্রতি। (M): 98313-80562/80131-59604.

হোটেল রিসর্ট

Season 4

ভূস্বর্গ কাশ্মীরে জানাই সাদর আমন্ত্রণ— জম্মু-কাশ্মীর সরকার অনুমোদিত বুকিং সংস্থা সঙ্গে বেসরকারি সেরা হোটেল বুকিংয়ের বিরাট আয়োজন। জম্মু, শ্রীনগর, শোনমার্গ, গুলমার্গ, পহেলগাঁও, পাটনিটপ, হাউসবোট ও পছন্দ অনুযায়ী গাড়ির ব্যবস্থা। Ph: 98308-77017/90510-13413.

Season 4

অচেনা, অদেখা ভিন্ন স্বাদে হিমালয়। নামচি, হি-বার্মিওক, উত্তরে, ভার্সে, আরিটার, সিলারিগাঁও, পেডং, জুলুক, নাথাং, লুংথাং-এ হোটেল ও গাড়ির ব্যবস্থা। Ph: 98308-77017/ 90510-13413.

ভিক্টোরিয়া প্যালেস (ডাললেক, শ্রীনগর)

ডাল লেকের কাছে কাশ্মীরি ঘরানার বাগানসমেত ১৫ রুমবিশিষ্ট বাঙালি পরিচালিত হোটেল। রুমে টি ভি, গিজার কার্পেট সঙ্গে বাঙালি খাবার। কাশ্মীরের অন্যান্য স্থানে হোটেল ও গাড়ি বুকিং। 98311-25446, 98303-08705. বিশদ জানতে www.kashmirspecial.com

হোটেল কবীর (ডাললেক, শ্রীনগর)

কাশ্মীরের ডাল লেকের সন্নিকটে ৪৫ রুমের হোটেল। বাঙালি পরিচালিত বাঙালি খাবার। গুলমার্গ, শোনমার্গ যেতে হোটেল ম্যানেজার সাব্বির ন্যায্য মূল্যে সবরকম ব্যবস্থা করে দেন। বিমানে যাতায়াতকারীদের আনার ব্যবস্থা আছে। 98311-25446, 98303-08705. www.kashmirspecial.com

Kolkata Guest House (ভাইজ্যাক)

ভাইজ্যাগের রামকৃষ্ণ বিচের থেকে হাঁটাপথে মাত্র ১ মিনিটের পথ। হোটেলে খাওয়াদাওয়াতে পুরোপুরি বাঙালিয়ানা। রুমভাড়া ৭০০-১,০০০ টাকা। আরাকু, ঋষিকোন্ডা বিচ সহ ভাইজ্যাগের অন্যান্য জায়গায় ঘোরার জন্য আপনি গাড়িও পাবেন এখানে। 98311-25446, 98303-08705।

পাইন ব্রুক গেস্টহাউস-শিলং

সমস্ত রুম অ্যাটাচড, গিজার, এল সি ডি, ডাইনিং/কনফারেন্স হল, রুম সার্ভিস, রেস্টুরেন্ট। প্রবাসে বাঙালিয়ানা বিনোদনের শ্রেষ্ঠ ঠিকানা। স্কুল-কলেজ-অফিস-কনফারেন্স প্রভৃতির জন্য ট্রাভেল এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: 98310-89453 (কলি), 094369-85858 (শিলং)।

গোবিন্দ রিসর্ট (পুরী)

পুরীর সমুদ্র থেকে ১ মিনিট দূরে, মার্বেলে মোড়া, বাঙালি খাবার, সঙ্গে কর্মীদের আতিথেয়তা। ডবল বেড 800/- থেকে 1,000/-, A. C. 1,500/-, Colour T.V, Balcony, ব্যানার্জিদা: 98310-39240, মানব: 98043-29990, বেলুড় 94328-50338. explorerglobe@gmail.com

গ্রিন ভ্যালি

কৈলাশ মানস গাড়িতে 19/5, 17/6, 16/7, 15/8, 13/9 @99,999/- চারধাম ১৫ দিন @13,750/-, সান্দাকফু ট্রেকিং ৭ দিন @6,750/- Ex. NJP. 94330-95271, 98369-54365.

ভ্রমণবার্তা

হোটেল রিসর্ট

হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা-পেলিং

নিউ হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডের কাছে বাঙালি পরিচালিত হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা। ঘরে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে অনুভব করুন। উপভোগ করুন বাঙালি আতিথেয়তা ও বাঙালি খাবার। রুম ভাড়া ৭০০-১,২০০ টাকা। পেলিং থেকে অন্য জায়গায় থাকা ও sight seeing করা হয়। সন্তু চৌধুরী 93397-30148.

Citi Safari Tours Pvt. Ltd.

International>Eurail Tickets & Passes, Domestic & International:- Hotel Booking, Adventure & Wildlife Safari, Cruise & Tailor made packages. 167-N, R. B. Ave. Gariahat Jn. Kol-19, 2460-6101, (M): 90381-11199. citisafari.ho@ gmail.com

Crews Tourism Pvt. Ltd.

নিজস্ব হোটেল— গ্যাংটক Hotel AJAMBARI এবং Hotel Trinetra, Forest Colony Gate, দিঘা- Hotel APARUPA, Old Digha, সারা ভারত হোটেল, প্যাকেজ, Air, Rail & Bus ticket, excursion, short trip booking করা হয়। Ph: (033) 4001-6660, 86979-82878.

Hotel SAHARA, Kashmir

Your friendly host in Kashmir-Hotel SAHARA, Kohankhan, Dalgate, Srinagar, Pin: 190001, (M): 094190-10592. Email: ahameed47@ rediffmail.com

হোটেল রিসর্ট

Sylvan Tours & Travels

পুরী, দিঘা, দার্জিলিং, সিকিম, ডুয়ার্স, হিমাচল, কাশ্মীর, কুমায়ুন, গাড়োয়াল, নেপাল, ভুটান, অরুণাচল— সর্বত্র হোটেল/গাড়ি। Sujit: 98301-56212/ 94334-09706. 7, C. R. Avenue, Laha Paint House, Kol-72. www.sylvantravels.com

BUXA INN

জঙ্গল ও পাহাড়ের কোলে কোর এরিয়ার মাঝে জঙ্গলকে উপভোগ করতে হোটেল বক্সা ইন (খাওয়া-থাকার সুব্যবস্থা আছে)। Contact: Ratul Majumder, +919434229040/ +919775946511. Website: www.buxainn.com email id: ratulapd@gmail.com

ডুয়ার্সের রানি 'জয়ন্তী' নদী ও পাহাড়ের কোলে
ROVERS' INN JAYANTI

Call: 94340-14233, 94347-54349, 97349-03177, 97341-72815, 035642-03163. Mail: Parthasr69 @gmail.com, WEB: roversinnjayanti.com

উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও ডুয়ার্স

LINKAGE দার্জিলিং, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, কোলাখাম, তিনচুলে, চটকপুর, কার্শিয়াং, পেডং, ঋষিখোলা, টুমলিং, সান্দাক-ফু ছাড়া ডুয়ার্সের সর্বত্র হোটেল গাড়ি। Ph: 2265-7999, 2227-6685, 2226-4661, 98301-52169.

GLACIER TRAVELS Govt. Regd.

SUDIPTA : 9432014650/9331613734
GOUTAM : 9433305726

প্রতিদিন ফ্যামিলি প্যাকেজ/হোটেল ও গাড়ি

OLD SILK ROUTE & GURUDONGMAR
সিলারি, রেশি, আরিটার, জুলুক, থাম্বি, নাথাং, এলিফ্যান্ট লেক, কুপুপ, গ্যাংটক, ইয়ুমথাং, গুরুদোংমার

NEPAL
কাঠমান্ডু, পোখরা, চিতওয়ান, নাগারকোট, লুম্বিনি, মুক্তিনাথ (By Road/Air)

PRISTINE SIKKIM
ওখরে, বার্সে, হিলে, রিনচেনপং, উত্তরে, কালুক, হি, বারমিওক

DOOARS
গরুমারা, জলদাপাড়া, সামসিং, সুনতালেখোলা, ঝালং, বিন্দু, বক্সা, জয়ন্তী, চিলাপাতা

BHUTAN
থিম্পু, পারো, পুনাখা, বুমথাং

KASHMIR
জম্মু, শ্রীনগর, শোনমার্গ, গুলমার্গ, পহেলগাঁও, পাটনিটপ, কাটরা

GOA | ASSAM | MANAS

Hotel Booking: দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, নৈনিতাল, রানিখেত, কৌশানি, হরিদ্বার, শ্রীনগর, পহেলগাঁও, পাটনিটপ, দিল্লি, আগ্রা, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, বিকানির, পুস্কর, মাঃ আবু, জয়সলমির, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর সহ সমগ্র ভারত

286, B.B.Ganguly Street, 1st Floor, Kolkata-700 012
glacier_travel@yahoo.co.in
www.glaciertravels.com

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

শাদা ঘোড়া

ছোটদের স্বপ্ন আর যুদ্ধের রূপকথা।
পাতায় পাতায় দেবব্রত ঘোষের ছবি।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কর্তৃক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত

পঞ্চম মুদ্রণ। ₹৩০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

ঋষিকুমার

বাড়ির ছাদে নিজের হাতে বানানো চিড়িয়াখানা, চম্বলের ডাকাত, লাল-চোখ বেদে, বাঁশিওলা— এইসব নিয়ে ঋষিকুমারের রোমাঞ্চকর নানা অভিযানের কাহিনী। পাতায় পাতায় দেবব্রত ঘোষের ছবি।

₹২০

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগঅন করুন

হোটেল রিসর্ট

UTOPIA
Wildlife & Eco-Tourism

আমাদের নিজস্ব হোটেল সোনাখারি রিসর্ট (রিশপ) সিলভান স্টে (রিশপ), বাদলবিণা রিসর্ট (দমনপুর বক্সা টাইগার রিজার্ভ) 2N/3N বনদপ্তরের অতিথিনিবাসে (রামসাই, বিচাভাঙা, কালিপুর, ধূপঝোড়া) কাটাতে পারেন। যেতে পারেন চিলাপাতার গহন অরণ্যে, নল রাজাদের গড়ে। সাউথ খয়ের বাড়িতে। এছাড়া রিশপ, শিলারিগাঁও, রিশিখোলা, আরিপং, জুলুক, কুপুপ, নাথাং— যে-কোনও দিন যে-কোনও সময়-যতখুশি যেতে পারেন। 134B, S. P. Mukherjee Rd, Kol-25, 2463-5553, 98304-07707, 90518-77727. সারাবছর আকর্ষণীয় ডুয়ার্স প্যাকেজ।

Villa Tours & Travels

হিমাচল (প্যাকেজ- 17/5, 25/5, 7/6/13) উত্তরাখণ্ড, কাশ্মীর (প্যাকেজ- 16/4/13) সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, লে-লাদাখ 21/6 (19 দিন)। নিজস্ব হোটেল: মানালি, সাংলা, কল্পা, সারাহান। Ph: 2231-8019/ 98303-71744, 98301-89778, 94338-13678.

Parijayee Tours 'N' Travels

পুরীতে-আমাদের নিজস্ব হোটেল Blue Sea, Hotel Palace Inn (নিউদিঘা) ডুয়ার্স- Taskers Den, Green Touch Resort (Gorumara) (Jaldapara) Acacia Eco-Resort. দার্জিলিং-Hotel Zodiac গ্যাংটক- Hotel Green Park. সারা ভারতে Hotel Booking করা হয়। আমাদের Offbeat প্যাকেজ- Kolakham, Charkhole, Pedong, Rishi, Aritar, Silarigaon, Zuluk, Singtam, Kaffer, Rikkisum, Damsang, Fagu Tea estate, Tinchule. 60B, Chowringee Road, Kol-20, 033 3262-5588, 99036-93756, 84201-96053.

Season 4

এবার পুজোয় উটের পিঠে বাঙালি খাবারের স্বাদ সহ রাজস্থানে রাত্রিবাস— বাছাই করা AC হোটেল, হাভেলি এবং ডেসার্ট টেন্ট। বিশেষ আকর্ষণ ক্যামেল সাফারি ও রাজস্থানি লোকনৃত্য। Ph: 98308-77017/90510-13413.

হিন্দুস্থান গেস্টহাউস

দার্জিলিং ম্যালের কাছে হিন্দুস্থান গেস্টহাউস এবং ক্লাব স্ট্যান্ড থেকে ওঠার পথে রৌনক হোটেল। লাভায় নীহারবিন্দু ও রিশপে Eco Resort Holly Hock. 700/- থেকে শুরু। কল বুকিং: Club Destiny, 8 Lenin Sarani, Kol-13. 2228-3246, 98315-40968, 98044-00261.

বশিষ্ঠ ট্রাভেলস (হরিদ্বার)

হরিদ্বারে বাঙালি প্রতিষ্ঠান। এখানে তাপস সরকারের পরিচালনায় বিভিন্ন বাজেটের হোটেল ও ধর্মশালা বুকিং পাবেন। গাড়োয়ালের বিভিন্ন স্থানে যেতে ছোট-বড় সবরকমের গাড়ির বন্দোবস্ত আছে। 096392-45542 (হরিদ্বার), 9903525040/9830308705, 033-2212-9788.

হোটেল রিসর্ট

Shilavilla Resort Pvt Ltd

কলকাতা থেকে ১ ঘণ্টায় সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশে বিলাসবহুল রিসর্টে ছোট্ট ছুটি কাটাতে সপরিবারে আসুন। সুবিধা-এ সি/নন-এ সি, সুইমিং পুল, ইন্ডোর গেম, গার্ডেন। কনফারেন্স রুম ও Fishing-এর সুবিধা। www.shilavillaresort.com, 98301-63896/98362-29187.

Season 4

শিব ঠাকুরের আপন দেশে— কল্পা, সাংলা, সারাহান, রামপুর, সোলাং, সিমলা, মানালি, কুলু, ধরমশালা, ডালহৌসি, খাজিয়ার, চাম্বায় সরকারি ও বেসরকারি হোটেল ও গাড়ির ব্যবস্থা। Ph: 98308-77017/90510-13413.

Season 4

মরুভূমির নৃত্যাঙ্গনে ও হাভেলির ঘুঙুরের শব্দে রাজস্থান সরকার অনুমোদিত বুকিং সংস্থা সঙ্গে সেরা ও বাছাই করা হোটেল বুকিং। পছন্দসই গাড়ি ও বিশ্বস্ত গাড়িচালক। জয়পুর, আজমির, পুষ্কর, উদয়পুর, যোধপুর, মাউন্ট আবু, জয়সলমির ও বিকানির। Ph: 98308-77017/90510-13413.

Season 4

কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, গোয়া, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য স্থানের সরকারি ও বেসরকারি হোটেল বুকিং এবং নিজের পছন্দ অনুযায়ী লে-লাদাখ, আন্দামান ও বাংলাদেশ ঘোরার ব্যবস্থা। Ph: 98308-77017/90510-13413.

সিকিম ও দার্জিলিং
naturecamp travels

গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, হিবারমিওক, উত্তরে, জুলুক ও নাথাং ভ্যালি সহ সিল্করুট ও উত্তর সিকিম প্যাকেজ। দার্জিলিং, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, কোলাখাম, তিনচুলে, সিলারিগাঁও, বড়া ও ছোটা মাংগোয়ায় হোটেল, গাড়ি ও প্যাকেজ। (M): 98744-39571, 84204-63611.

Naik Palace

পুরীর সমুদ্র থেকে সামান্য দূরত্বে, মার্বেলে মোড়া, বাঙালি খাবার, সঙ্গে কর্মীদের আতিথেয়তা। ডবল বেড 800/- – 1,200/-. A C 1,500/-, Colour TV, Balcony. ব্যানার্জিদা: 98310-39240, মানব: 98043-29990, বেলুড় 94328-50338. explorerglobe@gmail.com

হিমাচলে হোটেল/ গাড়ি

LINKAGE সিমলা, মানালি, ধরমশালা, ডালহৌসি, খাজিয়ার, চাম্বা, সারাহান, সাংলা, কল্পা, কাজা, কেলং। আপনার পছন্দের প্যাকেজ ও গাড়ির ব্যবস্থা। Ph: 2265-7999, 2227-6685, 2226-4661, 98301-52169.

হোটেল রিসর্ট

হাবিব গেস্টহাউস, শ্রীনগর | নেহরু পার্ক

তমাল পোদ্দার পরিচালিত ডাল লেক থেকে হাঁটাপথে ৩ মিনিট দূরত্বে বাঙালি পরিচালিত হোটেল। বাঙালি খাবার। আহারাদি সহ জম্মু— জম্মু প্যাকেজ ১০,৫০০, 9N/10D, আহার ছাড়া জম্মু-প্যাকেজ, 7,500/-, 9N/10D. Club Destiny, (M): 98313-60282, 2228-3246.

সোনালী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, ধরমশালা খাজিয়ার, নৈনিতাল, মুসৌরি, কৌশানি- হোটেল ও প্যাকেজ: 2262-2820/1849/ 98308-52068. www.sonalitourntravels.net

গিরিবর্ত্মের দেশ লাদাখ। ভ্রমণের অনন্য অভিজ্ঞতা

LINKAGE লে, প্যাংগং হ্রদ, খারদুংলা পাশ, নুব্রা ভ্যালি, সো-মোরিরি হ্রদ। আপনার সময় ও পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন বাজেটের প্যাকেজ লে থেকে লে ৬ দিনের প্যাকেজ: ১৩,৫০০ থেকে শুরু। 2265-7999, 98301-52169.

সিকিমে হোটেল/প্যাকেজ/গাড়ি

LINKAGE গ্যাংটক, রাবংলা, পেলিং, ইয়ুমথাং, গুরুদোংমার, কালুক, উত্তরে, যোরং, নামচি, জুলুক, ওখরে, ভার্সে, লিংথাম, অ্যারিটারের বিভিন্ন বাজেটের আকর্ষণীয় প্যাকেজ। Ph: 2227-6685, 2265-7999, 98301-52169.

উত্তরাঞ্চলে হোটেল/গাড়ি

LINKAGE নৈনিতাল, কৌশানি, করবেট, চৌকরি, হরিদ্বার, মুসৌরি, ঋষিকেশ, রুদ্রপ্রয়াগ, চোপতা, গৌরীকুণ্ড কেদারনাথ, বদ্রীনাথ সহ চারধামরুটের সর্বত্র হোটেল ও বিভিন্ন গাড়ির ব্যবস্থা। 2265-7999, 2227-6685, 98301-52169.

সারথী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

কাশ্মীর বৈষ্ণোদেবী (১২) ১০/৫, ২০/৫, ৯/৬, ১১,০০০/- কেদার বদ্রী (১৩) ২৮/৪, ১২/৫, ২১/৫, ১০,৯৫০/- সিমলা মানালি (১১) ১৪/৫, ২১/৫, ১০,০০০/-, কল্পা কিন্নর (১১) ১৪/৫, ২১/৫, ১০,৫০০/- 280, N. S. Road, Howrah-1, 3 Mangoe Lane [1st Floor], Kolkata-1. Ph: 3025-3238/98308-40557/ 89024-98879 www.sarathitours.com সারা ভারতে হোটেল বুকিং করা হয়।

বিদেশ ট্যুর

Sylvan Tours & Travels

সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া @Rs. 35,500/- 6 দিন 26/5, ব্যাংকক পাট্টায়া @ Rs. 15,500/- 5 দিন 22/5, শ্রীলঙ্কা @ Rs. 28,990/- 8 দিন 18/4, 15/5. Air fare এবং Visa আলাদা। পাসপোর্টসহ ফোন করুন: Sujit 98301-56212/94334-09706. Web: sylvantravels.com

কলকাতার কয়েকটি জরুরি পর্যটনঠিকানা

অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটন
সিকিম কমার্স হাউস
৪/১, মিডলটন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎ ২২৮১-৩৬৭৯
www.andhratourism.com
www.aptourism.in

অরুণাচল প্রদেশ পর্যটন
অরুণাচল ভবন
ব্লক সি ই-১০৯, সেক্টর-১
সল্টলেক সিটি
কলকাতা-৭০০ ০৯১
☎ ২৩৩৪-১২৩৪, ২৩২১-৩৬২৭
www.arunachaltourism.com

অসম পর্যটন
৮, রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎ ২২২৯-৫০৯৪
www.assamtourism.com

আই টি ডি সি
৩জি, এভারেস্ট বিল্ডিং
৪৬-সি, জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎ ২২৮৮-০৯০১/৫২৫৪
www.tourism.gov.in
www.theashokgroup.com

আন্দামান-নিকোবর পর্যটন
৭-ডি পি ব্লক, সেক্টর-৫
সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১
☎ ২৩৫৭-৭৬২৮/৭৬২৯
tourism.andaman.nic.in

উত্তরপ্রদেশ পর্যটন
১২-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, দ্বিতীয় তল
কলকাতা-৭০০ ০০১
☎ ২২৩১-৪৯৭৪, ২২৩০-৭৮৫৫, ২২৪২-৭৪০৩
www.up-tourism.com

ওড়িশা পর্যটন
উৎকল ভবন
৫৫, লেনিন সরণি
কলকাতা-৭০০ ০১৩ ☎ ২২৪৯-৩৬৫৩
www.orissa-tourism.com

কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম লিমিটেড
৫০, জওহরলাল নেহরু রোড, প্রথম তল
(বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের পিছনদিকে)
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎ ২২৮২-৭২৯৫, ৯৩৩৯৮-৭৮৯৯৫
www.kmvn.org

কেরালা পর্যটন
ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশন সেন্টার
কলকাতা মালায়লি সমাজম
২২, চিন্ময় চ্যাটার্জি সরণি
কলকাতা-৭০০ ০৩৩ ☎ ৬৫৩৬-৭১৯০
www.keralatourism.org

কর্নাটক পর্যটন
নম্বর ৪৯, সেকেন্ড ফ্লোর
খনিজ ভবন, রেসকোর্স রোড
বেঙ্গালুরু-৫৬০ ০০১
☎ (০৮০) ২২২৭-৫৮৬৯/৫৮৮৩
www.karnatakatourism.org

গোয়া পর্যটন
ট্রায়োনারা অ্যাপার্টমেন্ট
ডাঃ অ্যালভারেজ কোস্ট রোড
পানাজি, গোয়া-৪০৩ ০০১
☎ (০৮৩২) ২৪২৪০০১/৪০০২/৪০০৩
www.goatourism.com

ঝাড়খণ্ড পর্যটন
উষাকিরণ বিল্ডিং
১২এ, ক্যামাক স্ট্রিট, ফ্ল্যাট নম্বর-৮বি
কলকাতা-৭০০ ০১৭
☎ ২২৮২-০৬০১

গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম লিমিটেড
মার্শাল হাউস, রুম নম্বর-২২৪, সেকেন্ড ফ্লোর
৩৩/১, এন এস রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
☎ ২২৩১-৫৫৫৪
www.gmvnl.com

গুজরাট পর্যটন
১৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, ৫ম তল
কলকাতা-৭০০ ০৭২
☎ ৯৪৩৩১-৯৬০৮১, ২২২৫-৪৩১৭
www.gujarattourism.com

ছত্তিশগড় ট্যুরিজম বোর্ড
চিত্রকূট বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, রুম নম্বর: ২৫
২৩০-এ, এ জে সি বোস রোড
কলকাতা-৭০০ ০২০
☎ (০৩৩) ৪০৬৬-২৩৮১, ৯৪৩৩৩-৭০০১১
www.chhattisgarhtourism.net

জম্মু ও কাশ্মীর পর্যটন
১২, জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৩
☎ ২২২৮-৫৭৯১
www.jktourism.org

তামিলনাড়ু পর্যটন
জি-২৬, দক্ষিণাপণ কমপ্লেক্স
২, গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ)
কলকাতা-৭০০ ০৬৮
☎ ২৪২৩-৭৪৩২/৭৬১১
www.tamilnadu-tourism.com

ত্রিপুরা পর্যটন
ত্রিপুরা ভবন
১, প্রিটোরিয়া স্ট্রিট. কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎ ২২৮২-৫৭০৩/৩৮৫৬
এইচ সি-১০, সেক্টর-৩, সল্টলেক
কলকাতা-৭০০ ১০৬
☎ ২৩৩৪-০২১৩
www.tripuratourism.in

দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল পর্যটন
গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া ট্যুরিস্ট অফিস
৪, শেক্সপিয়ার সরণি
কলকাতা-৭০০ ০৭১ ☎ ২২৮২-১৭১৫
darjeeling.gov.in
www.darjeelingnews.net

দিল্লি পর্যটন
গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া ট্যুরিস্ট অফিস
৪, শেক্সপিয়ার সরণি
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎ ২২৮২-৬৩১৫/১৭১৫
www.delhitourism.com

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম
ট্যুরিজম সেন্টার
৩/২, বি বা দী বাগ (পূর্ব), কলকাতা-৭০০ ০০১
☎ ২২৪৩-৭২৬০, ৪৪০১-২৬৫৯–৬২,
৯০৫১০-৫৭২৭২, ৯৮৩৬৭-৬৯১৯৬
www.westbengaltourism.gov.in

পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার
আর্য ম্যানসন, ৭ম তল, কলকাতা-৭০০ ০১৩
☎ ২২৩৭-০০৬০/০০৬১
www.wbfdc.com

বিহার পর্যটন
নীলকান্ত ভবন
২৬বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬
☎ ৯৮৩০০-৪৫২৩৫
www.tourismbihar.org

মধ্যপ্রদেশ পর্যটন
চিত্রকূট, রুম নম্বর ৭, সিক্সথ ফ্লোর
২৩০এ, এ জে সি বোস রোড
কলকাতা-৭০০ ০২০
☎ ২২৮৭-৫৮৫৫, ২২৮৩-৩৫২৬,
৩২৯৭-৯০০০
www.madhyapradeshtourism.com

মিজোরাম পর্যটন
মিজোরাম হাউস
আইজল-৭৯৬ ০০১
মিজোরাম
☎ (০৩৮৯) ২৩৩৪৪৭৪, ২৩৩৪৫৭৭
mizoramtourism.nic.in

মেঘালয় পর্যটন
১২০, শান্তিপল্লি, ইস্টার্ন বাইপাস
কলকাতা-৭০০ ০৪২
☎ ২৪৪১-১৯৩৭, ২২৪১-২১৫৯
megtourism.gov.in

মহারাষ্ট্র পর্যটন উন্নয়ন নিগম
এক্সপ্রেস টাওয়ার, দশম তল
নরিম্যান পয়েন্ট, মুম্বই-৪০০ ০২১
☎ (০২২) ২২০৪-৪০৪০, ২২৮৪-৫৬৭৮
www.maharashtratourism.gov.in

রাজস্থান ট্যুরিজম
কমার্স হাউস, প্রথম তল
২, গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলকাতা-৭০০ ০১৩
☎ ২২১৩-২৭৪০, ৯৮৩৬০-১০২৩৫
www.rtdc.in
www.rajasthantourism.gov.in

সিকিম পর্যটন
সিকিম কমার্স হাউস
৪/১, মিডলটন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎ ২২৮১-৭৯০৫/৫৩২৮
www.sikkim.gov.in

হিমাচল প্রদেশ পর্যটন উন্নয়ন নিগম
২এইচ, ইলেক্ট্রনিক্স সেন্টার (২য় তল)
১/১এ, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭২
☎ ২২১২-৬৩৬১, ২২১২-৯০৭২
www.himachaltourism.nic.in

পাঠক হোক ভ্রমণপাগল

১৯৯৩ থেকে ২০১৩। সময়ের অঙ্কে একুশ বছর। একটা দীর্ঘ সময়। কিন্তু তাতে কী! বরাবরই পাঠকদের যাত্রাসঙ্গী করেছে সে। করেছে তার আন্তরিকতায়। যখন ক্লান্ত অন্যদের স্বর, থেমে গিয়েছে তাদের কলম, তখনও সে বলে চলেছে, 'বেরিয়ে পড়ার আসল গাইড, ঘরে বসেও মানসভ্রমণ'। আসলে সেই পত্রিকাটির নাম 'ভ্রমণ'। আজও মানুষকে ভ্রমণমুখী করে তোলার অন্তরঙ্গ কারিগর। মননে এই পত্রিকা চিরযুবা, চলার পথে চিরসাথি। বারো মাসে তেরো ভ্রমণ এই পত্রিকার বীজমন্ত্র। 'ভ্রমণ'-এর অবিচল লক্ষ্য নির্ভুল তথ্যদানে পাঠককে পরিপূর্ণ করা। 'ভ্রমণ' তাই আমাদের জীবনে চিরজীবী, জীবনের সহযাত্রী। শুধুমাত্র ভ্রমণনির্ভর আর কোনও বাংলা পত্রিকা এযাবৎ একুশ বছরে পা রাখতে পারেনি। একুশ বছরে পৌঁছনোর গৌরবে তাই আমরা বলছি, 'ভ্রমণ' হোক সবার পাঠ্য। পাঠক হোক ভ্রমণপাগল।

অরুণকুমার চক্রবর্তী ও মীরা চক্রবর্তী
৫, বিদ্যাসাগর সরণি, বড়বাগান, 'রেণুকাভবন' ফ্ল্যাট-বি২, কলকাতা-৭০০ ০৬৩

বিংশতিবর্ষপূর্তি সংখ্যা

'ভ্রমণ'-এর বিংশতিবর্ষপূর্তি সংখ্যার রচনাগুলি পড়ে পুলকিত হলাম। কুড়ি বছর আগে ১৯৯৩-এর ফেব্রুয়ারিতে প্রথম সংখ্যা প্রকাশের দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি এই পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক হিসেবে গর্ব অনুভব করি।

'ভ্রমণ'-কে আমি বড় ভালোবাসি। 'ভ্রমণ' ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সংখ্যার প্রতিটি লেখাই মনোগ্রাহী, তবু কয়েকটি লেখা অনেক দিনের পর আবার পড়ে খুব ভালো লাগল। যেমন 'ইবন বতুতার ভারত ভ্রমণ', 'মহাদেবের পদতলে', 'কেদার বদ্রি', 'মালয়েশিয়া', 'রামচন্দ্রের বনবাসের পথ পরিক্রমা', 'বাবু শরৎচন্দ্র দাসের কাঞ্চনজঙ্ঘার ডায়েরী' এবং 'ফিরে দেখার ২০ বছর'-এ বিভিন্ন রচনার টুকরো অংশগুলি। আমি এখন বয়স (৭৮) ও স্বাস্থ্যের কারণে দূরভ্রমণে যেতে পারি না। ভারতের অসংখ্য জায়গায় আমার একাধিকবার বেড়ানোর সৌভাগ্য হয়েছে। এখন সেই সব জায়গায় যেতে না পারলেও 'ভ্রমণ'-এর প্রতিটি সংখ্যার লেখাগুলি আমায় সেখানে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়, আমি মানসভ্রমণ করি সেই সব দেখা এবং অনেক না-দেখা জায়গায়।

সুভাষ মিত্র
৬৩/৩, দেবেন্দ্র গাঙ্গুলি রোড, হাওড়া-৭১১ ১০৩

মানস ভ্রমণের শেষে

'শারদীয়া ভ্রমণ' ২০১২ নানাদিক থেকে অনন্য। রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার, প্রকৃতির হৃদয়-হরা দৃশ্যাবলি ইত্যাদি তো 'ভ্রমণ' পত্রিকার চিরচরিত অবদান। এবারের শারদীয়া সংখ্যা আরও অনেক হৃদয়-জুড়নো অনুভূতির ডালি পাঠিয়েছে। উৎপল দাসের 'যাযাবর চাংপাদের সঙ্গে একদিন' আমাদের সমতলবাসীদের কাছে নিছক এক ভ্রমণকাহিনি নয়, এক অনাস্বাদিত পলাতক জীবনের নান্দনিক উপস্থিতি। 'চানসাল ঘাঁটি পেরিয়ে ডোডরা-কোয়ার' অদেখা মানুষের শান্ত, নীরব নিরবচ্ছিন্ন এক জীবন প্রবাহ। প্রতীপরঞ্জন রায় মহাশয়ের 'ফিরে দেখা ব্রহ্মদেশ' একেবারে অপরিচয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটায়। বর্মীজীবন এত সুন্দর, এত ইতিবাচক ইতিপূর্বে 'ভ্রমণ'-ও এ পরিচয় তুলে ধরেনি। 'আমবাড়ির জঙ্গলে ভুলোয় ধরা' বহুদিন আগের অনুভূতিকে হিড়হিড় করে সামনে টেনে আনে। শৈশবের গ্রাম্যজীবনের শোনা 'নিশি-পাওয়া', 'পীরবাবার খড়মের শব্দ' তুলে রাতে চলাফেরা করা আজকের কংক্রিটের জঙ্গলে আর শোনা যায় না। তাই 'ভুলোয় ধরা' নস্টালজিক। তবে মনে হয় সুভাষ বিশ্বাসের 'কিন্তোয়ারের অন্তঃপুরে' মানুষী জীবনের এক ইতিবাচক নূপুরনিক্কণ। সমতলের নিয়ত-রক্তাক্ত জীবনের উদ্বেগাকুল অনুভূতিতে এ এক শান্তির প্রলেপ। বিশ্বাস মশায়ের সঙ্গে আমরাও মানুষগুলির অন্তরের অন্তঃপুরে ঢুকে যাই আর দেখি বিশবছরের ইনস্যাস, এ কে-৪৭-এর দৌরাত্ম্যকে পরাজিত করে মনুষ্যত্ব স্বমহিমায় কেমন দীপ্যমান। বিশ্বাস ফিরে পাই ঈশ্বরের সৃষ্টিতে। ঋষিপ্রতিম উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেপথ্য উপস্থিতি এ সংখ্যার মহামূল্যবান প্রাপ্তি। পরিশেষে বলি প্রচ্ছদে চাংপা বালাদের নির্দোষ কলুষমুক্ত হাস্যময়ী উপস্থিতি সংখ্যাটির অন্দরে প্রবেশের আনন্দঘন আহ্বান।

মণিমোহন পাল
উদয়াচল, ঋষি বঙ্কিম রোড, বর্ধমান

<u>বেড়িয়ে এসে</u>

অজানা ধনৌলটি

মুসৌরির লাইব্রেরি বাসস্ট্যান্ডের ডানদিকের গলিটা দিয়ে এগোতে এগোতে আমি ভাবছিলাম 'ভ্রমণ'-এর কথা। আজ ২৮ ডিসেম্বর, ২০১২। আমি চলেছি ধনৌলটি যাওয়ার গাড়ির সন্ধানে। ভাবছিলাম, ভ্রমণবিলাসী বাঙালিদের যে অংশ 'ভ্রমণ' নিয়মিত পড়ে না— তাদের কতজনই বা ধনৌলটিতে একটা রাত কাটানোর পরিকল্পনা করে? কিন্তু মনের মধ্যে দ্বিধা ছিল। শুধু 'ভ্রমণ'-এর পরামর্শে এই পরিকল্পনা করে সময় ও অর্থ দুই-ই অপচয় হবে না তো? মুসৌরি থেকে ধনৌলটি মাত্র ২৮ কিলোমিটার। আমরা পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক ১,৩০০ টাকা দিয়ে গাড়িভাড়া করে যখন ধনৌলটির দিকে রওনা হলাম, তখন ঘড়ি বলছে সকাল নটা। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে গাড়ি এগিয়ে চলল ধনৌলটির দিকে। ধনৌলটিতে আমরা উঠেছি গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের হোটেল ধনৌলটি হাইটস-এ। এর সন্ধানও আমার 'ভ্রমণ' থেকেই পাওয়া। বেলা এগারোটা নাগাদ হোটেলে পৌঁছেই যে সাইনবোর্ডটা দেখলাম, তাতেই একগাল হাসি খেলে গেল। হোটেলের রিসেপশনের সামনে লেখা আছে, 'Smile! You are at 7,500 feet!'

পাহাড় আর অরণ্যের অপূর্ব সামঞ্জস্য নিয়ে তৈরি গাড়োয়ালের এই ছোট্ট জনপদ ধনৌলটি। যদিও জনপদ লিখলাম, কিন্তু সত্যি বলতে 'জন' খুব বেশি নেই। যাঁরা বেড়াতে গিয়ে স্পট খুঁজতে যাবেন, তাদের জন্য ধনৌলটি নয়। ধনৌলটি শুধুই তাদের জন্য যাঁরা অন্তত একটা মুহূর্ত স্থির হয়ে থেকে প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্যকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে শুধু অনুভব করবেন। আমাদের হোটেলের পাশেই কয়েকবছর আগে তৈরি হওয়া ইকোপার্ক।

ধনৌলটির সৌন্দর্য, পাহাড়, অরণ্য সব ভালো করে দেখতে গেলে এই ইকোপার্কে আসতেই হবে। পার্কে ঢুকতেই ছোটদের খেলার জায়গা, আর বাঁদিক দিয়ে পথ ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গাছের গুঁড়ি ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে সিঁড়ি বানানো। এই সিঁড়ি দিয়েই ওপরে ওঠা। জায়গায় জায়গায় পিকনিক স্পট। বেশ কিছুটা উঠে আমি এরকম একটা জায়গায় দাঁড়ালাম। চোখটা কিছুক্ষণ বন্ধ করে খুলতেই মনে হল— এ কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমি? একি আমাদেরই পৃথিবী? সামনে বিস্তীর্ণ পাহাড়, বিশাল দেওদার গাছের বন। কিন্তু ও কী? দূরে পাহাড় কি সমুদ্রে লুকায়? চোখ কচলে দেখি, সমুদ্র নয়। মেঘ। একই পাহাড়ের কত রং! পিছন ফিরে দেখি রাস্তা আরও উঠে গিয়েছে ওপরে। আমিও চললাম। শেষ দেখব রাস্তায় একবার বেশ গ-ছমছম করে উঠল। দুপাশে পাহাড় আর দেওদার গাছের অরণ্য।

পাহাড়ি রাস্তা উঁচুতে একটা অংশে শেষ হয়েছে। সেখানে কাঁটাতারের বেড়া। বেড়াটা টপকে দেখি বিশাল পাহাড় সামনে। পাহাড়ের গায়ে ধাপ কাটা। সেই ধাপ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বরফ। ধূসর পাহাড়ের গায়ে সাদা বরফের সরু চাদর। এখান থেকে চারদিক যে কী অপূর্ব লাগছিল, আমি লিখে বোঝাতে পারব না। এ এমন এক আনন্দ, যা অনুভব করা যায়, কিন্তু প্রকাশ করা কঠিন। সময় কেটে যাচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছি দিনটা শেষ হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি পা চালালাম নীচের দিকে। আমাদের হোটেলের পাশে দেখি অরণ্য বিভাগের অফিস ও রিসর্ট। খোঁজ নিতে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। এখানেও পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা আছে। মুসৌরিতে অরণ্য বিভাগের অফিসে যোগাযোগ করতে হয়। ফোন: ০১৩৫২৬৩২৩৩৫। পাহাড়ের কোলে থাকার ব্যবস্থা। হঠাৎ এক স্থানীয় ব্যক্তি বললেন, 'ও দেখো!' ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি সূয্যিমামা দুটো বিশাল দেওদার গাছের মাঝে দোল খাচ্ছে। সূর্যাস্ত হচ্ছে। কিছু অজানা পাখির আওয়াজ ছাড়া সব চুপ। মনে হচ্ছে, চরাচরের সব সজীব আর জড় বস্তু চুপ করে সূর্যাস্তের শোভা দেখছে অরণ্যের ভেতর, পাহাড়ের ঢালে।

খাওয়া শেষ হতে রাত দশটা বেজে গেল। হঠাৎ ঝুপ করে লোডশেডিং। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাইরে -২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কী মনে হতে, গায়ে

কম্বল জড়িয়েই বেরিয়ে এলাম হোটেলের ছাদে। আজ কি পূর্ণিমা? চারদিক চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। নীল আকাশ। দূরে পাহাড়গুলো কালো দৈত্যের মতো বিরাজ করছে। অদূরে লম্বা লম্বা দেওদার গাছের সারি ওই পাহাড়গুলোরই হয়তো প্রহরী। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। এত সৌন্দর্যের সামনে নিজেকে বড় অসহায় লাগে। কী করে উপলব্ধি করব এ সৌন্দর্য? চোখ দিয়ে, মন দিয়ে— না শরীর দিয়ে? সব কিছু যেন কানায়-কানায় পূর্ণ। উপচে পড়ছে। বহুদিন আগে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের করা একটা বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে গেল— 'Gar Firdaus, Ruhe Zamin Ast, Hamin Asto, Hamin Asto, Hamin Asto.'
'যদি পৃথিবীর মাটিতে স্বর্গ কোথাও থাকে, তা এখানেই, তা এখানেই, তা এখানেই।'

শুভাশিস চক্রবর্তী
কৈখালি, দাসপাড়া, কলকাতা-৫২

বেড়িয়ে এসে

ভারকালার চিঠি

২০১১ এবং ২০১২ পরপর দু'বছরের 'পুজোর ভ্রমণ গাইড' পড়ে কেরালা ভ্রমণে উৎসাহিত হয়েছিলাম সপরিবারে। তবে অতি জনপ্রিয় ও পরিচিত মুন্নার, আলেপ্পি, কোচিন, ত্রিবান্দ্রম বেড়িয়ে যা আনন্দ পেলাম তা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে গত জানুয়ারি মাসে ভারকালা ঘুরে এসে। সবুজ নারকেল গাছে ছাওয়া, বোল্ডার ও লাল পাহাড়ের খাড়াই দেওয়াল দেওয়া ধনুকাকৃতি নীলচে সবুজ আরবসাগরের রূপ দেখে মোহিত হয়েছি। ভারকালায় দুটি বিচ, পাপনাশম এবং ক্লিফটপ বিচ। তবে আমরা পাপনাশম বিচেই সারাক্ষণ ছিলাম। যে দুদিন ভারকালায় ছিলাম, সেই দুদিনই অসাধারণ সূর্যাস্ত এবং সূর্যাস্ত-পরবর্তী রঙের খেলায় মোহিত হয়েছি। পাপনাশম বিচে বিদেশিদের আধিক্য চোখে পড়ল। লাল পাহাড়ের মাথা দিয়ে পায়ে হাঁটা যে পথ, তার পাশেই আমাদের হোটেল ছিল। সন্ধ্যাবেলা ওই পথের ধারে অনেক সামুদ্রিক মাছের দোকান বসে। ইচ্ছেমতো মাছ পছন্দ করে কিনে হোটেলের রেস্তোরাঁয় রান্না করিয়ে খেলামও। ভারকালা বিচে সমুদ্রস্নান কোস্টগার্ডের কড়া প্রহরায় সর্বদাই সুরক্ষিত। তাছাড়া এখানে বিরক্ত করার মতো কোনও কিছুই চোখে পড়ল না। হোটেল সংলগ্ন রেস্তোরাঁয় দেশি-বিদেশি নানা খাদ্য-সম্ভারের স্বাদ নেওয়া যেতেই পারে। দামও পকেটবান্ধব। শহর জীবনের হইচই হুল্লোড় নেই ভারকালায়।
যে দুদিন ভারকালায় ছিলাম সে দুদিনই সিংহভাগ সময় কাটিয়েছি সমুদ্রকে সঙ্গী করে। তবে একান্ত অবসরে 'ভ্রমণ' পত্রিকাকে মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়েছি এমন অসাধারণ দ্রষ্টব্য স্থানের খবর দেওয়ার জন্য। আর হ্যাঁ, আরেকটা কথা। উৎসাহী পর্যটকেরা শীতের মরশুমটাকেই বাছবেন ভারকালা যাওয়ার জন্য। হলফ করে বলতে পারি অসামান্য সমুদ্রতটের প্রেমে পড়বেই।

সুদীপ্তা মণ্ডল
এডি-৩৬০, রবীন্দ্রপল্লি, প্রফুল্লকানন
কলকাতা-৭০০ ১০১

বেড়িয়ে এসে

পুজোয় মালবাজার

২৩ অক্টোবর, ২০১২ নবমীর রাত সাড়ে আটটার সময় আমরা শিয়ালদা থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে উঠলাম। তখন অন্ধকার ছিল বলে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। পরদিন সকালে শিলিগুড়ি স্টেশন পেরোবার কিছুক্ষণ পরে শুরু হল লাইনের দুপাশে ঘন জঙ্গল, মাঝে মাঝে পাহাড়ি নদী। শালপাতার বিশুদ্ধ গন্ধ নাকে আসতে মন সতেজ হয়ে উঠল। আমরা ট্রেন থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম চা-শ্রমিকরা চা-বাগান থেকে চা-পাতা তুলছে।
ট্রেন যখন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল তখন খুব জোরালো হর্ন দিতে দিতে যাচ্ছিল। আমি বাবার কাছে আগে শুনেছি ওই লাইনের এদিক-ওদিক দিয়ে হাতি যাতায়াত করে। ট্রেন যখন পাহাড়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল তখন দুটি টানেলও পড়েছিল। তারপর আমরা এসে নামলাম নিউ মাল জংশনে।
সেখানে নেমে স্টেশনটা আমার খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। তখন মনে পড়ল বিখ্যাত 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য'-তে ফেলুদা, তোপসে ও জটায়ু এখানে ট্রেন থেকে নেমেছিলেন।
স্টেশনে আমার বাবার অফিসের সহকর্মী তিরকে কাকু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। একটা অটো রিকশা ধরে আমরা চলে গেলাম মালবাজার বাসস্ট্যান্ডের কাছে কস্তুরি হোটেলে। কিছুক্ষণ পরে স্নান করে জলখাবার খেয়ে গাড়ি করে চলে গেলাম রাঙামাটি টি-গার্ডেনের ভেতর তিরকে কাকুর বাড়িতে। সেখানে তাঁর বাড়িতে আমরা দুপুরের খাবার খেয়ে রাঙামাটি টি-গার্ডেনে ঘুরতে বেরলাম। সেখানে চা-গাছগুলো উঁচু-নিচু ঢালু জমিতে এমনভাবে আছে যেন সবুজের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। এক জায়গায় দেখলাম হাতির মল পড়ে আছে। কাকুর কাছে শুনলাম সেখান দিয়ে বুনো হাতি যাতায়াত করে।
তারপর আমরা আবার গাড়ি করে হোটেলে চলে এলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে চলে গেলাম হোটেলের সামনে মাল উদ্যানে। সেখানে নানারকম ফুল ও অন্যান্য গাছ এবং পাখির খাঁচা ছিল। সেদিন ছিল দশমী। ওইদিন মালবাজারে আদিবাসীদের মেলা হয়। আমরা মাল উদ্যান থেকে গেলাম সেখানে। আমরা গিয়ে দেখলাম আদিবাসীদের নাচ হচ্ছে। কয়েকজন পুরুষ ধামসা-মাদল বাজাচ্ছে আর মহিলারা একটা কলাগাছকে ঘিরে হাত দিয়ে কোমর জড়িয়ে নাচছে। একে একে অনেকেই নাচের দলে যোগ দিল। মেলায় নানারকম জিনিস বিক্রি হচ্ছিল।
সন্ধেবেলায় হোটেলে ফেরার সময় দেখলাম পর পর গাড়ি করে দুর্গাঠাকুর চলেছে। কাকুর কাছে শুনলাম একটু দূরে মালনদীতে এখানকার সব ঠাকুর বিসর্জন হয়।
আমরা তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে এলাম কারণ পরদিন সকালে ঝালং-বিন্দু ঘুরতে যেতে হবে।

মৈনাম চৌধুরী
পঞ্চমশ্রেণী, সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন
শিক্ষামন্দির (উঃ মাঃ), সরিষা
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বেড়িয়ে এসে

অরণ্যের অন্দরে

এবারের 'পুজোর ভ্রমণ গাইড' পড়ে অসমের কাজিরাঙা অভয়ারণ্য দেখা মনস্থ করি। আমরা কর্ম উপলক্ষে জোড়হাটে ছিলাম। একদিন শীতের কুয়াশাভরা সকালে গাড়ি নিয়ে রওনা হলাম আমরা চারজন। ক্রমশ ছোট্ট শহর জোড়হাটের কর্মব্যস্ত অঞ্চল ছাড়িয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল চা-বাগানের মধ্য দিয়ে পিচের রাস্তা ধরে। কিছুদূর যাওয়ার পর দিগন্তের প্রান্তে চোখে পড়ল আবছা পাহাড়শ্রেণি। দু ঘণ্টা চলার পর আমরা এসে পড়লাম কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানের মূল প্রবেশদ্বারে। কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্ক চারটি রেঞ্জে বিভক্ত। বুড়াপাহাড়, বাগোরি বা ওয়েস্টার্ন, কোহরা বা সেন্ট্রাল এবং আগরতলি বা ইস্টার্ন। কোহরা রেঞ্জ অফিসের সামনেই জিপসি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের অফিস

Hotel Shanti Nir
হিমালয়ের কোলে বাঙালির
আতিথেয়তার আস্বাদ নিতে আসুন
Hotel Shanti Nir
Gangtok, Sikkim
Contact:
9830500491, 9830336154,
8961666474

exotictrip
The smooth journey
Exclusive Trip for Sr. Citizen / Female:
Kerala– 20/9, 19/10, 14/12
Arunachal– 2/10, 16/11
Amarnath Ji Yatra– June (4 times)
Andaman– Regular
Malaysia & Singapore– 23/3, 27/4
Speciality
- Exclusive Group Tour for Sr. Citizen/Female
- Hotel/ Resort/ Transport booking
- Forest Safari
- Week end Trip

For reservations & queries:
P-593, Purnadas Road
Kolkata-700 029
Phone: 33 40086520,
+91 9831705970 / 9830447669
E-mail: infor@exotictrip.in
Visit: www.exotictrip.in

থেকে জিপসি ভাড়া করে (ভাড়া ১,৪০০ টাকা) রওনা দিলাম ওয়েস্টার্ন রেঞ্জের উদ্দেশে। হাইওয়ে দিয়ে খানিকটা যাওয়ার পর মূল অরণ্যের প্রবেশ পথ। আমাদের জিপসিতে ড্রাইভার, গার্ড এবং গাইড ছাড়া আমরা চারজন। সামনে অজানা অরণ্যের হাতছানি। খানিকটা যাওয়ার পর দেখা পেলাম হরিণ ও গোসাপের। তারপর কিছুদূরে বিশাল জলাশয়ের ধারে চরে বেড়াচ্ছে দশ-বারোটা গন্ডার ও তাদের ক'টি ছানা। তাদের মাঝে বন্য মোষ ও হরিণদের অবাধ বিচরণ। দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলাম আরও গভীরে, দেখা পেলাম অজস্র নীলকণ্ঠ পাখি ও পেলিক্যানের। অল্প দূরে চোখে পড়ল একটা গাছের মাথায় একাকী বসে থাকা ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ঈগল। এছাড়া চোখে পড়ল বহু বিরল প্রজাতির পাখি। অনেক দূরে একা দাঁড়িয়ে ছিল একটি বন্য হাতি। এখানকার গভীর অরণ্য আর দূরের পাহাড়শ্রেণির অপূর্ব দৃশ্য মনকে এক অন্য জগতের সন্ধান দেয়। আদিম পৃথিবী হাতছানি দেয় বারে বারে। বড় বড় এলিফ্যান্ট গ্রাসের জঙ্গল থেকে উঁকি মারে কৌতূহলী হরিণের দল। আমাদের চোখ খুঁজে বেড়ায় ভয়ঙ্কর সুন্দর রাজকীয় প্রাণীটিকে। আমরা দেখতে না পেলেও বনের রাজা বাঘ হয়তো তখন আমাদের লক্ষ করে চলেছে আড়াল থেকে। ওখান থেকে এলাম ওয়াচ টাওয়ারে। সামনে বিশাল লেক বড় বড় মাছে ভরা। মাছ ধরা নিষিদ্ধ, কেবল চোখের দেখাতেই আনন্দ। এরপর সফর সেরে ফিরে এলাম হোটেলে। বিকেলে গেলাম ইস্টার্ন রেঞ্জ সফরে। ওখানে বিভিন্ন রকমের অজস্র পাখি, হরিণ, গন্ডার আর বুনো মোষের আনাগোনা। এবার এসে পড়লাম গভীর অরণ্যানী পরিবেষ্টিত ব্রহ্মপুত্রের তটভূমিতে। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে এক জায়গায় বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম।

আমাদের এই ভ্রমণের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায় হল হাতির পালের মুখোমুখি হওয়া। এই অরণ্যে প্রচুর বড় বড় গাছ। দুধারে গভীর জঙ্গল। মাঝে জিপ যাওয়ার মতো সরু অসমতল পথ। ওই পথ দিয়ে যাওয়ার পথে ২-৩টি হাতি দেখে আমরা উল্লসিত হয়ে উঠলাম। ছবি তুলতে এগিয়ে গেল আমাদের সহযাত্রী জিপগুলি। এরপর কিছুদূর যাওয়ার পর দেখি ১৫-২০টি হাতির দল তাদের বাচ্চাদের নিয়ে রাস্তা পেরোচ্ছে। পিছনে তাকিয়ে দেখি আগের হাতিগুলি রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের জিপটি সম্পূর্ণ একা। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। চুপ করে বসে রইলাম। মনে হল যেন অনন্তকাল প্রতীক্ষায় আছি। দলের শেষ হাতিটি পার হওয়া মাত্র আমাদের জিপ হঠাৎ সগর্জনে রাস্তা পেরিয়ে গেল। পিছনে তাকিয়ে দেখি গজরাজ শুঁড় তুলে চিৎকার করে ছুটে এল জিপের দিকে। কিন্তু ভাগ্য ভালো কয়েক পা এসেই থেমে গেল। এবার সামনে তাকিয়ে দেখি আরও একটি হাতির পাল রাস্তা পেরোচ্ছে। পিছনে একদল, সামনে একদল। মাঝে আবার আমরা বন্দি। দুপাশে অরণ্যপ্রাকার, পালাবার পথ নেই। বুঝলাম আমরা বেশ বেকায়দায় পড়েছি। তারপর তৃতীয় হাতির দলটি পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা রওনা হলাম। আমরা যখন জঙ্গলের গেটে এসে পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে। আদিম অরণ্য জেগে উঠছে আস্তে আস্তে। মুগ্ধ চোখে দেখলাম সূর্যাস্তের রঙে রাঙা, পাখির কলকাকলিতে মুখর ওই ভয়ঙ্কর অরণ্যকে।

সুমিতা গুপ্ত

ফাল্গুনী আবাসন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৩১

রেজিস্ট্রেশন অব নিউজপেপারস (সেন্ট্রাল) রুলস ১৯৫৬-এর ৮ম ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রকাশ করা হচ্ছে।
১। প্রকাশস্থান: ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
২। প্রকাশকাল: মাসিক
৩। প্রকাশক ও মুদ্রকের নাম: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী।
নাগরিকত্ব: ভারতীয়।
ঠিকানা: ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
৪। সম্পাদকের নাম: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
নাগরিকত্ব: ভারতীয়।
ঠিকানা: ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
৫। যেসব ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং অংশীদার অথবা যাঁরা মোট মূলধনের এক শতাংশেরও বেশি শেয়ারের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা:
(ক) মালিক: ফাল্গুনী প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
(খ) মোট মূলধনের এক শতাংশেরও বেশি শেয়ারের অধিকারী:
১। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
২। [illegible] চক্রবর্তী, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
৩। মহাশ্বেতা সমাজদার, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
৪। মৈত্রেয়ী নাগ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
আমি অমরেন্দ্র চক্রবর্তী এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।
স্বাঃ
প্রকাশক
১ মার্চ, ২০১৩

বেড়িয়ে এসে

কুমায়ুনের নন্দনকানন মায়াবতী

২০১০ ও ২০১১ সালের 'পুজোর ভ্রমণ গাইড'-এর তথ্যনির্দেশ মতো পরিকল্পনা করি পুজোর ছুটিতে মায়াবতী যাওয়ার। 'ভ্রমণ'-এর নির্দেশ মতো জুলাই মাসেই কলকাতার ডিহি এন্টালি রোডের অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তাঁর কাছে মায়াবতী সম্পর্কে অনেক কথা শুনে আগ্রহটা বেড়ে যায়।

বাঘ এক্সপ্রেসে দু-রাতের জার্নি শেষে হলদোয়ানি। সেখান থেকে একে একে দেখে নিই কৌশানি, আলমোড়া ও জাগেশ্বর মন্দিরগোষ্ঠী। তারপর পিথোরাগড়ে রাত্রিবাস করে এক শীতের সকালে কুমায়ুন রাজ্য পরিবহণের বাসে ৬৪ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ৫ ঘণ্টা পরে পৌঁছই লোহাঘাট। সঙ্গে নিজস্ব গাড়ি ছিল না। তাই ২০০ টাকা দিয়ে গাড়ি ভাড়া করে পাইন, দেওদারের ছায়াঢাকা নির্জন, নিরালা জঙ্গুলে পথে সূর্যের আলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে এগিয়ে চলি মায়াবতীর পথে। কানে আসে একটানা ঝিঁঝি পোকার ডাক। অবশেষে মায়াবতী। গাছের পাতার তৈরি চাঁদোয়ার তলা দিয়ে এগিয়ে যাই প্রবুদ্ধানন্দ ভবনের দিকে। চোখ জুড়িয়ে গেল বিভিন্ন বর্ণের ফুলের শোভা দেখে। সারা অঙ্গন জুড়ে যেন প্রকৃতির মনের সব রঙের আলপনা আঁকা হয়েছে। সাদা, নীল, লাল বিভিন্ন বর্ণের গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা আরও নাম-না-জানা হরেক বর্ণের ফুল। সেখানে ফুলে ফুলে খুনসুটি করে বেড়াচ্ছে রঙিন প্রজাপতি, মৌমাছিরা। ওদিকে যতদূর চোখ যায় পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সুশৃঙ্খল দেওদার, পাইনের সঘন সমারোহ। তারপরেই অতল খাদ যার ওপারে একের পিছনে আরেক গাঢ়, ফিকে বা কালচে সবুজ বর্ণের পাহাড়শ্রেণির উপস্থিতি। তাদের পরে হিমালয়ের তুষারকিরীটদের শুভ্রোজ্জ্বল উপস্থিতি। মায়াবতী যেন এক স্বপ্নলোক।

স্নেহের ধমক দিলেন কলকাতায় আলাপ হওয়া অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী বোধেশ্বরানন্দজি। দুপুরের প্রসাদগ্রহণের সময় যে অনেক আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে। ডাইনিং হলের ভেতরটা সুন্দর করে পরিচ্ছন্ন বেঞ্চ-টেবিল দিয়ে সাজানো। দেওয়ালে সিস্টার নিবেদিতা, শ্রীমতি সেভিয়ার এবং অন্য আরও কয়েকজনের সঙ্গে ১৯০১ সালে তোলা স্বামীজির ছবি দেখলাম। উল্লেখ্য, ১৯০১ সালে ৩ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত স্বামীজি মায়াবতীতে ছিলেন। 'ভ্রমণ' পড়েই জেনেছিলাম, মায়াবতীর ডাইনিং হলে মহারাজরা স্বয়ং উপস্থিত থেকে আশ্রমিকদের খাওয়ার তদারকি করেন। সেই অনাবিল সুন্দর অভিজ্ঞতাটাও হল। এখানে তিনবেলা নিরামিষ আহার্য পরিবেশিত হয়। খাওয়া শেষ করে আবার নিস্তব্ধ, নির্জন দুপুরে একাই ঘুরে বেড়াতে লাগলাম মায়াবতীর নন্দনকাননে। স্বামীজি এখানে থাকাকালীন যে ঘরটিতে ছিলেন এখন সেখানে অনেক বইপত্র রাখা আছে। উল্টোদিকে আশ্রমের লাইব্রেরি হলটি সুন্দর রং করা। বিকেল পাঁচটার পরে কিছুক্ষণ সেখানে ছিলাম। হিমালয়ের শৃঙ্গসংসারে আবিরখেলা সেরে দিন শেষ করলেন সূর্যদেব।

আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল নবনির্মিত ঋষিকুটিরে, সকলপ্রকার আধুনিক ব্যবস্থাযুক্ত ৩০৬ নম্বর ঘরটিতে। রাতে জঙ্গুলে প্রায়ান্ধকার পথে পায়ে হেঁটে খেতে আসতে হল মূল আশ্রমে। দেখলাম জ্যোৎস্না-প্লাবিত পাইনের বন। পরদিন সকালে নীল, মেঘমুক্ত আকাশে ঝকঝকে হিমালয়ের তুষারকিরীটদের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলাম। কাকভোরেই ৮ মিনিট পায়ে হেঁটে ঋষিকুটির থেকে মূল আশ্রমে চলে এসেছিলাম। ব্রেকফাস্টের (সকাল সাতটা) তখনও দেরি ছিল। আশ্রমের ঘণ্টাধ্বনি শুনে ঘোর কাটল। পাখপাখালির গুঞ্জন, ফুলের এই বহুবর্ণের শোভা, আর ওদিকে আকাশজুড়ে হিমালয়ের শৃঙ্গরাজি— অন্নপূর্ণা, চৌখাম্বা, ত্রিশূল, দূরে পঞ্চচুল্লি সবই নজরে এল।

বেলার দিকে পায়ে হেঁটে আশ্রমের গাইডকে সঙ্গী করে রওনা দিলাম ৪ কিলোমিটার দূরবর্তী ধরমগড়ের দিকে। জঙ্গলাকীর্ণ পথ ধরে চলা। আশ্রম থেকে দেওয়া লাঠিগুলি খুব কাজে দিয়েছিল। প্রায় আধঘণ্টা পরে একটি চাতালে এসে দাঁড়ালাম। স্বামীজি যেস্থানে বসে ধ্যান করেছিলেন, সেখানে এখন একটি তালাবদ্ধ ঘর। তালা খুলে জুতো ছেড়ে ভেতরে কিছুক্ষণ বসা হল। এখান থেকে হিমালয়ের শৃঙ্গসংসার আরও ভালো করে দেখতে পেলাম। উল্লেখ্য, এটাই ধরমগড়। সেখান থেকে ফিরে এসে একে একে দেখে নিলাম আশ্রমের নিজস্ব সবজি খেত, গোশালা ও একটি কৃত্রিম সরোবর। সর্বত্রই যেন এক ধ্যানগম্ভীর ভাব। কৃত্রিমভাবে তৈরি লেকের পান্না-সবুজ জলরাশির ধারে গাছের ছায়াতে কিছুক্ষণ বসে লেকের জলের বুকে তাদের প্রতিফলন দেখলাম। এরপর হাসপাতাল ও সেখান থেকে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে জঙ্গলের পথে ২ কিলোমিটার গিয়ে সেভিয়ারের দাহকার্যের জায়গাটি দেখতে গেলাম। মায়াবতী আশ্রমের প্রতিষ্ঠায় যাঁর উৎসাহ ও আর্থিক সহযোগিতা ছিল সেই সেভিয়ার সাহেবকে তার শেষ ইচ্ছানুযায়ী এখানে দাহ করা হয়। তবে এখানে কোনও স্মৃতিফলক নেই।

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনী

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

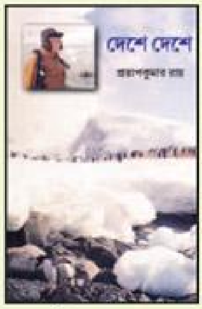

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা। ₹৭৫

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

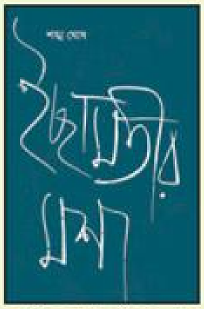

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসাধারণ ভ্রমণকথার সংকলন।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹১৫০

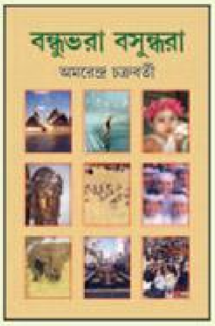

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য।
সঙ্গে রঙিন ছবি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০

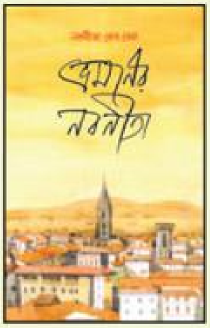

ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

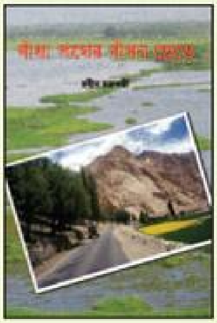

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য।
₹৬০

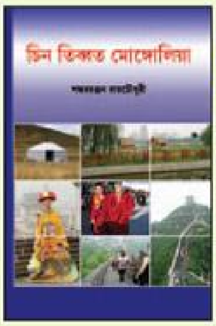

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। ₹৬০

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর

SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

জঙ্গলের ভেতরে একটা জায়গায় কিছু বড় পাথরের টুকরো সাজানো। এটিরই পরিচিতি সেভিয়ার পয়েন্ট নামে। ফিরে আসি মায়াবতীর আশ্রমে। মধ্যাহ্নের আকাশে দিনের দীপ্ত আলোয় উদ্ভাসিত দেখি হিমালয়ের শৃঙ্গসংসারকে। সারাটা দিন কোথা দিয়ে কেটে যায়। ধ্যানগম্ভীর চিত্তে অদ্বৈতবাদের সাধনার মধ্য দিয়ে আত্মপোলব্ধি। এটাই মায়াবতী আশ্রমের মূল কথা। মধ্যাহ্নের পর গিয়েছিলাম লোহাঘাট থেকে অদূরবর্তী বাণাসুরের কেল্লা ও কুমায়ুনে এখনও প্রায় অজানা ও অচেনা অ্যাবট মাউন্ট দেখতে। এখান থেকে দেখা সূর্যাস্ত অনেকদিন মনের ভেতরে ফ্রেমবন্দি হয়ে থাকবে। অ্যাবট মাউন্টে থাকার ব্যবস্থাও আছে অশ্বিনী সিংয়ের বাংলোতে।
পরদিন প্রাতরাশ সেরে আশ্রম থেকে গাড়িতে লোহাঘাট যাত্রা করি। ফিরতি পথে বারংবার গাড়ি থামাই হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গরাজি দেখার জন্য। লোহাঘাট থেকে বাস ধরে সুখিডাং ৪৬ কিলোমিটার। সেখান থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে শ্যামলাতাল। হালকা সবুজ শ্যামলিমায় ঢাকা লেকের নিস্তরঙ্গ জলরাশি দেখতে দেখতে স্বামী বিরজানন্দজি মহারাজের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের দিকে এগিয়ে চলি।

শুভজিৎ ভট্টাচার্য
১৪২-এ, ইস্টরাজাপুর, কলকাতা-৭০০ ০৭৫

বেড়িয়ে এসে

জয়সিংহ আর গোবিন্দমাণিক্যের দেশে

'পুজোর ভ্রমণ গাইড'-এর হাত ধরে এবারে আমাদের পুজোয় ভ্রমণের স্থান নির্বাচন হয়েছে ত্রিপুরা। ২২ অক্টোবর মহাষ্টমীর সকালে আকাশযানে সওয়ারি হয়ে মাত্র পঞ্চাশ মিনিটে পৌঁছে গেলাম আগরতলা। এয়ারপোর্ট থেকে অটো নিয়ে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির গেস্টহাউস 'ক্ষণিকা'। এখানেই আমরা আজকের অতিথি। বড় বড় সুন্দর সাজানো-গোছানো ঘর। সবচেয়ে সুন্দর ঘরগুলোর নাম— বনবিতান, মন্দাক্রান্তা, ইমনকল্যাণ, বৈতালিক, পুবালি, সেঁজুতি, গোমতী ইত্যাদি। খাওয়াদাওয়া সেরে গাড়ি নিয়ে বিকেলে সংহতি ক্লাবের ৫২ ফুট উঁচু অপূর্ব সুন্দর দুর্গাপ্রতিমা দর্শন করে নেহরু পার্ক। পাঁচটায় রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরা। পথে আরও অনেক ঠাকুর দেখা হল। ত্রিপুরায় দুর্গাপুজো দেখে মন ভরে গিয়েছে। যাওয়া-আসার পথে অনেক ঠাকুর দেখা হয়েছে। পুজোয় থিমের কারিকুরি নেই। খুব যত্ন করে নিষ্ঠাভরে পুজোর আয়োজন সর্বত্র। প্রতিমাও অপূর্ব সুন্দর। পুজোয় সত্যিই প্রাণ আছে।
পরদিন সকালে আমাদের যাত্রা শুরু প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরের উনকোটি। আগরতলা ছাড়ার কিছুটা পরেই রাস্তায় পড়ে চতুর্দশ দেবতার মন্দির। ন্যাশনাল হাইওয়ে ৪৪ ধরে চলেছি। রাস্তার দুপাশে সবুজ ধানখেত, গাছপালা ঘেরা বাড়িঘর— সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশ। এখানে টিনের ঘর খুব দেখা যায়। দেওয়াল-ছাদ সবই টিনের। তেলিয়ামুড়া থেকে রাস্তার দুপাশে ঘন সবুজ জঙ্গল। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে গাড়ি ছুটছে। এ অঞ্চলটায় দুপাশে প্রচুর সেগুন আর হলুদ ফুলে ছাওয়া শিরীষগাছের আধিক্য। আমবাসা থেকে খনু হয়ে কুমারঘাটের জঙ্গল আরও গভীর। চারদিকে শুধু সবুজের সমারোহ। তেলিয়ামুড়া থেকে কুমারঘাট, ২০০৪ সাল পর্যন্ত পুলিশ এসকর্ট করে গাড়ি চলত। এখনও সন্ধের পর ড্রাইভাররা যেতে চায় না। প্রায় পৌনে দুটো নাগাদ রঘুনন্দন পাহাড়ে অবস্থিত উনকোটি পৌঁছলাম। পাহাড় আর ঘন জঙ্গলে ঘেরা জায়গা। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। প্রথমেই ডানদিকে দেখা যাবে বিশাল দুটি খোদাই করা শিবের মূর্তি। বেশ কিছুটা নেমে ঝরনার কাছে বেশ কিছু মূর্তি রয়েছে, সামনে দেখা যাবে অনেকগুলো মূর্তি। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার পথে আরও মূর্তি। ওপরে উঠে দেখা যাবে টিনের চালের নীচে একটি প্রায় তিন ফুট উঁচু পাথর যার তিনদিকে খোদিত আছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মুখ। চারদিক ঘন জঙ্গল আর সাদা কাঞ্চন ফুলে ঢাকা। শান্ত নির্জন পরিবেশ। এক কম কোটি মূর্তির যে গল্পটা, সেটা বোধহয় অতিরঞ্জিত কল্পকাহিনি।
রাতের আশ্রয়স্থল কৈলাসপুর ট্যুরিস্ট লজ। সন্ধ্যাবেলায় কাছেই এক সুন্দর কালীমন্দিরে গেলাম। সেখানেই নাটমন্দিরে দুর্গাপুজো হচ্ছে। রাস্তা সুন্দর আলোয় সাজানো। শিউলির গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। লজের সামান্য দূরে কাঁটাতারের বেড়া। ওপারে বাংলাদেশ।
পরদিন সকালে যাত্রা শুরু জম্পুই পাহাড়ের পথে। কৈলাসপুর থেকে কুমারঘাট, পেঁচারথল, কাঞ্চনপুর হয়ে জম্পুই পাহাড়ের ট্যুরিস্ট লজের প্রাঙ্গণে। ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ি পথ। এই পথেই শোনা গেল কোনও এক অজানা পতঙ্গের ডাক— ঠিক যেন অবিশ্রান্ত বেজে চলেছে মন্দিরের আরতির ঘণ্টাধ্বনি। ট্যুরিস্ট লজের সামনে আদিগন্ত সবুজ মখমলে ঢাকা পাহাড়শ্রেণি। ওয়াচটাওয়ারে উঠে মিজোরাম এবং চারপাশের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে আরও ভালোভাবে দেখার জন্য সামনে এগিয়েছি। প্রায় ২৫ কিলোমিটার যাওয়ার পর দেখা গেল ধসে রাস্তা বন্ধ। এ-অঞ্চলে উপজাতি শ্রেণির বসবাস। রাস্তার ধারে ফলে ভর্তি অজস্র কমলালেবুর গাছ। অনেক বাড়ির সামনে কিছু লেবু রেখেছে বিক্রির জন্য। আমরাও কিছু কিনলাম। অনেক দেরি হওয়ায় আগরতলা ফিরতে পারিনি। রাতের আশ্রয় হল কুমারঘাটে। এখানকার ঠাকুর বিসর্জন খুব সুন্দর। বাঁশ দিয়ে ঘেরা একটা বড় মাঠে সমস্ত ক্লাবের ঠাকুর জড়ো হয়। রাত নটার পর একসঙ্গে বিসর্জন শুরু হয়। ধুনোর ধোঁয়া, ঢাকের বাদ্যি, ধুনুচিনাচ, আবির খেলায় মাঠের পরিবেশ আমোদিত। প্রতিটি ঠাকুরের অলংকরণও খুব সুন্দর। পরদিন কুমারঘাট থেকে সকালে রওনা হয়ে রাস্তায় লংতরাই ইকো-পার্ক দেখে আগরতলায় ফেরা। বিকেলে দেখলাম আখাউড়া চেকপোস্ট, জগন্নাথ মন্দির।
২৬ তারিখ সকালে গোমতী নদী পেরিয়ে উদয়পুর হয়ে মাতাবাড়ি ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির। প্রথমে লাইন দিয়ে পুজো দিয়ে মায়ের সামনে গিয়ে দর্শন করা। সুন্দর পাথরের মূর্তি। এটি একটি পীঠস্থান। দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখি দরজার দুপাশ থেকে সোজাসুজি দড়ির ব্যারিকেড করে দেওয়া হল। পিছনে তাকিয়ে দেখি বলির জায়গা, লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে বলি দেওয়ার জন্য ছাগশিশুগুলি নতমস্তকে প্রহর গুনছে। না— হিংসাকে বলি দেওয়া যায়নি, বলিপ্রথা আজও আছে। মন্দিরের সামনে চারপাশ বাঁধানো বিশাল দিঘি কল্যাণসাগর। অজস্র বড় বড় মাছ খাবারের লোভে ভিড় জমিয়েছে।
দুপুরের আহার সেরে রওনা দিলাম তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের পথে। প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরত্ব। পথের দুপাশে ধানখেত, রবার গাছের বিশাল বিশাল বাগান। রাস্তা খুব ভালো নয়। ড্রাইভার পথ খুঁজে পৌঁছে দিল অভয়ারণ্যের দরজায়।
সামনে বেশ বড় জলাশয়, গাছগাছালিতে ঘেরা। আমরা বোটিং করে, ছবি তুলে কিছুক্ষণ সময় কাটালাম। আরও কিছুটা এগিয়ে রাস্তার ডানদিকে ইডেন অব বাইসন দেখে সোনামুড়ার পথে চলেছি নীরমহল দেখতে।
সন্ধে হয়ে যাওয়ায় সেদিন নীরমহল পৌঁছতে পারিনি। তবে রুদ্রসাগরের বুকে আলোকমালায় উজ্জ্বল নীরমহল দেখার সাধ মিটেছে। দিঘির জলে ছায়া পড়েছে আলোকোজ্জ্বল নীরমহলের। অপূর্ব সে দৃশ্য।
২৭ তারিখ সকালে কসবা কালীবাড়ি। অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ এই মন্দিরের। সামনে কমলাসাগর নামে বিশাল বাঁধানো দিঘি। ওপারে কাঁটাতারের বেড়া পেরলে বাংলাদেশ। কসবা কালীবাড়ি দেখে সিপাহিজলা অভয়ারণ্য। প্রকৃতির নিজস্ব পরিবেশে পশুপক্ষী-জীবজন্তুর থাকার ব্যবস্থা। এখানকার চশমা বাঁদর আর টুপি বাঁদর বিখ্যাত। আরও অনেক জীবজন্তু, পাখি, ময়াল, অজগর, লেপার্ড দেখা গেল। নতুন অতিথি একটি গণ্ডার। হেঁটে ঘুরে দেখতে বেশ সময় লাগে। জু-এর প্রবেশপথের কিছুটা দূরে বোটঘাট। শুক্রবার জু এবং বোটঘাট বন্ধ থাকে। সেখান থেকে সোনামুড়া। খাওয়া সেরে পাগলামাসির মন্দির দেখে রুদ্রসাগর। বোটে করে নীরমহল। জলাশয়কে আরও পরিষ্কার করে মহলের পিছনদিকের পরিবেশটা আরও ভালো করলে খুব ভালো লাগবে। দিঘির জলে পড়ন্ত সূর্যের ছায়া— আমরা ফিরে চলেছি।
পরদিন সকালে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ। বিশাল বড় সাদা রঙের প্রাসাদ, দুপাশে বড় বড় দিঘি। সামনেটা সাজানোর কাজ চলছে।
ত্রিপুরার সবুজে ছাওয়া বনজঙ্গল, বিশাল বিশাল জলা, সবুজ ধানখেত, গ্রাম্য পরিবেশ, দুর্গাপুজো আমায় মুগ্ধ করেছে। কয়েকজন মিলে একটা গাড়ি নিয়ে ত্রিপুরা ঘোরার ব্যবস্থা সবথেকে ভালো। নীরমহল দেখার সময় সকাল নটা থেকে বিকেল চারটে, টিকিট ২০ টাকা। চারটে থেকে পাঁচটা টিকিট ২৫ টাকা। ওই সময় গেলে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড দেখা যায়।

সুপ্রীতি সেন
মদনপুর, পূর্বপাড়া, নদিয়া

ভ্রমণ
চিঠিপত্র এবার ই-মেলেও
আপনার মতামত এবার জানাতে পারেন ই-মেলের মাধ্যমেও। ঠিকানা: bhraman@swarnakshar.in যদি আপনি বাংলা ইউনিকোড (unicode) ফন্ট-এ লেখেন, তাহলে সেটিকে সরাসরি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট হিসেবেই পাঠাবেন। অন্যথায় .pdf বা প্রিন্ট করার পর স্ক্যান করে .jpg ফাইল হিসেবে পাঠাতে হবে।
—সম্পাদকীয় বিভাগ, ভ্রমণ

ভ্রমণ

গ্রাহকদের প্রতি

যাঁরা সাধারণ ডাকে পত্রিকা নেন তাঁদের জন্য প্রতি মাসের 'ভ্রমণ' বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে Kolkata RMS L.Stg (GPO Kolkata)/বৃহত্তর কলকাতার বাইরে Kolkata RMS PSO, Colootola, Kolkata-700 073 থেকে পাঠানো হয়। 'ভ্রমণ' না পৌঁছলে অনুগ্রহ করে নীচের কুপনটি পূরণ করে এই ঠিকানায় পাঠান : Post Master General (Kol Region), West Bengal Circle, Jogajog Bhavan, P-36, Chittaranjan Avenue, Kolkata-700 012

Post Master General (Kol Region)
West Bengal Circle, Jogajog Bhavan
P-36, Chittaranjan Avenue, Kolkata-700 012

সবিনয় নিবেদন,

আমি ভ্রমণ পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক (সাধারণ ডাকের)। আমার প্রতি মাসের ভ্রমণ বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে Kolkata RMS L.Stg (GPO Kolkata)/বৃহত্তর কলকাতার বাইরে Kolkata RMS PSO, Colootola, Kolkata-700 073 থেকে পোস্ট করা হয়। .... মাসের ভ্রমণ আমার ঠিকানায় এখনও পৌঁছয়নি। 'ভ্রমণ' কার্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জেনেছি পত্রিকাটি যথাসময়ে আমার ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। যাতে অবিলম্বে পত্রিকাটি পাই অনুগ্রহ করে তার ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন।

স্বাক্ষর (পুরো নাম) : ....

ঠিকানা : ....

....

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

আমাজনের জঙ্গলে

আমাজন ঘুরে এসে লেখা বিস্ময়কর কিশোর উপন্যাস।
ষষ্ঠ মুদ্রণ। ₹৫০

'শৈশবের এমন জাদুছবি, সেইসঙ্গে অরণ্য ও অরণ্যবাসী মানুষজনের এমন পরিচয়, এ যেন মনে পড়ায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে এত সত্য কথা যাতে আছে, সেই বইটি ভারতের নানা ভাষায় অনুবাদ হোক। সকল ভাষার শিশুরা পড়ুক।'

মহাশ্বেতা দেবী, আজকাল

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

ডান্ডেলি

লেখা : মৌসুমী ঘোষ **ছবি :** ধৃতিমান মুখোপাধ্যায়

খরস্রোতা কালী নদীতে কোরাকালে ভেসে বেড়ালে অসংখ্য জলের পাখির দেখা তো মেলেই, ভাগ্যে থাকলে বিশালকায় কুমিরের সঙ্গে চোখাচোখিও হতে পারে। পাখি-প্রেমিকদের কাছে পশ্চিম কর্নাটকের ডান্ডেলির কদর মালাবারি গ্রে আর পায়েড হর্নবিলের জন্য।

মালাবার পায়েড হর্নবিল

কালী অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পে

মালাবার জায়েন্ট স্কুইরেল

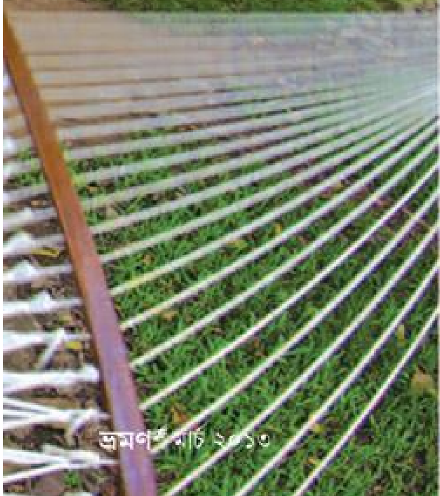

এবারের শীতের শুরুতে পাখি দেখতে গিয়েছিলাম গোয়া। ভগবান মহাবীর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিতে কয়েকদিন কাটিয়ে পশ্চিমঘাট ইউডিমিসদের চাক্ষুষ করে ঢুকে পড়লাম কর্নাটকে। ঘণ্টাতিনেক চলার পর পৌঁছলাম উত্তর-পশ্চিম কর্নাটকের ছবির মতো সুন্দর শহর ডান্ডেলিতে। মহাবীর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি থেকে ডান্ডেলির দূরত্ব ১১০ কিলোমিটার। গোয়ার ডাবোলিম এয়ারপোর্ট থেকে দূরত্ব ১৪৫ কিলোমিটার।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কোলে কালী নদীর তীরের ডান্ডেলির রূপ বর্ণনা করা সহজ কাজ নয়। পার্বত্য এই ছোট্ট শহরের যেদিকে চোখ যায় জঙ্গল আর জঙ্গল— কতরকম সবুজের যে ছড়াছড়ি! গর্জন করে বয়ে চলেছে কালো রঙের গুরুগম্ভীর কালী নদী। ইতিউতি পাহাড়ি ঝোরা সবুজ বনের বুক চিরে রাস্তা ছুঁয়ে ঝাঁপ দিচ্ছে নদীর বুকে। লম্বা লম্বা গাছের মাথায় বিরাট ঠোঁটের রংবাহারি মালাবারি ধনেশ পাখির মেলা।

জিপ সাফারি হয় ৮৩১.১৬ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ডান্ডেলি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিতে। ভিজে পর্ণমোচী বৃক্ষের এই অরণ্যে পাওয়া যায় দুষ্প্রাপ্য ব্ল্যাক প্যান্থার, এছাড়া আছে স্লথ বেয়ার, শেয়াল, বার্কিং ডিয়ার, চিতল হরিণ, বুনো শুয়োর, প্যাঙ্গোলিন প্রভৃতি।

পাখি দেখতে, বিশেষত মালাবারি হর্নবিল দেখতে আসেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে

কালী নদীর তীরে

উৎসাহী মানুষরা। এখানে রয়েছে কমবেশি ২০০ প্রজাতির পাখি, চার প্রজাতির হর্নবিল। এছাড়াও এখানে পাওয়া যায় দুষ্প্রাপ্য মালাবার ট্রোগন।

কালী নদীতে রয়েছে হোয়াইট ওয়াটার র‍্যাফটিং, ক্যানোয়িং, বোটিং, রিভার ক্রসিং, স্পোর্টস ফিশিং-এর ব্যবস্থা। র‍্যাফটিং এখানে খুবই জনপ্রিয়। রক ক্লাইম্বিং, ট্রেকিং, ক্যাম্পিং-ও এ অঞ্চলের অন্যতম আকর্ষণ।

ডান্ডেলিতে পৌঁছে শহরের প্রান্তে জাঙ্গল লজেস অ্যান্ড রিসর্ট-এর 'কালী অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প' খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধা হল না। ক্যাম্পের রিসেপশনে পৌঁছতে একজন ন্যাচারালিস্ট আমাদের সারাদিনের প্রোগ্রাম বুঝিয়ে বললেন। আমাদের পাখির ছবি তোলায় বিশেষ উৎসাহ জেনে একজন বার্ডিং গাইডের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলেন, প্রয়োজনে আমরা যার সাহায্য পেতে পারি।

নদীর ধারে আমাদের বিলাসবহুল তাঁবু। সামনে ইতস্তত লাগানো দড়ির হ্যামক। শোনা গেল নদীতে কুমির দেখা যাচ্ছে। চটজলদি মালপত্তর রেখে নদীর ঘাটে এসে কোরাকালে চেপে কুমির দেখতে বেরলাম। নদী এখানে অগভীর। সুপা ড্যাম থেকে জল ছাড়লে নদীতে জল বাড়ে। পাথুরে নদীতে পাথর কাটিয়ে চলল আমাদের কোরাকাল। বেতের বড় বড় গোল ঝুড়ির মতো করে তৈরি এই নৌকা। দেখতে পেলাম ইগ্রেট, করমোরেন্ট, লেসার হুইসলিং টিল, ডার্টার, হোয়াইট ব্রেস্টেড কিংফিশার প্রভৃতি পাখি। দূর থেকে দেখা গেল পাথরে রোদ পোয়ানো বিরাট এক কুমির। কোরাকাল কাছে নিতেই ধীরগতিতে সে জলে নেমে গেল।

পাথুরে নদীতে পাথর কাটিয়ে চলল আমাদের কোরাকাল। বেতের বড় বড় গোল ঝুড়ির মতো করে তৈরি এই নৌকা। দেখতে পেলাম ইগ্রেট, করমোরেন্ট, লেসার হুইসলিং টিল, ডার্টার, হোয়াইট ব্রেস্টেড কিংফিশার প্রভৃতি পাখি। দূর থেকে দেখা গেল পাথরে রোদ পোয়ানো বিরাট এক কুমির।

মধ্যাহ্নভোজন সেরে আবার বেরলাম কোরাকালে চেপে। বেলা শেষে হর্নবিলেরা ঘরে ফেরে, এসময় তাদের দেখতে পাওয়া যায়। নদীর দুধারে গাছের মাথায় দেখতে পেলাম কয়েকজোড়া মালাবার গ্রে হর্নবিল আর মালাবার পায়েড হর্নবিল। গ্রে হেডেড ফিশিং ঈগল আর পায়েড কিংফিশারের মাছধরা দেখলাম অনেকক্ষণ ধরে। নদীর কালো জলে লালের আভা ছড়িয়ে সূর্য অস্ত গেল। তাঁবুতে ঢোকামাত্র চা হাজির। একটু পরেই শুরু হল ক্যাম্প-ফায়ার আর বার্বিকিউ, তারপর এলাহি নৈশভোজ।

পরদিন ভোরে জাঙ্গল সাফারি, ভোর পাঁচটায় চড়ে বসলাম হুড-খোলা জিপে। কালী অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প থেকে একঘণ্টার দূরত্বে ডান্ডেলি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির গেট। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পাহাড়ি রাস্তা। ঢুকতেই

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের বই

ছেঁড়াকাঁথার গল্প

দুই মলাটের মধ্যে পাঁচ পৃথিবীর পাঁচটি গল্প।
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৭৫

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

দেখতে পেলাম লালচে বাদামি রঙের বিশালকায় মালাবার জায়েন্ট স্কুইরেল। দেখা গেল বনেট ম্যাকাক, লাঙ্গুর, খেঁকশিয়াল, মালাবার গ্রে হর্নবিল আর মালাবার পায়েড হর্নবিল।

ক্যাম্পে ফিরে চেক আউট করে চলে গেলাম গনেশগুড়ির ওল্ড ম্যাগাজিন হাউস-এ। এ অঞ্চলে পাখি অনেক বেশি, প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোরম। থাকার জায়গা এই 'ওল্ড ম্যাগাজিন হাউস'। কোনও ঘর খালি না থাকায় ইচ্ছে থাকলেও এখানে থাকা হল না। দেখা হল অনেক ফটোগ্রাফার আর বার্ডারের সঙ্গে। বেশ খানিকক্ষণ চুটিয়ে আড্ডার পর আমরা রাতের আস্তানা খুঁজতে বেরলাম। অনেক খোঁজার পর জায়গা পাওয়া গেল 'কালী অ্যাডভেঞ্চার র‍্যাফটিং ক্যাম্প'-এ। নদী এখানে খরস্রোতা, কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে ছোট-বড় র‍্যাপিডস।

র‍্যাফটিং করার ইচ্ছে হল, খোঁজ নিয়ে জানলাম, সকালে বাঁধের জল ছাড়ে তাই শুধু সকালেই র‍্যাফটিং হয়, অগত্যা র‍্যাফট-এ চেপে ছবি তুলতে বেরলাম। নদীর দুধারে ঘন জঙ্গল, পাখির খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছিল র‍্যাফট। দেখতে পেলাম রিভার টার্ন, ব্ল্যাক ক্যাপড কিংফিশার, ব্রাহ্মণী কাইট, ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ঈগল ইত্যাদি পাখি।

পরদিন সকালে নদীর ধার ধরে নেচার ট্রেইলে হর্নবিল খুঁজতে গেলাম। দেখা পেলাম ইন্ডিয়ান গ্রে হর্নবিল আর মালাবার পায়েড হর্নবিলের।

বেরিয়ে পড়লাম দশটা নাগাদ, এবার দেখব কর্নাটকের সমুদ্রসৈকত, শুরু করব কারোয়ার দিয়ে।

ডান্ডেলির আশেপাশে

সুপা ড্যাম

কালী নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে ডান্ডেলি লাগোয়া গনেশগুড়িতে, এখানে রয়েছে হাইডেল পাওয়ার প্রোজেক্ট। ১০১ মিটার উচ্চতায় ৭০৫-৯৪০ মিটার সুদীর্ঘ এই ড্যাম। কৃত্রিম জলাধার হলেও এ-অঞ্চলের নৈসর্গিক শোভা অতুলনীয়।

সিনথেরি রক

ডান্ডেলি থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরত্বে ৩০০ ফুট উচ্চ অখণ্ড এক গ্রানাইট পাথরগাত্রের নাম সিনথেরি রক। নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কানেরি নদী। এখানে পাওয়া যায় নানা প্রজাতির সরীসৃপ আর পাখি। রাস্তা থেকে ২০০ ধাপ উঠে পৌঁছতে হয় এই পাথরের নীচে।

কাভালা কেভ

ডান্ডেলি থেকে ২০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত এই চুনাপাথরের গুহা। এই গুহার মধ্যে রয়েছে শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের আকর্ষণে আসেন ধর্মপ্রাণ মানুষজন।

উলাভি মন্দির

ডান্ডেলি থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে উলাভি মন্দির। এখানে রয়েছে গুরু চান্নাবাসাভান্নার সমাধি। প্রতি ফেব্রুয়ারি মাসে দশদিন ব্যাপী উলাভি যাত্রা চলে। হাজারে হাজারে দর্শনার্থী এসময় এখানে আসেন।

সাথোড়ি ফলস

৫০ ফুটের এই জলপ্রপাত দেখা যাবে ইরেলাপুরের কাছে। কয়েকটা পাহাড়ি ঝোরা একত্রিত হয়ে এই জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে। কোডাসালি ড্যাম হয়ে এই জলপ্রপাতের জল মিশেছে কালীতে। এই জলপ্রপাত দেখার সেরা সময় নভেম্বর থেকে এপ্রিল, বর্ষাকালে এ-জায়গা পিছল হয়ে যায় আর শুরু হয় জোঁকের উপদ্রব।

সাইকস পয়েন্ট

ডান্ডেলি থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরত্বে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে এই সাইকস পয়েন্ট। এখান থেকে দেখা যায় কালী উপত্যকার নৈসর্গিক দৃশ্য।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

বেঙ্গালুরু, মুম্বই এবং গোয়া থেকে লাক্সারি বাসে ডান্ডেলি যাওয়া যায়। গোয়া থেকে গাড়িতে ঘণ্টাতিনেক লাগে। ডান্ডেলির নিকটবর্তী রেলস্টেশন হুবলি। হুবলি থেকে গাড়িতে ডান্ডেলি ঘণ্টা দেড়েকের পথ।

কোথায় থাকবেন

জাঙ্গল লজেস অ্যান্ড রিসর্টের **কালী অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প**, স্পেশ্যাল রুম ৪,০০০ টাকা জনপ্রতি, রুম ৩,৫০০ টাকা জনপ্রতি, রিভার ভিউ টেন্টের ভাড়া ৩,২৫০ টাকা জনপ্রতি, টেন্টেড কটেজের ভাড়া ৩,০০০ টাকা। ডর্মিটরির ভাড়া ২,৫০০ টাকা জনপ্রতি। থাকা-খাওয়া ছাড়াও জিপ সাফারি, জঙ্গলের প্রবেশমূল্য, কোরাকাল রাইড এবং ট্যাক্সের খরচ ধরা আছে। **ওল্ড ম্যাগাজিন হাউস**-এ এথনিক কটেজের ভাড়া ২,০০০ টাকা জনপ্রতি, ইগলু কটেজের ভাড়া ১,৫০০ টাকা জনপ্রতি, ডর্মিটরির ভাড়া ১,৩০০ টাকা জনপ্রতি। থাকা-খাওয়া ছাড়াও জঙ্গলের প্রবেশমূল্য, ট্রেকিং গাইড এবং ট্যাক্সের খরচ ধরা আছে।

অনলাইন বুকিংয়ের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট: http://www.junglelodges.com

কলকাতা বুকিং:

☎৯০০৭০-০৬৭৯৪, ৯০০৭০-০৯০৬৩

কাঞ্চনজঙ্ঘা ...
অনন্যা কাঞ্চনজঙ্ঘা !!!

Clouds End
Retreat & Café
Rabangla
14th Mile, Kewzing Rd.
ঘরে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘার অনাবিল সৌন্দর্য,
নানান পাখি ও জঙ্গল ...
এ আনন্দের আস্বাদ নিতে
আপনাকে **রাবাংলায়** স্বাগত জানাই।
মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য
আদর্শ বিলাসবহুল কটেজ,
বাঙালি খাওয়া, আতিথেয়তা
93397 41509, 98300 51509
E-mail: cloudsend2010@yahoo.in
Website: www.cloudsend.in

সারা ভারতে হোটেল, গাড়ি ও সবার সেরা প্যাকেজ বুকিং
কাছে কিংবা দূরে চলুন আসি ঘুরে
সারা ভারতের ট্রেন ও ভলভো বাস বুকিং
যেখানে খুশি, যেদিন খুশি— সিদ্ধান্ত আপনার, দায়িত্ব আমাদের
দেশে-বিদেশে ফ্লাইট টিকিট বুকিং
পুজোয়
কেরালা, কাশ্মীর, কিন্নর-কল্পা, রাজস্থান, লে-লাদাখের প্যাকেজ বুকিং চলছে।
আপনার নিশ্চিন্তে ভ্রমণের ঠিকানা:
WANDERLUST
8/108, Bijoygarh,
Kolkata-700 032
Ph: 033-4066 2105 (Office)
Mob: 080139 46563
Mob: 098300 30585
E-mail ID: wanderlust800@gmail.com
ই.এম.আই সুবিধা
অন্যান্য সুবিধা

বার্সে থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা □ সহেলি দাস মুখোপাধ্যায়

বার্সে উপত্যকার দিনগুলি

দীপঙ্কর রায়

লাল গুরাস

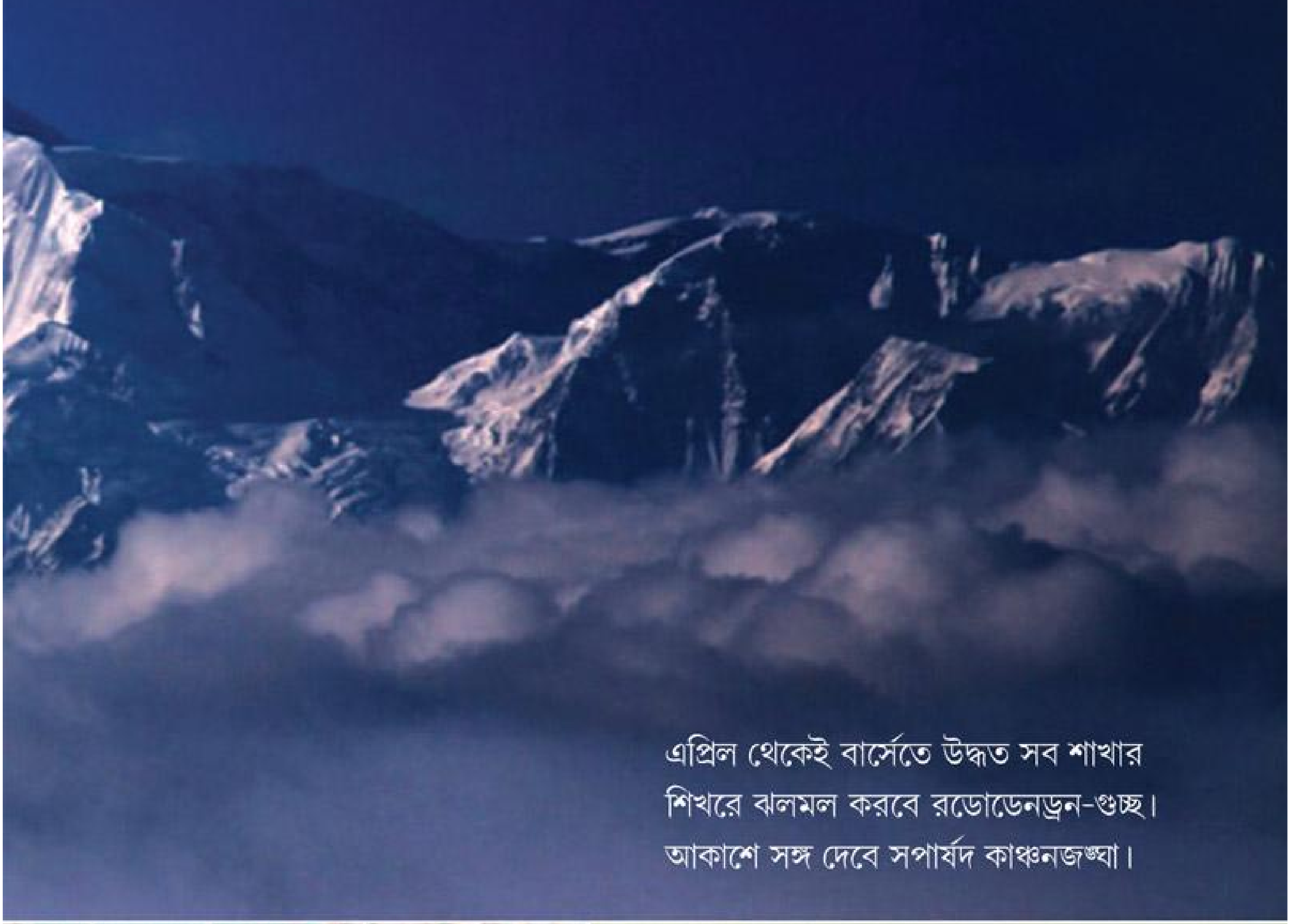

এপ্রিল থেকেই বার্সেতে উদ্ধত সব শাখার
শিখরে ঝলমল করবে রডোডেনড্রন-গুচ্ছ।
আকাশে সঙ্গ দেবে সপার্ষদ কাঞ্চনজঙ্ঘা।

সাদা গুরাস

বার্সে রডোডেনড্রন স্যাংচুয়ারিতে
পার্পল সানবার্ড

জো ড়থাং পেরিয়ে রামদেন হয়ে সোমবারিয়া পৌঁছনোর মুখে আমাদের গাড়ির গতি কমে গেল। রাস্তায় বেশ ভিড়। আজ সোমবার, সোমবারিয়ায় সাপ্তাহিক হাটবার। পাহাড়ি হাট দেখব বলে রাস্তার পাশে একটা মোমোর দোকানে গাড়ি দাঁড় করালাম। চা আর চিকেন মোমোর অর্ডার দিয়ে হাটের ভিড়ে মিশে গেলাম।

কালুক থেকে আমাদের আরেক দল বন্ধুরও এখানে একত্রিত হওয়ার কথা। স্থানীয় মানুষদের মধ্যে এই হাট নিয়ে বেশ উৎসাহ। প্রায় প্রত্যেকটা দোকানে কমবেশি জটলা। কিছু শসা, গাজর, আর দুয়েকটা স্কোয়াশ কিনে নিলাম। এক জায়গায় শুয়োরের মাংস বিক্রি হচ্ছে। রাত্রে ক্যাম্প ফায়ারে পাহাড়ি মুরগির চিকেন রোস্ট করব বলে খোঁজ করে ব্যর্থ হলাম। একটা জায়গায় দেখলাম স্থানীয় চালে বানানো পোলাও 'চাম্বরে' এবং পাকু (তিব্বতি স্বাদের মাংস) বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে আমার এক সঙ্গী বন্ধু 'তুম্বা'-র সন্ধান করতে শুরু করল। সিদ্ধ করা জনার বাঁশের চোঙে পুরে তাতেই বার বার গরম জল ঢেলে বাঁশের পাইপ দিয়ে টেনে টেনে খেতে হয়। কথিত আছে, এই পানীয় ক্ষুধাবর্ধক এবং হজমের সহায়ক। চা-পানের মধ্যেই আমাদের অন্য বন্ধুরা এসে পৌঁছল। দুটো গাড়িই ওখরের উদ্দেশে চলতে শুরু করল। আমাদের গন্তব্য নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ১৫৩ কিলোমিটার দূরে বার্সের রডোডেনড্রনের জঙ্গল। আমরা চলেছি ২০১২-র এপ্রিলে। রডোডেনড্রন ফুলের জলসা দেখতে।

তিস্তা আর রঙ্গিত ছেড়ে এসেছি অনেকক্ষণ। শিলিগুড়ি থেকে সেবক, তিস্তাবাজার, মেল্লি, জোড়থাং, সোমবারিয়া হয়ে প্রায় ১৪০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এসে আমরা সুন্দর নৈসর্গিক জনপদ ওখরেতে এসে পৌঁছলাম। উঠলাম আমাদের পূর্ব-নির্ধারিত শেরপা ভিলেজ রিসর্টে। যদিও রিসর্ট লেখা আছে, এটা একটা পারিবারিক গেস্টহাউস-কাম-হোটেল। হোমস্টেও বলা চলে। ঘরে প্রবেশ করে চায়ের অর্ডার দিয়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালাম।

একনজরে জায়গাটা বেশ পছন্দ হয়ে গেল। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সোজা তাকালেই বিন্দুর মতো দেখা যায় বহুদূরের সান্দাকফুকে। দূরবিন দিয়ে দেখলে সান্দাকফুর ট্রেকার্স হাটও চোখে পড়ে। রিম্বিক ছাড়া রাম্মাম জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজও চোখে পড়ল। চায়ের কাপ নিয়ে হোটেল-সংলগ্ন সবুজ ঘাসের ছোট লনে এসে দাঁড়ালাম। দূরে সবুজ পাহাড়ের উপত্যকা চোখে পড়ছে। সেই উপত্যকার ঢালে পোস্টকার্ডের মতো আটকে থাকা ছোট ছোট পাহাড়ি আবাস, গুটিকয়েক জনপদ। এই পড়ন্ত দুপুরের রোদে উপত্যকাগুলির মায়াবী রূপ দেখতে দেখতেই আকাশ জুড়ে মেঘের আনাগোনা আর ঠান্ডা হাওয়া টের পেলাম। ক্রমশ চারদিক কালো করে এল। জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতেই দুপুরের খাওয়া শেষ করলাম। বৃষ্টির মধ্যেই ঘুমোতে গেলাম।

ঘুম ভাঙল বিকেল পাঁচটায়। আকাশ পরিষ্কার থাকলেও একটু আগে বৃষ্টি হওয়াতে যথেষ্ট ঠান্ডা। হাঁটতে বেরলাম। আমাদের হোটেলের পিছনের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রডোডেনড্রনের গাছ চোখে পড়ছে। যদিও সংখ্যায় কম। মিনিট তিন-চারেক হাঁটার পর একটা বড় সরকারি বিদ্যালয় চোখে পড়ল। পাশে বড় খেলার মাঠ, দু-প্রান্তে দুটো বড় গোলপোস্ট। একটা পোস্টের মাথায় একটা রুফাস সিবিয়া বসে আছে। রিবধি, সোমবারিয়া, হিলে থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এই বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের জন্য আসে। বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলাম। কিছুটা যাওয়ার পর একটা মনাস্ট্রি চোখে পড়ল। এই সময় দুয়েক ফোঁটা বৃষ্টির ছাঁট গায়ে পড়তে মনাস্ট্রি না দেখেই ফেরার পথ ধরলাম, নাম না-জানা পাখিদের ওড়াউড়ি আর ঘুঘু পাখির এ ডাল থেকে ও ডাল পারাপারের দৃশ্য দেখতে দেখতে। এ যাত্রায় মনাস্ট্রি আর দেখা হল না।

অগত্যা হোটেলে ফিরে সান্ধ্য চায়ের আসরে পরদিনের পরিকল্পনা করতে করতেই সবাই মিলে এক বন্ধুর জন্মদিন পালন করলাম। হোটেলের বাইরে খোলা চত্বরে ক্যাম্প ফায়ারের মধ্যে আবৃত্তি, গান, ফটোগ্রাফি, বন্যপ্রাণ নিয়ে আলোচনার মাঝে একসময় রাতের খাবারের ডাক পড়ল। খাওয়াদাওয়া শেষ করে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াতেই দেখলাম দূরে লক্ষ লক্ষ আলো জ্বলজ্বল করছে। হোটেল-মালিক শেরপাজিকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, আলোর মালায় সাজানো শহরটি দার্জিলিং। এই এপ্রিল মাসেও বেশ ঠান্ডা। তাড়াতাড়ি লেপের তলায় ঢুকে পড়তে হল।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সোয়েটার, মাফলার, কানঢাকা চাপিয়ে ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। হালকা কুয়াশা থাকলেও সূর্যের রঙিন আভা পূর্ব আকাশে রং ঢালতে শুরু করেছে। রিসর্টের পিছন দিয়ে হেঁটে সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে নীচে বড় রাস্তায় পড়লাম। দু-পাশে সরলবর্গীয় গাছের সারি। তার মাঝখানে পিচঢালা রাস্তা চলে গেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ রাস্তায় এসে পড়ছে। নানারকম পাখির আওয়াজ। পর্যটকরা বার্সে যাওয়ার পথে ওখরেকে হল্ট হিসেবে ব্যবহার করেন। নানারকম হিমালয়ান প্রজাতির পাখির আবাসস্থল ওখরে। আরও কিছুক্ষণ চারপাশে হাঁটাহাঁটি করে আটটার সময় হোটেলে ফিরে এলাম। হোটেলের সামনে একটা ভুট্টাখেত, তার নীচে একটা প্রাইমারি স্কুল। এই সকালে কচিকাঁচারা হাজির। দূরে পাহাড়ের সবুজ উপত্যকার ঢাল, সামনে স্কুল ইউনিফর্মে ছাত্রছাত্রীরা প্রার্থনার লাইন, বিদ্যালয়ের সামনে রং-বেরঙের প্রার্থনার পতাকার পতপত শব্দ—এরই মাঝে ১০ ফুটের মধ্যেই ভুট্টা গাছের ডালে একটা ভার্ডিটার ফ্লাইক্যাচার উড়ে এসে বসল।

আজ আমরা যাব বহু আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্য বার্সে। ঝটপট তৈরি হয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। যাব গাড়িতে এখান থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে হিলে। হিলে হল 'বার্সে রডোডেনড্রন স্যাংচুয়ারি'-র মূল প্রবেশদ্বার। এখানেই নাম নথিভুক্ত করে প্রবেশকর দিয়ে অভয়ারণ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হয়। আসার পথে লক্ষ করছিলাম পথের দু-পাশের চোখ জুড়ানো নিসর্গ। পাইন, দেবদারু, চেস্টনাট, হেমলক গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছে পিচঢালা সর্পিল রাস্তায়। তার সঙ্গে পান্ডিম এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার সদম্ভ উপস্থিতি।

হিলে বেশ ছোট জনপদ। অল্প কয়েকটি পাহাড়ি ঘর, তার দুয়েকটা আবার বনকর্মীদের আবাস। তিনদিকে পাহাড়-ঘেরা এই নির্জন জনপদে দুপুরের পর দুয়েকজন স্থানীয় লোক আর বার্সে থেকে ফিরতি পর্যটক ছাড়া আর কারো দেখা পাওয়া মুশকিল। হিলেতে রাত কাটানোর জন্য যদিও ফরেস্ট রেস্টহাউস আছে কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তার অবস্থা বেশ সঙ্গিন। খোঁজ নিয়ে জানলাম গ্যাংটক থেকে অগ্রিম বুকিং করতে হয়। এছাড়া আছে নিমা শেরপার হোমস্টে, মোটামুটি বলা চলে। অনুমতি ও প্রবেশপত্র সংগ্রহ করার মধ্যেই অনুভব করলাম হিলে বেশ ঠান্ডা এবং মাঝে মাঝেই হাওয়া বেশ গতিশীল।

নিশ্ছিদ্র জঙ্গল চিরে হিলে থেকে বার্সে যাওয়ার এই মনোরম নৈসর্গিক পথের অন্যতম পাওনা এর জীববৈচিত্র্য। ওক, ওয়ালনাট, বাঁশ, চেরি আর পাইন গাছকে পাশে রেখে সর্পিল এই ট্রেকপথে এগিয়ে চলেছি। রেডপান্ডার অন্যতম আবাসস্থল এই অভয়ারণ্য। রডোডেনড্রনের আভাস এখনও না পেলেও পাইন গাছের গায়ে বুনো লতার শাখা-প্রশাখার শিকলি আর পরাশ্রয়ী অর্কিড চোখে পড়ছে। মাঝে মাঝেই তিরতির করে বয়ে চলা ঝরনার ধারা পথের মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়ে পাথরে ধাক্কা খেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ছে। শ্যাওলা-জমা সেই ঘন সবুজ পাথরগুলোর দু-পাশে ফার্ন গাছের ঘেরাটোপ। এই ট্রেকিং-পথটা বেশিরভাগ সময়ই কুয়াশা ঢাকা থাকে এবং তার সঙ্গে তীব্র ঠান্ডা আর পাল্লা দিয়ে চলে আর্দ্রতার পরশ। ট্রেকিং করবার সময় শরীর গরম থাকে বলে এতটা ঠান্ডা অনুভূত হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেওয়ার সময় ঠান্ডাটা টের পাওয়া যায়। প্রায় ১ কিলোমিটার পথ চলে

আসার পর রঙে রঙে ভরপুর রডোডেনড্রনের সাক্ষাৎ পেলাম। লাল, গোলাপি, সাদা আর হালকা হলুদ। এককেটি গুচ্ছে ছয় থেকে আট বা দশটি করে থোকা থোকা ফুল। পান্ডিমের ঝলকানি দেখতে দেখতে হেঁটে চলেছি। লাল, সাদা গুরাস ছাড়াও প্রিমুলা, ম্যাগনোলিয়া প্রভৃতি নানা জাতের পুষ্পের সমাহার এই অভয়ারণ্যে।

প্রায় ২ ঘণ্টায় পৌঁছে যাই বার্সে। জনবিরল এই অভয়ারণ্যে রয়েছে একটি কাঠের বাংলো। পশ্চাত্য ঢঙে তৈরি এই আধুনিক বাংলোটি 'গুরাসকুঞ্জ' নামে পরিচিত। দ্বিতল এই বাংলোটির একতলায় বড় ডাইনিং হল। আগে থেকে বুকিং করে আসিনি বলে আমাদের জায়গা হল গুরাসকুঞ্জ-লাগোয়া ফরেস্ট ব্যারাকে। মালপত্র রেখে বেরিয়ে পড়লাম। ১০৪ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত ভুবনমোহিনী রডোডেনড্রন অরণ্যটি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা কনজারভেশন এরিয়া' ও 'কাঞ্চনজঙ্ঘা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ'-এর অন্যতম করিডর। ১৯৯৬ সালে এর নতুন নামকরণ হয় 'বার্সে রডোডেনড্রন অভয়ারণ্য'। বার্সের উচ্চতা প্রায় ১০,১০০ ফুট। প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্যের সমাহার ছাড়াও সিঙ্গলিলা রেঞ্জ ও চিয়াভঞ্জন গিরিবর্ত্ম (উচ্চতা ১০,৫০০ ফুট) দ্বারা এই অভয়ারণ্য সিকিম ও নেপালের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমারেখা হিসেবে চিহ্নিত। মূলত সাড়ে ৭ হাজার থেকে ১৪ হাজার ফুট পর্যন্ত পাহাড়ের গায়ে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব তিব্বত পর্যন্ত ফোটে এই আশ্চর্য রডোডেনড্রন ফুল।

স্যালাড, ডিমের কারি, স্কোয়াশ, আলুর তরকারি আর ভাত— এই দিয়ে দুপুরের আহার শেষ করলাম। প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে। চারদিকে ঘন কুয়াশা থাকলেও মেঘ এসে পুরো উপত্যকা ঘিরে ধরল। হঠাৎ বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। বৃষ্টির সঙ্গেই সাদা নুড়ি পাথর পড়ছে। কেউ বলল তুষারপাত, কেউ বা শিলাবৃষ্টি। ব্যারাকের কেয়ারটেকারকে প্রশ্ন করেও সন্তোষজনক কোনও উত্তর পেলাম না। এই বিকেলে ঠান্ডায় জবুথবু অবস্থা। সোয়েটার জ্যাকেট চাপিয়ে ঠান্ডা আটকে রাখা যাচ্ছে না। একসময় বৃষ্টি থেমে গেল। মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘরের ভেতর সবাই গল্প করছি। সবারই এক চিন্তা সকালবেলা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাবে কিনা। মেঘমুক্ত আকাশের প্রতীক্ষায় আটটার মধ্যে ঘুম।

প্রায় সাড়ে পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেল। পুসাই চায়ের কাপ নিয়ে হাজির। চা খেয়ে বাইরে বেরিয়ে ট্রাইপডের ওপর ক্যামেরা সেট করে গ্লাভস ও কানচাপা লাগিয়ে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা। মিনিট ৩-৪ পর কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় হালকা সোনালি আভা দেখা গেল। ক্রমে তা বিস্তৃত হতে শুরু করল। বাঁদিক থেকে কুম্ভকর্ণ, কাবরু নর্থ, কাবরু সাউথটা আস্তে আস্তে প্রকাশ হতেই পান্ডিম আর কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর রঙের খেলা শুরু হল। একসময় কুম্ভকর্ণ, কাবরু নর্থ, কাবরু সাউথ, পান্ডিম, কাঞ্চনজঙ্ঘা আর মিনিয়ালচু সবকটা তুষারাবৃত শৃঙ্গই সোনালি রূপ।

আরেক কাপ চা খেয়ে বার্সে টপের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। গাছের পাতায় এবং ঘাসে শিশিরবিন্দু, পাতা থেকে টুপটাপ জল পড়ছে। একজায়গায় জুনিপার আর দুষ্প্রাপ্য ডোয়ার্ফ বাম্বু বা বেঁটে বাঁশের দেখা পেলাম। গুরাসকুঞ্জের ম্যানেজার পাসাং আমার সহযাত্রী হল। বলল আরও ওপরে গেলে রেডপাণ্ডা এবং ভল্লুকের দেখা মিলতে পারে। কালকে হিলে থেকে আসার পথে দেখছিলাম পুরো অভয়ারণ্যের বিভিন্ন জায়গায় সংরক্ষিত এলাকা বলে রেডপাণ্ডা করিডোরগুলো আলাদা করে চিহ্নিত করা। পৌঁছলাম বার্সে টপ। এখান থেকে তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলোর সঙ্গে যেন চোখাচোখি হচ্ছে। লালরঙের রডোডেনড্রনগুলো এমনভাবে ফুটে রয়েছে যে মনে হচ্ছে ঢেউ খেলানো উপত্যকায় কেউ যেন লাল কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছে। তার মাঝে সাদা, হালকা গোলাপি এবং দুয়েকটা নীল গুরাস যেন জ্যামিতিক নকশা তৈরি করেছে। প্রায় ত্রিশ রকমের রডোডেনড্রন রয়েছে এখানে যা হিমালয়ের আর কোথাও দেখাই যায় না। মূলত ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে জুনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এর আধিক্য চোখে পড়ে।

পাসাং দূরে চিয়াভঞ্জন গিরিবর্ত্মের দিকে নির্দেশ করতেই দেখলাম সামনের জুনিপার গাছের ছোট ডালে একটা রেডটেলড মিনলা ও একটা স্ট্রাইপ থ্রোটেড ইউহিনা এসে বসল। ওদের ছবি নিলাম। উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের মধ্যে সাবট্রপিক্যাল, মিক্সড ব্রডলিফ, কনিফার এবং সবশেষে আলপাইনের বিস্তীর্ণ আবাস এই অভয়ারণ্যে। দার্জিলিং ও সান্দাকফু এই টপ থেকে দৃশ্যমান।

ব্যারাকে ফিরলাম। দুটো ইয়ালো বিলড ব্লু ম্যাগপাই কালকের বেঁচে যাওয়া উচ্ছিষ্ট খেতে ব্যস্ত। পুসাই হাতে ব্রেকফাস্ট ধরিয়ে দিয়ে বলল নাস্তা করে বার্সে ঢোকার মুখে জলের রিজার্ভারের কাছে যেতে। ওখানে অনেক পাখি ফুলের মধু খেতে আসে। আরেকটু দূরে সাড়ে ৪ কিলোমিটার ট্রেক করে তাল। তালের কাছাকাছি নীল গুরাস, লেপার্ড বা বার্কিং ডিয়ারের দেখা মিললেও মিলতে পারে। বন্ধুরা কেউ রাজি হল না, আমারও সাহস হল না একা একা তাল পর্যন্ত যাওয়ার। বরং গুরাসকুঞ্জের পাশ দিয়ে নীচে নেমে গিয়েছে যে রাস্তা, সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। চেস্টনাট আর হেমলক গাছের নিবিড় অরণ্য। এক জায়গায় অনেকগুলো সাদা গুরাস ফুটে আছে। পাখিদের কিচিরমিচির শোনা গেলেও তাদের দর্শন পাওয়া দুরূহ। দুপুর হতে চলল। লাঞ্চ করে ফিরতি পথে ওখরের দিকে পা বাড়ালাম।

কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবিটি ছাড়া বাকি সব ছবি তুলেছেন লেখক

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

শিলিগুড়ি থেকে জোড়থাং, সোমবারিয়া হয়ে ওখরে বা হিলে। হিলে থেকে সাড়ে ৪ কিলোমিটার ট্রেক করে বার্সে। সাধারণ ট্রেকপথ, চড়াই নেই বললেই চলে। তবে শিলিগুড়ি থেকে একদিনে বার্সে পৌঁছনো বেশ কষ্টকর। ওখরে বা হিলেতে একরাত থেকে পরদিন যাত্রা করা বুদ্ধিমানের কাজ। এছাড়া পেলিং, কালুক, সোরেঙ, সোমবারিয়া, ওখরে, হিলে হয়ে পৌঁছনো যায়। কালুক থেকে হিলে ৬৫ কিলোমিটার আর নিউ জলপাইগুড়ি থেকে প্রায় ১৪৯ কিলোমিটার।

কোথায় থাকবেন

বার্সেতে থাকার জন্য রয়েছে **গুরাসকুঞ্জ**। অ্যাটাচড বাথ সহ দুটি দ্বিশয্যার ঘর আছে। এখানে থাকা-খাওয়া নিয়ে দুজনের খরচ পড়বে ২,২০০ টাকা প্রতিদিন। এছাড়া ২৮টি শয্যা সহ ডর্মিটরিতে থাকা-খাওয়া নিয়ে জনপ্রতি খরচ পড়বে ৭৭০ টাকা।
বুকিং: ☎৯৮৩৬৪-৬৪৬৩২
এছাড়া কাছেই ফরেস্ট ব্যারাকে থাকতে পারেন। এখানে অ্যাটাচড বাথ সহ একটি দ্বিশয্যার ঘর আছে। থাকা-খাওয়া নিয়ে দুজনের খরচ পড়বে ২,২০০ টাকা প্রতিদিন। এছাড়াও চারটি (নন-অ্যাটাচড বাথ) ঘর আছে। থাকা-খাওয়া নিয়ে জনপ্রতি ভাড়া পড়বে ৭৭০ টাকা।
বুকিং: ☎৯৭৩৩০-৬৫৯৩৭
ওখরেতে থাকার জন্য রয়েছে **শেরপা লজ**। এখানে দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫৫০ টাকা, তিনশয্যাঘরের ভাড়া ৭৫০ টাকা এবং আটশয্যাঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা।
শেরপা ভবন, দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: ☎৯৮৩১১-০৭২৪৬
ম্যাঙ্গোলিয়া হোমস্টে (☎৯৭৩৩০-৬৫৯৩৭), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৬৫০ টাকা। থাকা-খাওয়া নিয়ে মাথাপিছু খরচ পড়বে ৭৭০ টাকা। **শেরপা ভিলেজ রিসর্ট** (☎৯৪৭৫৪-৯৪৪৪৬), ৬টি দ্বিশয্যার ঘর আছে। ভাড়া ৭৫০-১,১০০ টাকা, ছয়শয্যাঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা।

জেনে রাখুন

প্রচণ্ড ঠান্ডা। শীতবস্ত্র ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সঙ্গে রাখবেন। কারেন্ট নেই। বর্ষাকালে না যাওয়াই ভালো।

বেলুর-হ্যালেবিদ

লেখা ও ছবি: সোমা ঘোষ

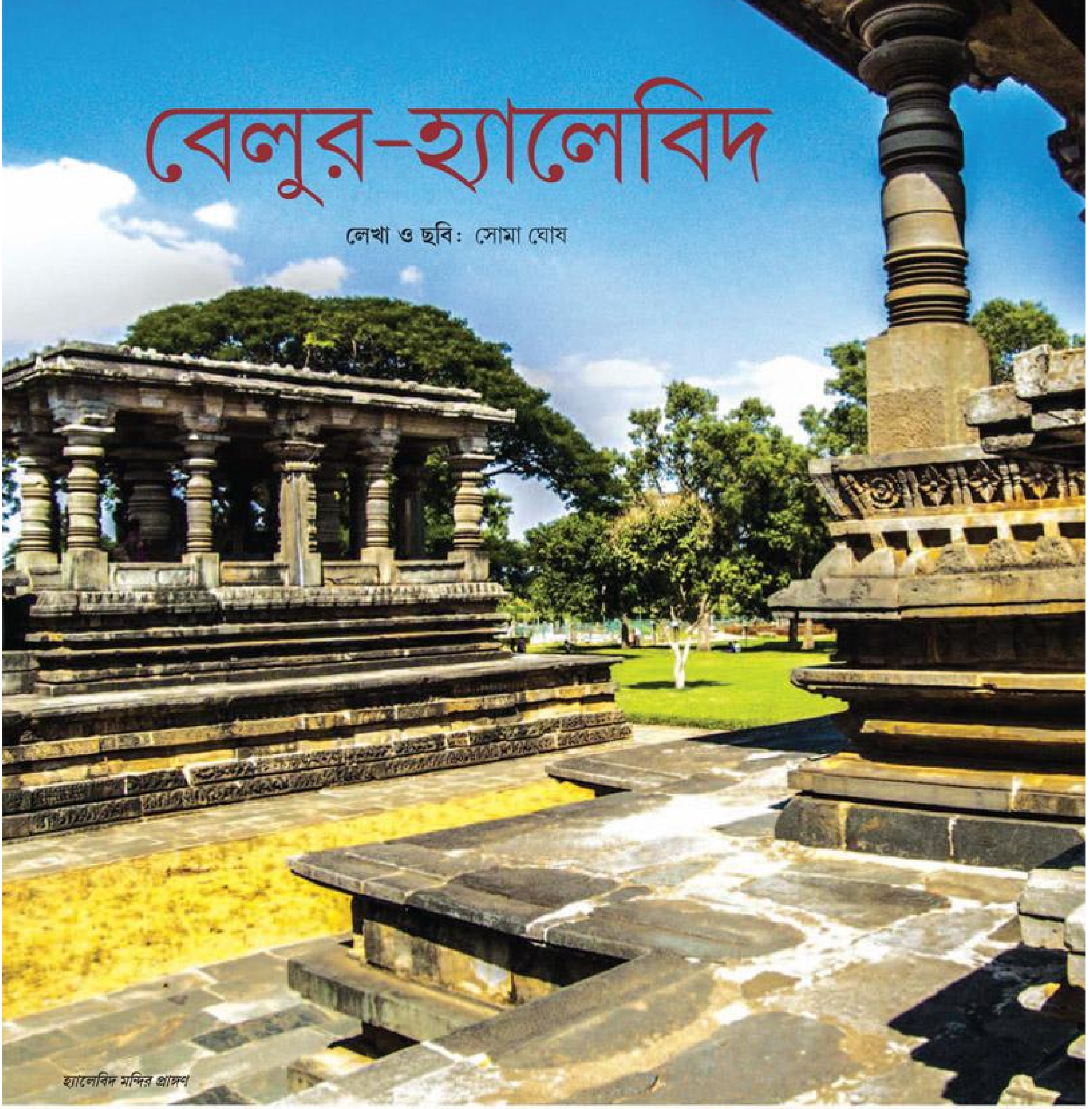

হ্যালেবিদ মন্দির প্রাঙ্গণ

বিষ্ণুর অনন্তশয্যা, বেলুর

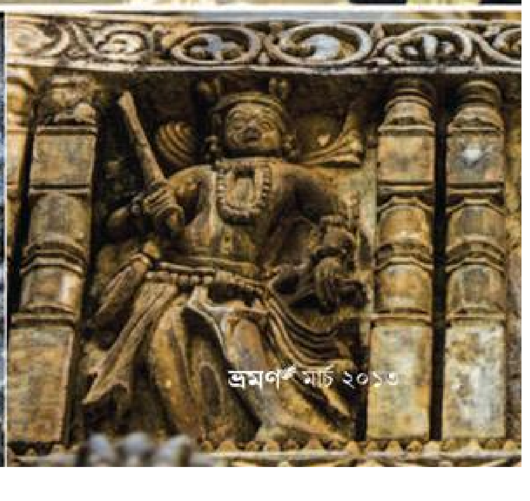

হ্যালেবিদ মন্দিরগাত্রে অর্জুনের লক্ষ্যভেদ

বেলুর আর হ্যালেবিদের মন্দিরদুটি যেন পাথরে খোদিত দুটি মহাকাব্য। দেখে দেখে আশ মেটে না। বেঙ্গালুরু থেকে হ্যালেবিদ ২১৮ কিলোমিটার। বেলুর আরও ১৬ কিলোমিটার।

হ্যালেবিদ মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য

দেখতে চলেছি ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা অসামান্য ভাস্কর্যের নির্দশন— হ্যালেবিদ আর বেলুরের মন্দির। ১১ থেকে ১৪ শতাব্দী পর্যন্ত কর্নাটিক আর তামিলনাড়ুর কিছু অংশে রাজত্ব করেন হোয়শালা রাজারা। তাঁরা শিল্প ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সাম্রাজ্যের এক মহান রাজা ছিলেন 'শালা'। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, এই রাজা খালি হাতে এক বাঘকে বধ করেন।

হোয়শালাদের পুরনো রাজধানী ছিল হ্যালেবিদ। মালিক কাফুর, মহম্মদ বিন-তুঘলক আর মাদুরাইয়ের সুলতানের বারংবার আক্রমণের ফলে এই শহরের অনেকটাই ধ্বংস হয়ে যায়। তখন বেলুর হয়ে ওঠে হোয়শালাদের নতুন রাজধানী।

বেঙ্গালুরু থেকে প্রায় ২১৮ কিলোমিটার দূরে হ্যালেবিদ। আর তার থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে বেলুর। গাড়িতে করে বেঙ্গালুরু থেকে হাসান হয়ে হ্যালেবিদ পৌঁছতে লাগে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা। সকাল সাতটায় যাত্রা শুরু করে আমরা হ্যালেবিদ পৌঁছই দশটা নাগাদ।

হ্যালেবিদ আর বেলুর, দুই মন্দিরেই ঢোকার কোনও টিকিট নেই। হ্যালেবিদে বাইরের প্রধান দরজা দিয়ে ঢুকে মন্দির-সংলগ্ন উদ্যান ঘুরে দেখতে পারেন। পারলে একটু জিরিয়ে নিতে পারেন গাছের ছায়ায়। মন্দিরে ঢোকার আগে জুতো জমা রাখতে হয় একটি কাউন্টারে। জুতো রেখে তার টিকিট নিয়ে আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ি প্রধান মন্দিরের চাতালে। প্রথমে বাইরে থেকে মন্দিরটিকে পুরো ঘুরে ঘুরে দেখি। হোয়শালা সাম্রাজ্যের বাকি মন্দিরের মতো এই মন্দিরও জ্যামিতিক আকৃতিতে তৈরি একটি ভিতের ওপর গড়ে তোলা। ভিতের ওপর চাতাল তৈরি প্রধানত হাতির অসংখ্য মূর্তি দিয়ে। চাতালের ওপর তৈরি মন্দিরের দেওয়ালে খোদাই করা মহাভারত ও রামায়ণের নানান মুহূর্ত। এইসব ভাস্কর্যের মধ্যে খুঁজে পেলাম ভগবান বিষ্ণুর নরসিংহ অবতার, শ্রীকৃষ্ণের গন্ধমাদন পর্বত-উত্থান, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে অর্জুনের মীনের চোখে লক্ষ্যভেদ, মহাভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখানো ও আরও অনেক উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত।

দেওয়ালে খোদাই করা এইসব অসংখ্য মূর্তি দেখে যে-কোনও শিল্পপিপাসুর মন আনন্দে ভরে উঠবে। অস্বাভাবিক নিপুণতার সঙ্গে গড়ে তোলা এই সমস্ত নিখুঁত ভাস্কর্য। প্রধান মন্দিরের বাইরের দেওয়াল খুঁটিয়ে দেখে আমরা ঢুকলাম মন্দিরের ভেতরে।

> হ্যালেবিদের মন্দিরটি একটি শিবমন্দির। ভেতরে এখনও শিবপুজো হয়। প্রধান মন্দিরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আমরা দেখে নিলাম পাশের দুটি নন্দীর মন্দির। এই দুই মন্দিরে আছে দুই অতিকায় নন্দীর মূর্তি। দুই নন্দীই প্রধান মন্দিরের দিকে মুখ করে বসে আছেন।

দুচাকায় দুনিয়া

বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি।
তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলি-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

মন্দিরের ভেতরে অনেকগুলি স্তম্ভ ছাদটিকে ধরে রেখেছে। প্রতিটি স্তম্ভের গায়ে খোদাই করা অসংখ্য নকশা আর নর্তকীদের মূর্তি। হ্যালেবিদের মন্দিরটি একটি শিবমন্দির। ভেতরে এখনও শিবপুজো হয়। প্রধান মন্দিরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আমরা দেখে নিলাম পাশের দুটি নন্দীর মন্দির। এই দুই মন্দিরে আছে দুই অতিকায় নন্দীর মূর্তি। দুই নন্দীই প্রধান মন্দিরের দিকে মুখ করে বসে আছেন।

হ্যালেবিদের মন্দির ঘুরে দেখতে প্রায় ঘণ্টা-চারেক সময় লাগল। মন্দির থেকে বেরিয়েই আমরা ঢুকে পড়লাম একটি রেস্তোরাঁতে। মন্দিরের সংলগ্ন অনেকগুলি রেস্তোরাঁ আছে। মধ্যাহ্নভোজ সেরে আমরা রওনা হলাম বেলুরের দিকে।

মিনিটদশেকে পৌঁছে গেলাম বেলুর মন্দির চত্বরে। চেহারায় বেলুরের মন্দির হ্যালেবিদের চাইতে বড়। এই মন্দিরে ঢোকার আগেও জুতো খুলে ঢুকতে হয়। এবার আমরা গাড়িতেই জুতো খুলে মন্দিরে প্রবেশ করলাম।

বেলুরের মন্দির ভগবান বিষ্ণুকে উৎসর্গ করা। প্রধান মন্দিরের চারপাশে আরও দুটি মন্দির রয়েছে। বেলুরের মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য অনেকটা হ্যালেবিদের ধাঁচের। বাইরের দেওয়াল ভরে রয়েছে খোদাই করা নানান মূর্তি। প্রধান মন্দিরের ঠিক সামনে রয়েছে গরুড় পাখির এক মূর্তি। এই মূর্তি চেয়ে আছে প্রধান মন্দিরের দিকে। মন্দিরের ভেতরে রয়েছে বিশালাকার অনেক স্তম্ভ। সেইসব স্তম্ভের আপাদমস্তক অসামান্য সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাস্কর্যে ভরা। দেখে দেখে আশ মেটে না।

বেলুরের মন্দির-চত্বর ঘুরে দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। বেলুরের ঐতিহাসিক মন্দিরে বসে সূর্যাস্ত দেখলাম। রাত্রিটা কাটানোর জন্য আমরা বেরিয়ে পড়লাম চিকমাগালুরের দিকে। বেলুর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে চিকমাগালুর। চোখের সামনে এখনও ভাসছে সেইসব অসামান্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, যা সারা জীবনের মতো মনে জায়গা করে নিয়েছে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে ট্রেনে বা বিমানে বেঙ্গালুরু চলে আসুন। বেঙ্গালুরু থেকে হাসান আসার ঘন ঘন বাস সার্ভিস আছে। হাসান থেকে ৩৮ কিলোমিটার দূরে বেলুর, গাড়ি ভাড়া করে চলে আসতে পারেন। কিছু প্যাসেঞ্জার ট্রেনও রয়েছে এপথে। বেলুর থেকে হ্যালেবিদ ১৬ কিলোমিটার। বাস, ছোট গাড়ি বা অটোও পাবেন এপথে। আবার হাসান থেকে গাড়ি ভাড়া করে চলে আসতে পারেন হ্যালেবিদ। দূরত্ব ৩২ কিলোমিটার। বেঙ্গালুরু বিমানবন্দর থেকে ট্যাক্সি ভাড়া করেও চলে আসতে পারেন বেলুর-হ্যালেবিদ। কর্নাটক ট্যুরিজম বেঙ্গালুরু থেকে বেলুর-হ্যালেবিদ-শ্রবণবেলগোলা— একদিনের একটি ট্যুর করিয়ে থাকে। ডিলাক্স বাসে খরচ ৯১০ টাকা, এ সি ডিলাক্স বাসে খরচ ৯৭০ টাকা এবং ভলভো বাসে খরচ ১,০৩০ টাকা।

কোথায় থাকবেন

বেলুরে থাকার জন্য রয়েছে কর্নাটক পর্যটনের হোটেল **ময়ূরা ভেলাপুরী** (☎২২২২০৯), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,০০০ টাকা, এ সি ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৩৫০ টাকা, এ সি স্যুইটের ভাড়া ২,০০০ টাকা, ২০ শয্যার ডর্মিটরির শয্যাপ্রতি ভাড়া ১৫০ টাকা। প্রাইভেট হোটেল: **বিষ্ণু রিজেন্সি** (☎২২৩০১১), নন-এ সি ঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা, এ সি ঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা। **সুমুখা রেসিডেন্সি** (☎২২২১৮১), নন-এ সি ঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা, এ সি ঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা। **শ্রীবিষ্ণু কৃপা বোর্ডিং অ্যান্ড লজিং** (☎২২২২৬৩), ভাড়া ৩৫০-৬০০ টাকা।

হ্যালেবিদে থাকার জন্য রয়েছে কর্নাটক পর্যটনের **হোটেল সানথালা** (☎২৭৩২২৪), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,০০০ টাকা, নন-এ সি চারশয্যাঘরের ভাড়া ১,৬০০ টাকা। হ্যালেবিদের হোটেলে জায়গা না পেলে হাসানেও থাকতে পারেন।

হাসানের প্রাইভেট হোটেল: **সুবর্ণ রিজেন্সি** (☎২৬৪২৭৯), স্ট্যান্ডার্ড দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯৮৮ টাকা, এ সি ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৭৬০ টাকা, স্যুইটের ভাড়া ২,২০০ টাকা। **শ্রীকৃষ্ণ** (☎২৬৩২৪০), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৩০০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে, ট্যাক্স অতিরিক্ত)। **শ্রীবিষ্ণু রেসিডেন্সি** (☎২৩৪৭৮৫), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৪০০ টাকা, চারশয্যাঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা, ছয়শয্যাঘরের ভাড়া ১,০০০ টাকা।

হোটেল হাসান অশোক (☎২৬৮৭৩১), ভাড়া ৪,০০০-৯,৫০০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে, ট্যাক্স অতিরিক্ত)।

হোয়শালা ভিলেজ রিসর্ট (☎২৫৬৭৯৩), ভাড়া ৮,১০০-৯,১০০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনারের খরচ ধরা আছে, ট্যাক্স অতিরিক্ত)।

শ্রবণবেলগোলায় রয়েছে মন্দির কমিটির **জৈন ধর্মশালা** (☎২৫৭২৫৮), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২১০ টাকা, তিনশয্যাঘরের ভাড়া ২৬০ টাকা, চারশয্যাঘরের ভাড়া ৩১০ টাকা, পাঁচশয্যাঘরের ভাড়া ৩৬০ টাকা, ছয়শয্যাঘরের ভাড়া ৪১০ টাকা। **হোটেল রঘু** (☎২৫৭২৩৮), ভাড়া ৪০০-৯০০ টাকা। **ইনস্পেকশন বাংলো** (☎২৫৭২৫৮), ভাড়া ২১০-৪১০ টাকা। **অক্ষত** (☎২৫৬৫৫৫), ভাড়া ৪০০-৭০০ টাকা।

মনে রাখবেন

হ্যালেবিদ মন্দিরে ঢোকার সময় সরকারি গাইড নিলে ভালো হয়। এতে মন্দিরের ভেতরের ও বাইরের কারুকার্যের তাৎপর্য বেশি ভালো করে বোঝা যাবে।

হাতে সময় থাকলে

হাসান থেকে সরাসরি বাসে দেখে নিতে পারেন ৫১ কিলোমিটার দূরে জৈনধর্মের অন্যতম তীর্থস্থান, শ্রবণবেলগোলা। ৬০০টি সিঁড়ি চড়ে উঠতে হবে পাহাড়ের ওপরের মন্দিরে। সেখানে দেখতে পাবেন গোমতেশ্বরের ১৭ মিটার উঁচু মূর্তি।

বেলুর ও হ্যালেবিদের এস টি ডি কোড: ০৮১৭৭।

হাসানের এস টি ডি কোড: ০৮১৭২।

শ্রবণবেলগোলার এস টি ডি কোড: ০৮১৭৬।

09

টৌনলে স্যাপ লেক

শান্তনু মাইতি

কম্বোডিয়ায় আঙ্কোরভাট মন্দির দর্শন সেরে দেখে আসতে পারেন টৌনলে স্যাপ লেক। জলেই ভাসছে ঘর-বাড়ি, বাজার-দোকান, মায় ইস্কুল পর্যন্ত। সিয়েম রিপ থেকে টৌনলে স্যাপ মাত্র ৩০ কিলোমিটার। সিয়েম রিপে একটি সন্ধ্যা রাখুন অপ্সরা নৃত্যের জন্য।

টৌনলে স্যাপ লেক □ উৎপল দাস

অপ্সরা নৃত্য □ লেখক

আঙ্কোরভাট আর আঙ্কোরথম বেড়ানো শেষ করে এবার গন্তব্য টোনলে স্যাপ লেক। পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বড় মিষ্টি জলের লেক। এর একটি বৈশিষ্ট্য হল 'রিভার্স ফ্লো সিস্টেম' বা উল্টোবাগে বওয়া। টোনলে স্যাপ নামের নদী দিয়ে এটি কম্বোডিয়া-ভিয়েতনামের বিখ্যাত নদী মেকংয়ের সঙ্গে যুক্ত। বর্ষাকালে বিশাল মেকংয়ের প্রবল জলোচ্ছ্বাস টোনলে স্যাপ নদী বেয়ে লেকে প্রবাহিত হয়। তখন এর আয়তন দাঁড়ায় ১৫,০০০ বর্গকিলোমিটার। আবার শীতকালে লেকের জল উল্টো পথে ফিরে যায় মেকংয়ে। তখন এটি আয়তনে ছোট হয়, মাত্র ২,৭০০ বর্গকিলোমিটার। সিয়েম রিপ শহর থেকে লেকের দূরত্ব প্রায় তিরিশ কিলোমিটার।

এযাত্রায় আমার গাড়ির চালক কাম গাইড, প্রায় আমারই বয়সি— নাম পন। গত দুদিনে সে আমার বন্ধুই হয়ে গিয়েছে। তার গাড়িটি অবশ্য ঠিক গাড়ি নয়। দু-চাকার ওপর বসানো তিনদিক ঘেরা বড় গদি আঁটা চেয়ারের মতো। মোটরসাইকেলের পিছনে হুক দিয়ে লাগানো। থাইল্যান্ডে যেমন টুকটুক, কম্বোডিয়ায় এটিই প্রচলিত ট্যুরিস্ট বাহন।

আগের দিন সন্ধ্যায় সিয়েম রিপের ব্যাকপ্যাকার হোস্টেলের লবিতে বসে পনের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে অনেক তথ্য জানা গেল। বিশাল টোনলে স্যাপ লেক বর্তমানে কম্বোডিয়ার এক অন্যতম পর্যটক-গন্তব্য। এখানকার দর্শনীয় স্থান অনেক। ভিয়েতনামি ফ্লোটিং ভিলেজ— জলের ওপর সম্পূর্ণ ভাসমান একটা গ্রাম। এখানে থাকার বাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল, এমনকি পেট্রোল পাম্পও ভাসমান বোটের ওপরে। কম্বোডিয়ানদের লগহাউস ভিলেজ— লেকের পাড় ধরে বাঁশ ও কাঠের খুঁটির ওপর বানানো বাড়ির গ্রাম। আর, দেখার জন্য আছে ফ্লোটিং ফরেস্ট, বার্ড স্যাংচুয়ারি, ক্রোকোডাইল ফার্ম ইত্যাদি। পনকে জিজ্ঞেস করলাম ফ্লোটিং ভিলেজগুলো সব ভিয়েতনামিদের কেন আর কেনই বা কম্বোডিয়ানদের লগহাউস ভিলেজ। পনের কাছ থেকে যে ব্যাখ্যা পাওয়া গেল তা বেশ চিত্তাকর্ষক। প্রাচীনকাল থেকেই কম্বোডিয়াবাসীদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। পাশের দেশ ভিয়েতনামের বিশাল মেকং ডেল্টায় বসবাসকারী অনেক মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল মাছধরা। কয়েকশো বছর আগে, কোনও এক সময় মেকং ডেল্টায় মাছের আকাল দেখা দেয়। তখন এই মৎস্যজীবীরা মেকং নদী ধরে টোনলে স্যাপে পৌঁছয়। ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে লেকে ভিয়েতনামিদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আজ প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের বাস এখানে। তার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ভিয়েতনামি। কম্বোডিয়া অন্য একটি দেশ। তাই ভিয়েনামিরা জমি দখল না করে লেকের জলের ওপর ভাসমান বোটেই বাস করতে থাকল। অন্যদিকে, কৃষিজীবী কম্বোডিয়ানরাও দেখাদেখি মাছধরা শুরু করল। কিন্তু বোটহাউস বানাবার কায়দা তাদের জানা ছিল না। তারা লেকের পাড়ে জলের ওপর লগহাউস বানায়। বর্ষায় বিস্তীর্ণ এলাকা জলে ডুবে যায়। পলি জমে তা অতি উর্বর হয়ে ওঠে। শীতকালে জল সরে গেলে সেই জমিতে কম্বোডিয়ানরা কৃষিকাজও করে। কিন্তু

হাঁটতে হাঁটতে একটা ভাসমান দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। সেখানে ভালোই কেনাবেচা চলছে। ছোট ডিঙিনৌকায় খদ্দেররা এসেছে। দোকানদার ওপর থেকে মালপত্র প্যাক করে নীচে ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছে। খদ্দেররা লুফে নিচ্ছে। ছোট থলে লাগানো একটা লম্বা লাঠি বাড়িয়ে দোকানদার পয়সা নিয়ে নিচ্ছে।

ভিয়েতনামিদের জীবিকা শুধু মাছধরা। পনকে জিজ্ঞেস করলাম, তা এই ভিয়েতনামিদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কেমন। কী আর করা যাবে, একসঙ্গে গণ্ডগোল না করে থাকতে হবে, এইরকম একটা উত্তর পেলাম।

সিয়েম রিপ থেকে পনের অদ্ভুতযানে চেপে ঘণ্টাখানেক পরে লেকের পাড়ে এসে পৌঁছলাম। বিকেল তিনটের ঠাঠা রোদ। বিশাল জেটিতে অসংখ্য নানা সাইজের নৌকা। বেশিরভাগই ইঞ্জিনচালিত বোট। প্লাস্টিকের সারি সারি চেয়ার পাতা। ওপরে ছাউনি দেওয়া। এখান থেকে বোট যাচ্ছে লেকের বিভিন্ন দিকে, ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে। ইচ্ছে ছিল খোঁজখবর করে ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে কোনও এক গ্রামে গিয়ে ঘুরে আসব কম খরচে। কিন্তু সে উপায় নেই। এখানে ট্যুরিস্টদের জন্য অন্য নিয়ম। তাদের জন্য আলাদা বোট। স্থানীয় মানুষদের বোটে তারা উঠতে পারবে না। সবচেয়ে কাছের এক ফ্লোটিং ভিলেজে ঘুরিয়ে আনার বোট আছে। যাওয়া-আসা-ঘোরা দেড়ঘণ্টার। পঁচিশ ডলার। খরচটা একটু বেশিই মনে হল। কিছু করার নেই।

অগত্যা একটা বোটে ওঠা গেল। সেটায় মাঝি বা পাইলট ছাড়া কোনও স্থানীয় মানুষজন নেই। সব সাহেব-মেম। বিকট শব্দ তুলে ইঞ্জিনবোট যাত্রা শুরু করল। চলল অতি দ্রুত বেগে। একটু পরেই লেকের বিশাল জলরাশি। সামনে, ডাইনে ধু ধু করছে, দিকচিহ্ন নেই। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ। এখানে এখনও বর্ষাকাল। আধঘণ্টার যাত্রাশেষে বোট পৌঁছল ভিয়েতনামি ফ্লোটিং ভিলেজে। লেকের পাড়ে, বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সার দিয়ে বোটহাউস। পাড়ের ছোট জেটিতে নামিয়ে দিয়ে মাঝি কাম গাইড বলল আধঘণ্টা সময় ঘোরার জন্য।

ছোট ছোট নৌকা নিয়ে লোকজন জেটির পাশে ভিড় করেছে। আধঘণ্টায় হাতটানা নৌকায় ঘুরিয়ে দেখাবে, কেউ দশ ডলার, কেউ পনেরো ডলার চাইছে। এখানে দেখছি ডলার ছাড়া কোনও কথা নেই। আমার আর ডলার খরচ করার ইচ্ছে হল না। পাড়ে নেমে হেঁটে হেঁটে দেখতে থাকি। বেশ বড় সাইজের ভাসমান বোটগুলো পাড়ে ঠেকানো। ছোট সিঁড়ির মতো করা আছে। কোথাওবা কাঠের তক্তা পাতা। বোটের ওপর এককামরা, দু'কামরার বাড়ি। এখানেও ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য সহজেই করা যায়। ধনীদের বড় রং-করা বোটহাউস। ছাদে রঙিন টিনের চাল। বোটহাউসের সামনে বারান্দায় সোফা পাতা, ঘরে রঙিন টিভি। একটু আরামদায়ক জীবন। আর গরিবের বোটহাউসগুলো ছোট, বিবর্ণ, ছাদে তালপাতার ছাউনি। হাঁটতে হাঁটতে একটা ভাসমান দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। সেখানে ভালোই কেনাবেচা চলছে। ছোট ডিঙিনৌকায় খদ্দেররা এসেছে। দোকানদার ওপর থেকে মালপত্র প্যাক করে নীচে ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছে। খদ্দেররা লুফে নিচ্ছে। ছোট থলে লাগানো একটা লম্বা লাঠি বাড়িয়ে দোকানদার পয়সা নিয়ে নিচ্ছে। বেশ অবাক করা দৃশ্য। আমি পাড়ে দাঁড়িয়ে ছবি তুলব বলে ক্যামেরা বের করছি। কোথা থেকে দুটো ছেলে সামনে চলে এল। ভাঙা ইংরিজিতে বলল, তেক ফতো, তেক ফতো। ওয়ান দলার ওনলি। বলে কী! ছবি তুললেও এখানে টাকা নেবে! ভাসমান গ্রামের সর্বত্র দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। হাতে সময় কম। আমাদের ইঞ্জিনবোটে ফেরার রাস্তা ধরি। পথে এক মহিলা ফেরিওয়ালার দেখা পেলাম। কাঁধে বাঁক নিয়ে ফেরি করছে, বাঁকের ঝুড়িতে

দেখি খাবার-দাবার সাজানো। বিভিন্ন রকমের ভাজাভুজি আর চাটনি। সরু লম্বা লম্বা একটা ভাজা দেখলাম। ছোট সাপ বলে মনে হল। বোটে পৌঁছে দেখি সাহেবরা কেউ কেউ এসে গিয়েছে। কয়েকজন ডিঙিতে ভাসতে ভাসতে ফিরছে। এইরকম ডিঙিনৌকা প্রত্যেকটি বোটহাউসে বাঁধা আছে। কারও একটি, কারও একাধিক। এগুলো করেই এরা মাছ ধরতে যায় প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা। বাজারে যাওয়া, বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ারও কাজে লাগে। দোতলা একটা বড় স্কুল দেখলাম। প্রতি তলায় তিনটে করে মোট ছটা ক্লাস রুম। শুনলাম, এক অস্ট্রেলিয়ান দম্পতি এই স্কুল চালান। ভাসমান গ্রাম-ভ্রমণ শেষে যখন ফিরলাম তখন বাজে পাঁচটা। এখনও সূর্যের প্রখর তেজ। সন্ধ্যা হয় সাড়ে সাতটায়। জেটিতেই দাঁড়িয়ে পন, হাসিমুখে। তার সঙ্গে জেটির বাইরে বের হলাম।

বাইরে দেখি অনেকজন মানুষ গানবাজনা করছে। তাদের কারও পা নেই, কারও হাত নেই। কী ব্যাপার পন? পন বলল এরা সব খমের রুজ আর পলপট রাজত্বের দুর্ভাগ্যের শিকার। মাইন বিস্ফোরণে এদের হাত, পা উড়ে গিয়েছে। কম্বোডিয়ায় এরকম অসংখ্য মানুষের দেখা মিলবে। আগেরদিন সন্ধ্যায় পনের কাছে খমের রুজ আর পলপটের অনেক কাহিনি শুনেছি। ভয়ঙ্কর সেই দিনগুলো পিছনে ফেলে কম্বোডিয়ার মানুষ এখন শান্তিতে। কমিউনিস্ট পার্টি গিয়ে এখন ক্ষমতা কম্বোডিয়া পিপলস পার্টির হাতে। পয়পেট বর্ডার থেকে শুরু করে সর্বত্র রাস্তায় এদিক-ওদিক তাদের পার্টি অফিস দেখেছি। পন বলেছিল তাদের দেশের সাধারণ মানুষের সত্যিকারের সুখ-শান্তি এখনও আসেনি। ক্ষমতা ভোগ করা আগের লোকেরাই এখন দল পাল্টে ফেলেছে। ধনী আর দরিদ্রের পার্থক্য আরও বাড়ছে। পাশের দেশ থাইল্যান্ড আর ভিয়েতনাম যেভাবে উন্নতি করেছে, তাদের সেরকম উন্নতি হয়নি।

লেকের জেটির দুদিকে ছোট ছোট রেস্তোরাঁ। পনকে বললাম চলো কফি খাই। একটায় গিয়ে বসলাম। দেখি কফি শপ নয়, বিয়ার পাব। পন বলল এখনও সন্ধ্যা হতে দুঘণ্টা বাকি। একটা বোট ভাড়া করে ফ্লোটিং ফরেস্ট বা ক্রোকোডাইল ফার্মে ঘুরে আসা যাবে। আমি বললাম আর ঘোরার ইচ্ছে নেই। তার চেয়ে বরং এখানে বসে তোমার কাছে গল্প শুনে নিই। কুমিরছানা ধরা আর কুমির বড় করে বিক্রি করা এ-অঞ্চলের অনেক মানুষের জীবিকা। লেকের কয়েকটা অঞ্চলে সায়ামিজ ক্রোকোডাইল প্রজাতির বাস। কুমিরের বাচ্চা ধরে ফার্মে বিক্রি হয়। ৬ ডলার দাম। ফার্মে বড় হয়ে পাঁচ বছরে তার দাম দাঁড়ায় ১,০০০-১,৫০০ ডলার। থাইল্যান্ডের ব্যবসায়ীরা কেনে। সেখানে কুমিরের চামড়া দিয়ে তৈরি হয় মহার্ঘ ব্যাগ, বেল্ট, জুতো ইত্যাদি। সারা পৃথিবীর বড়লোকদের কাছে তা বিক্রি হয় অতি উচ্চ মূল্যে। আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। পনের এক বন্ধু গাড়িচালক, যোগ দিয়েছে। এরা বিয়ার খায় ক্যানের পর ক্যান, সঙ্গে কুচি কুচি পর্ক ভাজা। দু'প্লেট সাপভাজা এল। পন বলল, এই লেকে ধরা ফ্রেশ ওয়াটার স্নেক, খুব সুস্বাদু। সে স্বাদ গ্রহণ করার ইচ্ছে আর হল না। দুর্দান্ত আড্ডা শেষে লেকের জলে সূর্য ডুবল। সিয়েম রিপ ফিরে গোছগাছের তাড়া আছে। আজ রাত্রের আকর্ষণ অপ্সরা নৃত্য। এক রেস্তোরাঁয়। সেখানে নৈশভোজ আর বিখ্যাত অপ্সরা ড্যান্স শো।

প্রয়োজনীয় তথ্য

যেসব পর্যটক আঙ্কোরভাট বেড়াতে যাবেন, তাঁরা সিয়েম রিপ থেকে একঘণ্টার দূরত্বে টোনলে স্যাপ লেক বেড়িয়ে আসতে পারেন। টোনলে স্যাপের বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্যাকেজ ট্যুর হোটেল থেকেই বুক করা যায়। খুব সকালের এক এক্সপ্রেস বোটে চেপে নমপেন চলে যাওয়া যায়। বর্ষায় না গিয়ে শীতে ভ্রমণই আদর্শ।

Transforming Tourism
EXOTICA
KASHMIR-10D/9N
Jammu, Srinagar, Pahelgaon, Patnitop, Katra, Gulmarg, Sonmarg
SIMLA-MANALI - 8D / 7N
Simla - 2N, Manali - 4N, KULU - 1 N
DOOARS - 5D / 4N
Gorumara, Jaldapara, Lataguri, Chalsa
GOLDEN TRIANGLE- 8D/7N
Delhi: Delhi 3N, Rajasthan: Jaipur 2N, Fatehpur Sikri, Uttar Pradesh: Agra 2N, Sikandara, Vrindavan, Mathura.
Assam & Meghalaya-6D/5N
Shillong 3N - Guwahati 2N
KUMAON-GARHWAL
Haridwar, Dehradun, Mussoorie, Nainital, Almora, Kausani, Ranikhet, Kedar Badri, Pattalbhubaneswar, Gangotri
Our services include Hotel Booking, Air, Bus, Cruise Ticket Booking. Customized Weekend Tour
EXOTICA XPLORER PVT. LTD.
116/1A, Bidhan Sarani, Kol-4 (Shyambazar Bata)
All Debit & Credit Card Accepted
www.exoticaexplorer.com
Ph.: 25300177/9239433481
Email : exoticaxplorer@gmail.com

Hammocks Huts
HAMMOCKS HUTS HOLIDAYS
Nature • Life • Comfort
Featured Destinations
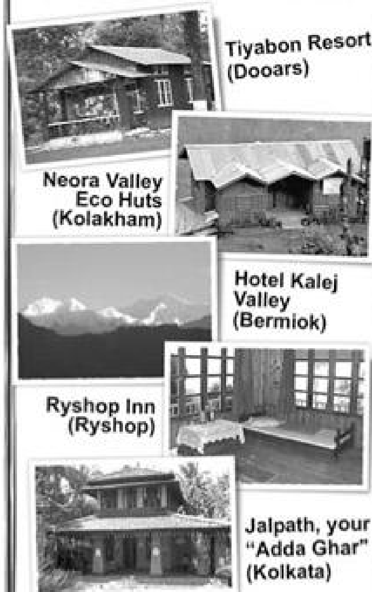

Plan your holidays & activities with
Hammocks Huts Holidays
• Dooars • Darjeeling
• Sikkim • Silk Route
• Bhutan • Arunachal
• Assam • Meghalaya
• Kashmir • Himachal
• Ladakh • Sunderban
• Kerala • Uttarakhand
Kolkata Desk:
1/17, Dover Place, Kolkata 700019
Phone: +91 9830423246, +91 9432647740,
Telefax : +91 33 24617008
Dooars Desk:
Chalsa More, P.O. Chalsa, Dist Jalpaiguri, 735206,
Phone: +91 8017468435
Email us
hammockshuts@gmail.com
www.hammockshutsholidays.com

ভরতপুরে পেন্টেড স্টর্ক

বারবার ভরতপুর

লেখা ও ছবি: সমীরণ ঝা

মান সরোবরে নর্দান পিনটেলের মেলা

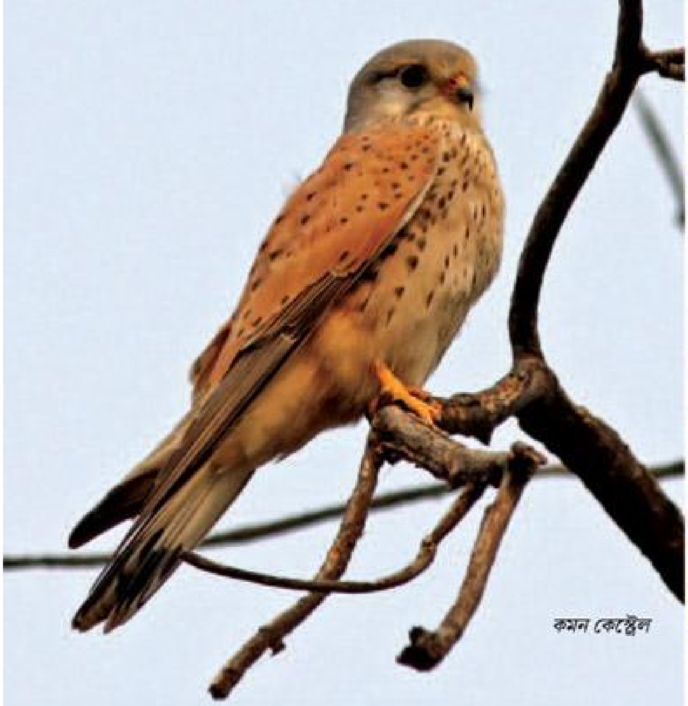

কমন কেস্ট্রেল

কলারড স্কপস আউল

গত দু'তিনবছরে ভরতপুরের খাল-বিল-সরোবরে পর্যাপ্ত জল থাকায় পাখিরাও সেখানে ফিরেছে মহাসমারোহে। সারাবছরই ভরতপুরে পাখিদের ভিড় লেগে থাকে, তবে মার্চ পর্যন্তই থাকে অতিথি-পরিযায়ীরা।

ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ঈগল

ব্যাটারিচালিত ইলেক্ট্রো বাসটি কেওলাদেও মন্দিরের কাছে পৌঁছতেই গাইড আমাদের সকলের উদ্দেশে বললেন, 'আপনাদের হাতে ৪৫ মিনিট সময় আছে, নিজেদের মতো ঘুরে আবার গাড়িতে ফিরে আসবেন।'

এখন ঠিক যে জায়গাটিতে নতুন ওয়াচ টাওয়ার হয়েছে, আজ থেকে ঠিক ২৫ বছর আগে সেখানে দাঁড়িয়ে সামনের বিশাল মান সরোবর ঝিলে পাখি দেখতে লাগলাম। মান সরোবরে হাজারে হাজারে পরিযায়ী হাঁসের দল। কেউ কেউ জলে ভাসছে, কিছু পিনটেল তাদের স্বভাবমতো মাথা জলের মধ্যে ডুবিয়ে খাবার খোঁজার চেষ্টা করছে। দেখা যাচ্ছে শুধু তাদের সূচিপুচ্ছ পশ্চাদভাগ। তাদের থেকে আলাদা হয়ে কয়েকটি সাদা বড় পাখি জটলা পাকিয়ে আছে। প্রচুর বিদেশি পর্যটক সেই পাখিগুলোকেই বাইনোকুলার দিয়ে দেখছে আর নিজেদের মধ্যে ফিসফাস আলোচনা করছে। আমার বাবা, আমাদের দেখার জন্য এক বিদেশি পর্যটকের কাছ থেকে তার বাইনোটি একটু চেয়ে নিলে আমরাও দেখার সুযোগ পেলাম। কতকগুলি সাদা রঙের সারসপাখি জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে মুথাঘাসের টিউবারগুলো তুলে খাচ্ছে, আর জলের ফোঁটাগুলি তাদের চঞ্চু, গলা দিয়ে গড়িয়ে টপটপ করে নীচে পড়ছে। হঠাৎ দেখি কেউ কাঁধে হাত দিয়ে বলছেন, বেটা, ওইগুলোই হচ্ছে ভরতপুরের বিখ্যাত মেহমান—সাইবেরিয়ান ক্রেন। ফিরে দেখি আমাদের গাইড। ১৯৮৮ সালের ৯ জানুয়ারি, ওই দিনটার কথা ভাবলে আজও আমার গায়ে কাঁটা দেয়। সেটাই ছিল আমার প্রথম ও শেষ সাইব দর্শন।

এর প্রায় একদশক পরে, ১৯৯৭ সালেও বড়দিনের ছুটিতে একটা পুরো দিন ভরতপুরে কাটানোর সুযোগ হয়েছিল। প্রবেশপথের টিকিট পরীক্ষক জানিয়েছিলেন দিনপনেরো আগে হাজির হওয়া সাইব জোড়ার কথা, কিন্তু শত চেষ্টা করেও আমরা তাদের খুঁজে পাইনি। সেবার উত্তর ভারতের কুখ্যাত কুয়াশার জন্য পাখি দেখা বিশেষ জমেনি। বেলা একটাতেও দশ হাত দূরের বস্তু অদৃশ্য। কিন্তু পরিবর্তনটা সেবারেই চোখে পড়েছিল। মান সরোবর প্রায় ফাঁকা। পাখির সংখ্যা ভয়ঙ্করভাবে কমে গিয়েছে। র‍্যাপটর বা শিকারি পাখিও খুব একটা নজরে পড়ল না।

২০১০ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। গোটা উত্তর ভারত জুড়ে তুমুল বৃষ্টি। ফলস্বরূপ, যমুনা নদীতে বন্যা, জল ঢুকে পড়েছে দিল্লি শহরে। ফোন করে জানলাম, ভরতপুরে এবার ভালো জল এবং তাঁরা প্রচুর পাখির আশা করছেন। বন্ধু শুভাশিস আর আমি তৎক্ষণাৎ স্থির করলাম ভরতপুর যাব।

প্রথম খারাপ খবরটা এল আমরা যাওয়ার দিনপনেরো আগে। বি-সেভেন নামে একটি তরুণ বাঘ রণথম্ভোর ছেড়ে ভরতপুরে হাজির। শুধু হাজির নয়, আসার পথে এক রেঞ্জার সহ ছয় গ্রামবাসীকে গুরুতর আহত করে এসেছে। ফলে, পার্কে পর্যটকদের ঘোরার ওপরে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয় খারাপ খবর পেলাম রওনা হওয়ার দিন। সংরক্ষণের জন্য গুজ্জরদের আন্দোলনে গোটা রাজস্থান বিপর্যস্ত। সব ট্রেন ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা বাতিল করা হচ্ছে। ভরতপুরের হোটেল মালিক অভয় দিলেন, আগ্রা

ধীরে ধীরে আমরা স্বপনমোরির দিকে যত এগোতে লাগলাম, রাস্তার দুধারের জলাগুলো তত দৃশ্যমান হতে শুরু করল। পথে পড়ল রেড-থ্রোটেড ফ্লাইক্যাচার, প্রচুর অ্যাশি ও প্লেন প্রিনিয়া। স্বপনমোরির একটু আগে, রাস্তার বাঁ হাতে এক জলায় পাখিদের মেলা বসেছে। নানারকম হেরন, আইবিস ও স্পুনবিল-এ ভর্তি এই জলায় পাখিরা যেন খাবার খোঁজায় মত্ত, কারও ভ্রূক্ষেপ নেই আমাদের দিকে।

হয়ে আসুন, কোনও সমস্যা হবে না। পৌঁছনোর আগের দিন মুঠোফোনে যোগাযোগ করলাম আমাদের আগেই পৌঁছে যাওয়া, অগ্রজপ্রতিম বার্ডার দেবাশিসদাকে। তিনি যা বললেন, শুনে আমরা মুষড়ে পড়লাম। ঘন কুয়াশায় গোটা পার্ক ঢাকা, শেষবেলায় সামান্য রোদ উঠেছে, ফলে পাখির ছবি তোলা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

সকাল সকাল সারস চৌরাহিতে নেমে হোটেলে পৌঁছতেই হোটেল মালিক কর্নেল সিং আন্তরিকভাবে আমাদের আপ্যায়ন করলেন। আমি প্রশ্নটা সরাসরি ওঁকেই করে ফেললাম, 'আপনি প্রবীণ মানুষ, বলুন তো, আজকে আবহাওয়া কেমন থাকবে?' উনি একটু সময় নিয়ে, চারপাশ দেখে নিয়ে বললেন, 'আজ ধূপ নিকলেগি।' আমরাও 'জয় মা' বলে, দেবাশিসদাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ততক্ষণে হাজির আমাদের গাইড অমরচাঁদ। আমরা যখন পার্কের গেটে টিকিট কাটছি, তখন অল্প অল্প করে রোদ উঠতে শুরু করেছে।

কেওলাদেও ঘানা ন্যাশনাল পার্ক, যা ভরতপুর নামেই বেশি পরিচিত, এর অবস্থান ভরতপুর শহরের একপাশে। প্রায় ২৯ বর্গকিলোমিটারের এই অভয়ারণ্য মূলত জলাভূমি, বাবলাজাতীয় কাঁটাগাছ, গুল্ম এবং কিছু ঘাসবনের সংমিশ্রণে গঠিত। প্রায় ২৫০ বছর আগে, অজন বাঁধ তৈরির ফলে ভরতপুরের কিছু নিচু জায়গা জলে ডুবে যায়। ভরতপুরের মহারাজা লক্ষ করলেন, প্রতিবছর শীতকালে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি ওই জলাগুলোতে ভিড় জমায়। ফলে খুব শিগগিরই তা ভরতপুরের মহারাজাদের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের প্রবাদপ্রতিম অর্নিথোলজিস্ট, পাখিবুড়ো সালিম আলি প্রথমে ভরতপুরের মহারাজাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শিকার বন্ধ করেন এবং পরে সেটিকে জাতীয় উদ্যানে পরিণত করতে প্রধান ভূমিকা নেন। এখানে চারশোর বেশি প্রজাতির পরিযায়ী ও স্থানীয় পাখি ছাড়াও সম্বর, চিতল হরিণ বা শেয়াল, হায়নার মতো স্তন্যপায়ীরা বসবাস করে। তবে ভরতপুর আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছিল সাইবেরিয়ান ক্রেন-এর শেষ শীতকালীন আবাসস্থল হিসেবে।

একজোড়া কলারড স্কপস আউল আমাদের পার্কে স্বাগত জানাল। টিকিট কাউন্টারের ঠিক উল্টোদিকের গাছটিতে চুপচাপ চোখ বন্ধ করে বসে আছে। নীচের হই-হট্টগোল সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। সামান্য যাওয়ার পরই দেখলাম জাতীয় পাখি, একটি পুরুষ ময়ূর তার হারেম নিয়ে দ্রুত রাস্তা পার হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্ল্যাক-উইংড কাইট, গ্রিন পিজিয়ন সহ নানান দেশীয় পাখি দেখা ও ছবি তোলা হয়ে গেল। গাইড অমরচাঁদ দেখলাম, বাঘের জুজু দেখিয়ে আমাদের রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে যেতে বারবার বাধা দিচ্ছে। আমি তাকে চাপ দিলাম, 'বল তো হে, এই বাঘের গল্প সত্যি, নাকি সাজানো?' সে বলল, 'না সাব, বাঘের কিল ও পাগমার্ক আমি নিজে দেখেছি।' এরপর আর তর্ক চলে না। দ্বিতীয় গেটের কিছুটা আগে, রাস্তার খুব কাছ থেকে ভেসে এল গ্রে ফ্র্যাঙ্কোলিন-এর ডাক। শব্দের উৎস লক্ষ্য করে সামান্য এগোতেই দেখি, চারটে ফ্র্যাঙ্কোলিন একটা ছোট বাবলাগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের সামান্য এগোতে দেখেই ঝোপের ভেতর গায়েব হয়ে গেল। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে একজোড়ার ছবি তোলা গেল।

প্রায় ১ কিমি রাস্তা পেরনোর পর এক বিশেষ জায়গায় অমরচাঁদ একটা ইন্ডিয়ান নাইটজারের জন্য তন্নতন্ন করে খোঁজা শুরু করল। কিন্তু আমাদের কপাল খারাপ। আগেরদিন যে জায়গায় পাখিটি ছিল, সেখানে এক অত্যুৎসাহী পর্যটক মোবাইল ফোনে ছবি তোলার চেষ্টা করায় পাখিটি এলাকাছাড়া হয়েছে।

বেলা এগারোটা নাগাদ সূর্য একেবারে মাথার ওপরে। সঙ্গে ছবি তোলার মতো পর্যাপ্ত আলো। ধীরে ধীরে আমরা স্বপনমোরির দিকে যত এগোতে লাগলাম, রাস্তার দুধারের জলাগুলো তত দৃশ্যমান হতে শুরু করল। পথে পড়ল রেড-থ্রোটেড ফ্লাইক্যাচার, প্রচুর অ্যাশি ও প্লেন প্রিনিয়া। স্বপনমোরির একটু আগে, রাস্তার বাঁ হাতে এক জলায় পাখিদের মেলা বসেছে। নানারকম হেরন, আইবিস ও স্পুনবিল-এ ভর্তি এই জলায় পাখিরা যেন খাবার খোঁজায় মত্ত, কারও ভ্রূক্ষেপ নেই আমাদের দিকে। কয়েকটা তো আমাদের খুব কাছাকাছি চলে এল। আসলে, কয়েকদিন আবহাওয়া খারাপ থাকায় তাদের নিশ্চয় খাবার সংগ্রহ তেমন একটা হয়নি। তাই আজ সুযোগ পেতেই উদরপূর্তি করে নিচ্ছে। জলার পিছনের জমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে অগুনতি আধা-বন্য (ফেরাল) গরু, দুয়েকটা নীলগাই আর প্রায় আধ ডজন শেয়াল। শেয়ালরাও ছুটোপুটি খেলায় ব্যস্ত। শেয়াল দেখেই, দিল্লি থেকে আগত পর্যটকদলের ছোট সদস্যরা অদ্ভুত উচ্চারণে 'মাম্মি জ্যাকল, জ্যাকল' বলে এমন চিৎকার শুরু করল যে শেয়ালরাও লজ্জা পেয়ে পালাল। পাশেই দাঁড়ানো এক ব্রিটিশ বার্ডার প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে দুয়েকটা গাল পেড়ে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লজ্জা পেয়ে বললেন, 'আপনারা এইসব অসভ্যতা সহ্য করেন কী করে!' তাঁর বহু ব্যবহারে জীর্ণ সোয়ারোভস্কির স্পটিংস্কোপ ও বাইনোকুলার বুঝিয়ে দিচ্ছে উনি একজন অভিজ্ঞ বার্ডার। এ সমস্যা ভরতপুরে নতুন নয়। আমার প্রথমবার ভরতপুর ভ্রমণের সময়েই দেখেছিলাম, আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের মাইক বাজিয়ে উদ্দাম নৃত্য।

স্বপনমোরি পৌঁছে দেখি, জলাটিতে পেন্টেড স্টর্ক বা সোনাজঙ্ঘারা ছোট, বড়, মাঝারি ছানাপোনাদের নিয়ে মৎস্যশিকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চোখের সামনে এত কাছ থেকে তাদের মৎস্যশিকার যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। তারা সমানে মাগুর, শিঙি, শোল, বোয়াল ধরে পেটে চালান করছে দেখে বেশ কিছু বাঙালি পর্যটকের হা-হুতাশ ছিল দেখবার মতো। ওই এলাকাতেই সার্পেন্ট ঈগলের কয়েকটা ছবি তুলে 'লালা পেয়ারে কা কুণ্ড'র দিকে এগোতে গিয়ে দেখি বাঘের ভয়ে রাস্তা বন্ধ। বাধ্য হয়েই ফিরে এলাম। নানারকমের ফ্লাইক্যাচার ও ওয়ার্বলার-এর ছবি তুলে কেওলাদেও মন্দিরের কাছে

মান সরোবরে প্রচুর হাঁস এসেছে। তাঁদের উড়ন্ত ঝাঁকের ছবি নেওয়ার পর কিছুটা এগোতেই দেখি এক বড়সড় শেয়াল পরিবার রাস্তার ওপর বসে আছে। আমাদের দেখে ওরা রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ালে আমরাও দ্রুত সাইকেল চালিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে গেলাম। আরও কিছুটা যাওয়ার পর দেখি এক বড়সড় বড়িহাঁস বা বারহেডেড গুজ-এর ঝাঁক।

HIMACHAL PRADESH HELPLINE TOURISM

APPROVED BY : GOVT. OF HIMACHAL PRADESH TOURISM — LTC / LFC APPROVED

10, The Mall, Shimla H.P., Phone No.-0177-2802676 Mobile: 09816026770 / 09816666660 / 09816967213
Kolkata Office: 6, C.R. Avenue, E-Mall, 1st Floor, Room No.-104, Kolkata-700 072.
Phone: 033-3246 9887/ 64597052 Mobile: 9748756954 / 9903416136

Special Package 2013

লে-লাদাখ চণ্ডিগড় থেকে জম্মু (১২ রাত্রি/১৩ দিন)- ২২,০০০
মানালি- ১ রাত্রি, সর্চু- ১ রাত্রি, লে- ৫ রাত্রি, সুমরারী- ১ রাত্রি, নুব্রভ্যালি- ১ রাত্রি, কারগিল- ১ রাত্রি, শ্রীনগর- ২ রাত্রি।

কিন্নর-লাহুল-স্পিতি (১২ রাত্রি/১৩ দিন)- ১৪,০০০
সিমলা- ১ রাত্রি, সারাহান- ১ রাত্রি, সাংলা (চিটকুল)- ২ রাত্রি, কল্পা- ২ রাত্রি, তাবো- ১ রাত্রি, কাজা- ২ রাত্রি, কেলং- ২ রাত্রি, মানালি- ১ রাত্রি।

কিন্নর-মানালি (১০ রাত্রি/১১ দিন)- ১২,০০০
সিমলা- ১ রাত্রি, সারাহান- ১ রাত্রি, সাংলা (চিটকুল)- ২ রাত্রি, কল্পা- ২ রাত্রি, রামপুর- ১ রাত্রি, মানালি- ৩ রাত্রি।

Regular Package 2013

✦ সিমলা-কুলু-মানালি (৬ রাত্রি/৭ দিন)- ৯,০০০
✦ সিমলা-মানালি-ডালহৌসি-ধরমশালা-অমৃতসর (১১ রাত্রি/১২ দিন)- ১৩,০০০
✦ সিমলা-সাংলা (চিটকুল)-কল্পা (৭ রাত্রি/৮ দিন)- ৯,০০০
✦ কাশ্মীর-বৈষ্ণোদেবী (লাক্সারি) (৮ রাত্রি/৯ দিন)- (১ রাত্রি হাউসবোট) ১৪,৫০০

2013 পূজা বুকিং শুরু— পূজা বুকিং-এর জন্য EMI (মাসিক কিস্তি) সুবিধা

Our Hotels

- Shimla-HOTEL DIPLOMAT Mall Road (Heart of City)
- Sarahan-HOTEL SNOW VIEW
- Sangla-HOTEL DEB BHOOMI
- Kalpa-HOTEL MOUNT VIEW
- Manali-HOTEL SUMMER KING / APPLE PARADISE / OCEAN
- Kulu-HOTEL ROYAL APPLE
- Mandi-HOTEL MONAL
- Karshog-HOTEL GOPAL APPLE VALLY
- Kangra-CHINTPURNI VILLAGE RESORT
- Dharamshala-HOTEL TRUIND
- Dalhousie-HOTEL AMAR PALACE
- Amritsar-HOTEL GOPALJI RESORT
- Katra-HOTEL JOLLY PLAZA
- Srinagar-HOTEL REMANO
- Pahelgaon-HOTEL PINE PALACE

Our Transportation

- TATA SUMO – @ 2500/-
- INDICA / ALTO – @ 2000/-
- Qualis – @ 3000/-
- TEMPO TRAX – @ 3000/-
- TAVERA – @ 3000/- (12 seater)
- SCORPIO – @ 3000/-
- TEMPO TRAVELLER – @ 4000/- (13 seater)
- INOVA – @ 3500/-

All packages are luxury facilities & promise to give good service. Package include: Family-wise Delux Room, Transportation by Luxury Car/Bus. Food: Bed Tea, Breakfast, Lunch, Evening Snax and Tea, Dinner (Buffet).

Nobody can give you Himachal better than us

লং টেইলড শ্রাইক

এলাম। এখানকার ক্যান্টিনে চা-বিস্কুট খেয়ে মান সরোবরের কাছে নানান পাখি ও কচ্ছপের দেখা ও ছবি তোলা চলতে লাগল। এবার আমাদের পায়ে-হেঁটেই ফিরতে হবে পার্কের বাইরে। হঠাৎ শুনি স্বপনমোরির দিক থেকে সারসের ডাক ভেসে আসছে। পড়িমড়ি করে দৌড়ে সেখানে পৌঁছে দেখি, একজোড়া সারস ক্রেন নেচে নেচে রুস্টিং কল দিচ্ছে। ক্যামেরা ফোকাস করতে গিয়ে দেখি ব্যাটারি একেবারে শেষ। কী আর করা যায়। চোখ ভরে শুধু দেখলাম।

পরদিন সকাল-সকাল আমরা বেরোলাম পেন্টেড স্নাইপের ছবি তুলতে। তবে পার্কে নয়, ভরতপুর হাসপাতালের কাছে যে বড় নালা আছে, সেখানে নানান ওয়েডার জাতীয় পাখি পাওয়া যায়। অমরচাঁদ তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করল আর আমরা এই সুযোগে গরম চায়ের আস্বাদন নিতে একটা দোকানে ঢুকে পড়লাম। হঠাৎ দেখি অমরচাঁদ আমাদের ইশারায় ডাকছে, পড়িমড়ি করে সেইদিকে দিলাম ছুট। ঘাসের সঙ্গে প্রায় মিশে থাকা পেন্টেড স্নাইপকে দেখেই মনকে শান্ত করতে হল, ছবি তেমন ভালো হল না। তবে উপরিপাওনা হিসেবে পেলাম পার্পল

মৎস্য শিকারে ব্যস্ত পেন্টেড স্টর্ক

মন্দিরের ভেতরে অনেকগুলি স্তম্ভ ছাদটিকে ধরে রেখেছে। প্রতিটি স্তম্ভের গায়ে খোদাই করা অসংখ্য নকশা আর নর্তকীদের মূর্তি। হ্যালেবিদের মন্দিরটি একটি শিবমন্দির। ভেতরে এখনও শিবপুজো হয়। প্রধান মন্দিরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আমরা দেখে নিলাম পাশের দুটি নন্দীর মন্দির। এই দুই মন্দিরে আছে দুই অতিকায় নন্দীর মূর্তি। দুই নন্দীই প্রধান মন্দিরের দিকে মুখ করে বসে আছেন।

হ্যালেবিদের মন্দির ঘুরে দেখতে প্রায় ঘণ্টা-চারেক সময় লাগল। মন্দির থেকে বেরিয়েই আমরা ঢুকে পড়লাম একটি রেস্তোরাঁতে। মন্দিরের সংলগ্ন অনেকগুলি রেস্তোরাঁ আছে। মধ্যাহ্নভোজ সেরে আমরা রওনা হলাম বেলুরের দিকে।

মিনিটদশেকে পৌঁছে গেলাম বেলুর মন্দির চত্বরে। চেহারায় বেলুরের মন্দির হ্যালেবিদের চাইতে বড়। এই মন্দিরে ঢোকার আগেও জুতো খুলে ঢুকতে হয়। এবার আমরা গাড়িতেই জুতো খুলে মন্দিরে প্রবেশ করলাম।

বেলুরের মন্দির ভগবান বিষ্ণুকে উৎসর্গ করা। প্রধান মন্দিরের চারপাশে আরও দুটি মন্দির রয়েছে। বেলুরের মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য অনেকটা হ্যালেবিদের ধাঁচের। বাইরের দেওয়াল ভরে রয়েছে খোদাই করা নানান মূর্তি। প্রধান মন্দিরের ঠিক সামনে রয়েছে গরুড় পাখির এক মূর্তি। এই মূর্তি চেয়ে আছে প্রধান মন্দিরের দিকে। মন্দিরের ভেতরে রয়েছে বিশালাকার অনেক স্তম্ভ। সেইসব স্তম্ভের আপাদমস্তক অসামান্য সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাস্কর্যে ভরা। দেখে দেখে আশ মেটে না।

বেলুরের মন্দির-চত্বর ঘুরে দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। বেলুরের ঐতিহাসিক মন্দিরে বসে সূর্যাস্ত দেখলাম। রাত্রিটা কাটানোর জন্য আমরা বেরিয়ে পড়লাম চিকমাগালুরের দিকে। বেলুর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে চিকমাগালুর। চোখের সামনে এখনও ভাসছে সেইসব অসামান্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, যা সারা জীবনের মতো মনে জায়গা করে নিয়েছে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে ট্রেনে বা বিমানে বেঙ্গালুরু চলে আসুন। বেঙ্গালুরু থেকে হাসান আসার ঘন ঘন বাস সার্ভিস আছে। হাসান থেকে ৩৮ কিলোমিটার দূরে বেলুর, গাড়ি ভাড়া করে চলে আসতে পারেন। কিছু প্যাসেঞ্জার ট্রেনও রয়েছে এপথে। বেলুর থেকে হ্যালেবিদ ১৬ কিলোমিটার। বাস, ছোট গাড়ি বা অটোও পাবেন এপথে। আবার হাসান থেকে গাড়ি ভাড়া করে চলে আসতে পারেন হ্যালেবিদ। দূরত্ব ৩২ কিলোমিটার। বেঙ্গালুরু বিমানবন্দর থেকে ট্যাক্সি ভাড়া করেও চলে আসতে পারেন বেলুর-হ্যালেবিদ। কর্নাটক ট্যুরিজম বেঙ্গালুরু থেকে বেলুর-হ্যালেবিদ-শ্রবণবেলগোলা— একদিনের একটি ট্যুর করিয়ে থাকে। ডিলাক্স বাসে খরচ ৯১০ টাকা, এ সি ডিলাক্স বাসে খরচ ৯৭০ টাকা এবং ভলভো বাসে খরচ ১,০৩০ টাকা।

কোথায় থাকবেন

বেলুরে থাকার জন্য রয়েছে কর্নাটক পর্যটনের হোটেল **ময়ূরা ভেলাপুরী** (☎২২২২০৯), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,০০০ টাকা, এ সি ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৩৫০ টাকা, এ সি স্যুইটের ভাড়া ২,০০০ টাকা, ২০ শয্যার ডর্মিটরির শয্যাপ্রতি ভাড়া ১৫০ টাকা।

প্রাইভেট হোটেল: **বিষ্ণু রিজেন্সি** (☎২২৩০১১), নন-এ সি ঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা, এ সি ঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা। **সুমুখা রেসিডেন্সি** (☎২২২১৮১), নন-এ সি ঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা, এ সি ঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা। **শ্রীবিষ্ণু কৃপা বোর্ডিং অ্যান্ড লজিং** (☎২২২২৬৩), ভাড়া ৩৫০-৬০০ টাকা।

হ্যালেবিদে থাকার জন্য রয়েছে কর্নাটক পর্যটনের **হোটেল সানথালা** (☎২৭৩২২৪), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,০০০ টাকা, নন-এ সি চারশয্যাঘরের ভাড়া ১,৬০০ টাকা। হ্যালেবিদের হোটেলে জায়গা না পেলে হাসানেও থাকতে পারেন।

হাসানের প্রাইভেট হোটেল: **সুবর্ণ রিজেন্সি** (☎২৬৪২৭৯), স্ট্যান্ডার্ড দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯৮৮ টাকা, এ সি ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৭৬০ টাকা, স্যুইটের ভাড়া ২,২০০ টাকা। **শ্রীকৃষ্ণ** (☎২৬৩২৪০), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৩০০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে, ট্যাক্স অতিরিক্ত)। **শ্রীবিষ্ণু রেসিডেন্সি** (☎২৩৪৭৮৫), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৪০০ টাকা, চারশয্যাঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা, ছয়শয্যাঘরের ভাড়া ১,০০০ টাকা।

হোটেল হাসান অশোক (☎২৬৮৭৩১), ভাড়া ৪,০০০-৯,৫০০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে, ট্যাক্স অতিরিক্ত)।

হোয়শালা ভিলেজ রিসর্ট (☎২৫৬৭৯৩), ভাড়া ৮,১০০-৯,১০০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনারের খরচ ধরা আছে, ট্যাক্স অতিরিক্ত)।

শ্রবণবেলগোলায় রয়েছে মন্দির কমিটির **জৈন ধর্মশালা** (☎২৫৭২৫৮), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২১০ টাকা, তিনশয্যাঘরের ভাড়া ২৬০ টাকা, চারশয্যাঘরের ভাড়া ৩১০ টাকা, পাঁচশয্যাঘরের ভাড়া ৩৬০ টাকা, ছয়শয্যাঘরের ভাড়া ৪১০ টাকা। **হোটেল রঘু** (☎২৫৭২৩৮), ভাড়া ৪০০-৯০০ টাকা। **ইনস্পেকশন বাংলো** (☎২৫৭২৫৮), ভাড়া ২১০-৪১০ টাকা। **অক্ষত** (☎২৫৬৫৫৫), ভাড়া ৪০০-৭০০ টাকা।

মনে রাখবেন

হ্যালেবিদ মন্দিরে ঢোকার সময় সরকারি গাইড নিলে ভালো হয়। এতে মন্দিরের ভেতরের ও বাইরের কারুকার্যের তাৎপর্য বেশি ভালো করে বোঝা যাবে।

হাতে সময় থাকলে

হাসান থেকে সরাসরি বাসে দেখে নিতে পারেন ৫১ কিলোমিটার দূরে জৈনধর্মের অন্যতম তীর্থস্থান, শ্রবণবেলগোলা। ৬০০টি সিঁড়ি চড়ে উঠতে হবে পাহাড়ের ওপরের মন্দিরে। সেখানে দেখতে পাবেন গোমতেশ্বরের ১৭ মিটার উঁচু মূর্তি।

বেলুর ও হ্যালেবিদের এস টি ডি কোড: ০৮১৭৭।

হাসানের এস টি ডি কোড: ০৮১৭২।

শ্রবণবেলগোলার এস টি ডি কোড: ০৮১৭৬।

09

টোনলে স্যাপ লেক

শান্তনু মাইতি

কম্বোডিয়ায় আঙ্কোরভাট মন্দির দর্শন সেরে দেখে আসতে পারেন টোনলে স্যাপ লেক। জলেই ভাসছে ঘর-বাড়ি, বাজার-দোকান, মায় ইস্কুল পর্যন্ত। সিয়েম রিপ থেকে টোনলে স্যাপ মাত্র ৩০ কিলোমিটার। সিয়েম রিপে একটি সন্ধ্যা রাখুন অপ্সরা নৃত্যের জন্য।

টোনলে স্যাপ লেক □ উৎপল দাস

অপ্সরা নৃত্য □ লেখক

আঙ্কোরভাট আর আঙ্কোরথম বেড়ানো শেষ করে এবার গন্তব্য টোনলে স্যাপ লেক। পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বড় মিষ্টি জলের লেক। এর একটি বৈশিষ্ট্য হল 'রিভার্স ফ্লো সিস্টেম' বা উল্টোবাগে বওয়া। টোনলে স্যাপ নামের নদী দিয়ে এটি কম্বোডিয়া-ভিয়েতনামের বিখ্যাত নদী মেকংয়ের সঙ্গে যুক্ত। বর্ষাকালে বিশাল মেকংয়ের প্রবল জলোচ্ছ্বাস টোনলে স্যাপ নদী বেয়ে লেকে প্রবাহিত হয়। তখন এর আয়তন দাঁড়ায় ১৫,০০০ বর্গকিলোমিটার। আবার শীতকালে লেকের জল উল্টো পথে ফিরে যায় মেকংয়ে। তখন এটি আয়তনে ছোট হয়, মাত্র ২,৭০০ বর্গকিলোমিটার। সিয়েম রিপ শহর থেকে লেকের দূরত্ব প্রায় তিরিশ কিলোমিটার।

এযাত্রায় আমার গাড়ির চালক কাম গাইড, প্রায় আমারই বয়সি— নাম পন। গত দুদিনে সে আমার বন্ধুই হয়ে গিয়েছে। তার গাড়িটি অবশ্য ঠিক গাড়ি নয়। দু-চাকার ওপর বসানো তিনদিক ঘেরা বড় গদি আঁটা চেয়ারের মতো। মোটরসাইকেলের পিছনে হুক দিয়ে লাগানো। থাইল্যান্ডে যেমন টুকটুক, কম্বোডিয়ায় এটিই প্রচলিত ট্যুরিস্ট বাহন।

আগের দিন সন্ধ্যায় সিয়েম রিপের ব্যাকপ্যাকার হোস্টেলের লবিতে বসে পনের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে অনেক তথ্য জানা গেল। বিশাল টোনলে স্যাপ লেক বর্তমানে কম্বোডিয়ার এক অন্যতম পর্যটক-গন্তব্য। এখানকার দর্শনীয় স্থান অনেক। ভিয়েতনামি ফ্লোটিং ভিলেজ— জলের ওপর সম্পূর্ণ ভাসমান একটা গ্রাম। এখানে থাকার বাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল, এমনকি পেট্রোল পাম্পও ভাসমান বোটের ওপরে। কম্বোডিয়ানদের লগহাউস ভিলেজ— লেকের পাড় ধরে বাঁশ ও কাঠের খুঁটির ওপর বানানো বাড়ির গ্রাম। আর, দেখার জন্য আছে ফ্লোটিং ফরেস্ট, বার্ড স্যাংচুয়ারি, ক্রোকোডাইল ফার্ম ইত্যাদি। পনকে জিজ্ঞেস করলাম ফ্লোটিং ভিলেজগুলো সব ভিয়েতনামিদের কেন আর কেনই বা কম্বোডিয়ানদের লগহাউস ভিলেজ। পনের কাছ থেকে যে ব্যাখ্যা পাওয়া গেল তা বেশ চিত্তাকর্ষক। প্রাচীনকাল থেকেই কম্বোডিয়াবাসীদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। পাশের দেশ ভিয়েতনামের বিশাল মেকং ডেল্টায় বসবাসকারী অনেক মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল মাছধরা। কয়েকশো বছর আগে, কোনও এক সময় মেকং ডেল্টায় মাছের আকাল দেখা দেয়। তখন এই মৎস্যজীবীরা মেকং নদী ধরে টোনলে স্যাপে পৌঁছয়। ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে লেকে ভিয়েতনামিদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আজ প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের বাস এখানে। তার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ভিয়েতনামি। কম্বোডিয়া অন্য একটি দেশ। তাই ভিয়েনামিরা জমি দখল না করে লেকের জলের ওপর ভাসমান বোটেই বাস করতে থাকল। অন্যদিকে, কৃষিজীবী কম্বোডিয়ানরাও দেখাদেখি মাছধরা শুরু করল। কিন্তু বোটহাউস বানাবার কায়দা তাদের জানা ছিল না। তারা লেকের পাড়ে জলের ওপর লগহাউস বানায়। বর্ষায় বিস্তীর্ণ এলাকা জলে ডুবে যায়। পলি জমে তা অতি উর্বর হয়ে ওঠে। শীতকালে জল সরে গেলে সেই জমিতে কম্বোডিয়ানরা কৃষিকাজও করে। কিন্তু

হাঁটতে হাঁটতে একটা ভাসমান দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। সেখানে ভালোই কেনাবেচা চলছে। ছোট ডিঙিনৌকায় খদ্দেররা এসেছে। দোকানদার ওপর থেকে মালপত্র প্যাক করে নীচে ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছে। খদ্দেররা লুফে নিচ্ছে। ছোট থলে লাগানো একটা লম্বা লাঠি বাড়িয়ে দোকানদার পয়সা নিয়ে নিচ্ছে।

ভিয়েতনামিদের জীবিকা শুধু মাছধরা। পনকে জিজ্ঞেস করলাম, তা এই ভিয়েতনামিদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কেমন। কী আর করা যাবে, একসঙ্গে গণ্ডগোল না করে থাকতে হবে, এইরকম একটা উত্তর পেলাম।

সিয়েম রিপ থেকে পনের অদ্ভুতযানে চেপে ঘণ্টাখানেক পরে লেকের পাড়ে এসে পৌঁছলাম। বিকেল তিনটের ঠাঠা রোদ। বিশাল জেটিতে অসংখ্য নানা সাইজের নৌকা। বেশিরভাগই ইঞ্জিনচালিত বোট। প্লাস্টিকের সারি সারি চেয়ার পাতা। ওপরে ছাউনি দেওয়া। এখান থেকে বোট যাচ্ছে লেকের বিভিন্ন দিকে, ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে। ইচ্ছে ছিল খোঁজখবর করে ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে কোনও এক গ্রামে গিয়ে ঘুরে আসব কম খরচে। কিন্তু সে উপায় নেই। এখানে ট্যুরিস্টদের জন্য অন্য নিয়ম। তাদের জন্য আলাদা বোট। স্থানীয় মানুষদের বোটে তারা উঠতে পারবে না। সবচেয়ে কাছের এক ফ্লোটিং ভিলেজে ঘুরিয়ে আনার বোট আছে। যাওয়া-আসা-ঘোরা দেড়ঘণ্টার। পঁচিশ ডলার। খরচটা একটু বেশিই মনে হল। কিছু করার নেই।

অগত্যা একটা বোটে ওঠা গেল। সেটায় মাঝি বা পাইলট ছাড়া কোনও স্থানীয় মানুষজন নেই। সব সাহেব-মেম। বিকট শব্দ তুলে ইঞ্জিনবোট যাত্রা শুরু করল। চলল অতি দ্রুত বেগে। একটু পরেই লেকের বিশাল জলরাশি। সামনে, ডাইনে ধু ধু করছে, দিকচিহ্ন নেই। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ। এখানে এখনও বর্ষাকাল। আধঘণ্টার যাত্রাশেষে বোট পৌঁছল ভিয়েতনামি ফ্লোটিং ভিলেজে। লেকের পাড়ে, বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সার দিয়ে বোটহাউস। পাড়ের ছোট জেটিতে নামিয়ে দিয়ে মাঝি কাম গাইড বলল আধঘণ্টা সময় ঘোরার জন্য।

ছোট ছোট নৌকা নিয়ে লোকজন জেটির পাশে ভিড় করেছে। আধঘণ্টায় হাতটানা নৌকায় ঘুরিয়ে দেখাবে, কেউ দশ ডলার, কেউ পনেরো ডলার চাইছে। এখানে দেখছি ডলার ছাড়া কোনও কথা নেই। আমার আর ডলার খরচ করার ইচ্ছে হল না। পাড়ে নেমে হেঁটে হেঁটে দেখতে থাকি। বেশ বড় সাইজের ভাসমান বোটগুলো পাড়ে ঠেকানো। ছোট সিঁড়ির মতো করা আছে। কোথাওবা কাঠের তক্তা পাতা। বোটের ওপর এককামরা, দু'কামরার বাড়ি। এখানেও ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য সহজেই করা যায়। ধনীদের বড় রং-করা বোটহাউস। ছাদে রঙিন টিনের চাল। বোটহাউসের সামনে বারান্দায় সোফা পাতা, ঘরে রঙিন টিভি। একটু আরামদায়ক জীবন। আর গরিবের বোটহাউসগুলো ছোট, বিবর্ণ, ছাদে তালপাতার ছাউনি। হাঁটতে হাঁটতে একটা ভাসমান দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। সেখানে ভালোই কেনাবেচা চলছে। ছোট ডিঙিনৌকায় খদ্দেররা এসেছে। দোকানদার ওপর থেকে মালপত্র প্যাক করে নীচে ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছে। খদ্দেররা লুফে নিচ্ছে। ছোট থলে লাগানো একটা লম্বা লাঠি বাড়িয়ে দোকানদার পয়সা নিয়ে নিচ্ছে। বেশ অবাক করা দৃশ্য। আমি পাড়ে দাঁড়িয়ে ছবি তুলব বলে ক্যামেরা বের করছি। কোথা থেকে দুটো ছেলে সামনে চলে এল। ভাঙা ইংরিজিতে বলল, তেক ফতো, তেক ফতো। ওয়ান দলার ওনলি। বলে কী! ছবি তুললেও এখানে টাকা নেবে! ভাসমান গ্রামের সর্বত্র দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট। হাতে সময় কম। আমাদের ইঞ্জিনবোটে ফেরার রাস্তা ধরি। পথে এক মহিলা ফেরিওয়ালার দেখা পেলাম। কাঁধে বাঁক নিয়ে ফেরি করছে, বাঁকের ঝুড়িতে

দেখি খাবার-দাবার সাজানো। বিভিন্ন রকমের ভাজাভুজি আর চাটনি। সরু লম্বা লম্বা একটা ভাজা দেখলাম। ছোট সাপ বলে মনে হল। বোটে পৌঁছে দেখি সাহেবরা কেউ কেউ এসে গিয়েছে। কয়েকজন ডিঙিতে ভাসতে ভাসতে ফিরছে। এইরকম ডিঙিনৌকা প্রত্যেকটি বোটহাউসে বাঁধা আছে। কারও একটি, কারও একাধিক। এগুলো করেই এরা মাছ ধরতে যায় প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা। বাজারে যাওয়া, বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ারও কাজে লাগে। দোতলা একটা বড় স্কুল দেখলাম। প্রতি তলায় তিনটে করে মোট ছটা ক্লাস রুম। শুনলাম, এক অস্ট্রেলিয়ান দম্পতি এই স্কুল চালান। ভাসমান গ্রাম-ভ্রমণ শেষে যখন ফিরলাম তখন বাজে পাঁচটা। এখনও সূর্যের প্রখর তেজ। সন্ধ্যা হয় সাড়ে সাতটায়। জেটিতেই দাঁড়িয়ে পন, হাসিমুখে। তার সঙ্গে জেটির বাইরে বের হলাম।

বাইরে দেখি অনেকজন মানুষ গানবাজনা করছে। তাদের কারও পা নেই, কারও হাত নেই। কী ব্যাপার পন? পন বলল এরা সব খমের রুজ আর পলপট রাজত্বের দুর্ভাগ্যের শিকার। মাইন বিস্ফোরণে এদের হাত, পা উড়ে গিয়েছে। কম্বোডিয়ায় এরকম অসংখ্য মানুষের দেখা মিলবে। আগেরদিন সন্ধ্যায় পনের কাছে খমের রুজ আর পলপটের অনেক কাহিনি শুনেছি। ভয়ঙ্কর সেই দিনগুলো পিছনে ফেলে কম্বোডিয়ার মানুষ এখন শান্তিতে। কমিউনিস্ট পার্টি গিয়ে এখন ক্ষমতা কম্বোডিয়া পিপলস পার্টির হাতে। পয়পেট বর্ডার থেকে শুরু করে সর্বত্র রাস্তায় এদিক-ওদিক তাদের পার্টি অফিস দেখেছি। পন বলেছিল তাদের দেশের সাধারণ মানুষের সত্যিকারের সুখ-শান্তি এখনও আসেনি। ক্ষমতা ভোগ করা আগের লোকেরাই এখন দল পাল্টে ফেলেছে। ধনী আর দরিদ্রের পার্থক্য আরও বাড়ছে। পাশের দেশ থাইল্যান্ড আর ভিয়েতনাম যেভাবে উন্নতি করেছে, তাদের সেরকম উন্নতি হয়নি।

লেকের জেটির দুদিকে ছোট ছোট রেস্তোরাঁ। পনকে বললাম চলো কফি খাই। একটায় গিয়ে বসলাম। দেখি কফি শপ নয়, বিয়ার পাব। পন বলল এখনও সন্ধ্যা হতে দুঘণ্টা বাকি। একটা বোট ভাড়া করে ফ্লোটিং ফরেস্ট বা ক্রোকোডাইল ফার্মে ঘুরে আসা যাবে। আমি বললাম আর ঘোরার ইচ্ছে নেই। তার চেয়ে বরং এখানে বসে তোমার কাছে গল্প শুনে নিই। কুমিরছানা ধরা আর কুমির বড় করে বিক্রি করা এ-অঞ্চলের অনেক মানুষের জীবিকা। লেকের কয়েকটা অঞ্চলে সায়ামিজ ক্রোকোডাইল প্রজাতির বাস। কুমিরের বাচ্চা ধরে ফার্মে বিক্রি হয়। ৬ ডলার দাম। ফার্মে বড় হয়ে পাঁচ বছরে তার দাম দাঁড়ায় ১,০০০-১,৫০০ ডলার। থাইল্যান্ডের ব্যবসায়ীরা কেনে। সেখানে কুমিরের চামড়া দিয়ে তৈরি হয় মহার্ঘ ব্যাগ, বেল্ট, জুতো ইত্যাদি। সারা পৃথিবীর বড়লোকদের কাছে তা বিক্রি হয় অতি উচ্চ মূল্যে। আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। পনের এক বন্ধু গাড়িচালক, যোগ দিয়েছে। এরা বিয়ার খায় ক্যানের পর ক্যান, সঙ্গে কুচি কুচি পর্ক ভাজা। দু'প্লেট সাপভাজা এল। পন বলল, এই লেকে ধরা ফ্রেশ ওয়াটার স্নেক, খুব সুস্বাদু। সে স্বাদ গ্রহণ করার ইচ্ছে আর হল না। দুর্দান্ত আড্ডা শেষে লেকের জলে সূর্য ডুবল। সিয়েম রিপ ফিরে গোছগাছের তাড়া আছে। আজ রাত্রের আকর্ষণ অপ্সরা নৃত্য। এক রেস্তোরাঁয়। সেখানে নৈশভোজ আর বিখ্যাত অপ্সরা ড্যান্স শো।

প্রয়োজনীয় তথ্য

যেসব পর্যটক আঙ্কোরভাট বেড়াতে যাবেন, তাঁরা সিয়েম রিপ থেকে একঘণ্টার দূরত্বে টোনলে স্যাপ লেক বেড়িয়ে আসতে পারেন। টোনলে স্যাপের বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্যাকেজ ট্যুর হোটেল থেকেই বুক করা যায়। খুব সকালের এক এক্সপ্রেস বোটে চেপে নমপেন চলে যাওয়া যায়। বর্ষায় না গিয়ে শীতে ভ্রমণই আদর্শ।

Transforming Tourism
EXOTICA
KASHMIR-10D/9N
Jammu, Srinagar, Pahelgaon, Patnitop, Katra, Gulmarg, Sonmarg
SIMLA-MANALI - 8D / 7N
Simla - 2N, Manali - 4N, KULU - 1 N
DOOARS - 5D / 4N
Gorumara, Jaldapara, Lataguri, Chalsa
GOLDEN TRIANGLE- 8D/7N
Delhi: Delhi 3N, Rajasthan: Jaipur 2N, Fatehpur Sikri, Uttar Pradesh: Agra 2N, Sikandara, Vrindavan, Mathura.
Assam & Meghalaya-6D/5N
Shillong 3N - Guwahati 2N
KUMAON-GARHWAL
Haridwar, Dehradun, Mussoorie, Nainital, Almora, Kausani, Ranikhet, Kedar Badri, Pattalbhubaneswar, Gangotri
Our services include Hotel Booking, Air, Bus, Cruise Ticket Booking. Customized Weekend Tour
EXOTICA XPLORER PVT. LTD.
116/1A, Bidhan Sarani, Kol-4 (Shyambazar Bata)
www.exoticaexplorer.com
All Debit & Credit Card Accepted
Ph.: 25300177/9239433481
Email : exoticaxplorer@gmail.com

HAMMOCKS HUTS HOLIDAYS
Nature • Life • Comfort
Featured Destinations
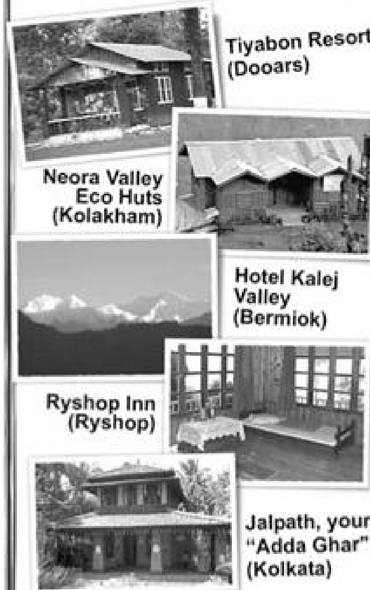

Plan your holidays & activities with
Hammocks Huts Holidays
• Dooars • Darjeeling
• Sikkim • Silk Route
• Bhutan • Arunachal
• Assam • Meghalaya
• Kashmir • Himachal
• Ladakh • Sunderban
• Kerala • Uttarakhand
Kolkata Desk:
1/17, Dover Place, Kolkata 700019
Phone: +91 9830423246, +91 9432647740,
Telefax : +91 33 24617008
Dooars Desk:
Chalsa More, P.O. Chalsa, Dist Jalpaiguri, 735206,
Phone: +91 8017468435
Email us
hammockshuts@gmail.com
www.hammockshutsholidays.com

p://www.ebhraman.org/01032013/printPage.aspx?beginpage=41&endpage=84 5/64

ভরতপুরে পেন্টেড স্টর্ক

বারবার ভরতপুর

লেখা ও ছবি: সমীরণ ঝা

মান সরোবরে নর্দান পিনটেলের মেলা

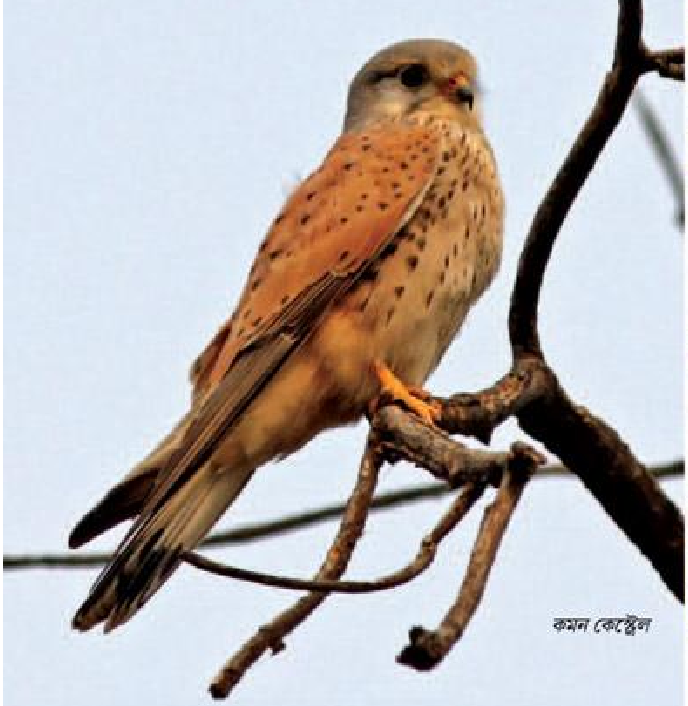

কমন কেস্ট্রেল

কলারড স্কপস আউল

গত দু'তিনবছরে ভরতপুরের খাল-বিল-সরোবরে পর্যাপ্ত জল থাকায় পাখিরাও সেখানে ফিরেছে মহাসমারোহে। সারাবছরই ভরতপুরে পাখিদের ভিড় লেগে থাকে, তবে মার্চ পর্যন্তই থাকে অতিথি-পরিযায়ীরা।

ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ঈগল

ব্যাটারিচালিত ইলেক্ট্রা বাসটি কেওলাদেও মন্দিরের কাছে পৌঁছতেই গাইড আমাদের সকলের উদ্দেশে বললেন, 'আপনাদের হাতে ৪৫ মিনিট সময় আছে, নিজেদের মতো ঘুরে আবার গাড়িতে ফিরে আসবেন।'

এখন ঠিক যে জায়গাটিতে নতুন ওয়াচ টাওয়ার হয়েছে, আজ থেকে ঠিক ২৫ বছর আগে সেখানে দাঁড়িয়ে সামনের বিশাল মান সরোবর ঝিলে পাখি দেখতে লাগলাম। মান সরোবরে হাজারে হাজারে পরিযায়ী হাঁসের দল। কেউ কেউ জলে ভাসছে, কিছু পিনটেল তাদের স্বভাবমতো মাথা জলের মধ্যে ডুবিয়ে খাবার খোঁজার চেষ্টা করছে। দেখা যাচ্ছে শুধু তাদের সূচিপুচ্ছ পশ্চাদভাগ। তাদের থেকে আলাদা হয়ে কয়েকটি সাদা বড় পাখি জটলা পাকিয়ে আছে। প্রচুর বিদেশি পর্যটক সেই পাখিগুলোকেই বাইনোকুলার দিয়ে দেখছে আর নিজেদের মধ্যে ফিসফাস আলোচনা করছে। আমার বাবা, আমাদের দেখার জন্য এক বিদেশি পর্যটকের কাছ থেকে তার বাইনোটি একটু চেয়ে নিলে আমরাও দেখার সুযোগ পেলাম। কতকগুলি সাদা রঙের সারসপাখি জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে মুথাঘাসের টিউবারগুলো তুলে খাচ্ছে, আর জলের ফোঁটাগুলি তাদের চঞ্চু, গলা দিয়ে গড়িয়ে টপটপ করে নীচে পড়ছে। হঠাৎ দেখি কেউ কাঁধে হাত দিয়ে বলছেন, বেটা, ওইগুলোই হচ্ছে ভরতপুরের বিখ্যাত মেহমান—সাইবেরিয়ান ক্রেন। ফিরে দেখি আমাদের গাইড। ১৯৮৮ সালের ৯ জানুয়ারি, ওই দিনটার কথা ভাবলে আজও আমার গায়ে কাঁটা দেয়। সেটাই ছিল আমার প্রথম ও শেষ সাইব দর্শন।

এর প্রায় একদশক পরে, ১৯৯৭ সালেও বড়দিনের ছুটিতে একটা পুরো দিন ভরতপুরে কাটানোর সুযোগ হয়েছিল। প্রবেশপথের টিকিট পরীক্ষক জানিয়েছিলেন দিনপনেরো আগে হাজির হওয়া সাইব জোড়ার কথা, কিন্তু শত চেষ্টা করেও আমরা তাদের খুঁজে পাইনি। সেবার উত্তর ভারতের কুখ্যাত কুয়াশার জন্য পাখি দেখা বিশেষ জমেনি। বেলা একটাতেও দশ হাত দূরের বস্তু অদৃশ্য। কিন্তু পরিবর্তনটা সেবারেই চোখে পড়েছিল। মান সরোবর প্রায় ফাঁকা। পাখির সংখ্যা ভয়ঙ্করভাবে কমে গিয়েছে। র‍্যাপটর বা শিকারি পাখিও খুব একটা নজরে পড়ল না।

২০১০ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। গোটা উত্তর ভারত জুড়ে তুমুল বৃষ্টি। ফলস্বরূপ, যমুনা নদীতে বন্যা, জল ঢুকে পড়েছে দিল্লি শহরে। ফোন করে জানলাম, ভরতপুরে এবার ভালো জল এবং তাঁরা প্রচুর পাখির আশা করছেন। বন্ধু শুভাশিস আর আমি তৎক্ষণাৎ স্থির করলাম ভরতপুর যাব।

প্রথম খারাপ খবরটা এল আমরা যাওয়ার দিনপনেরো আগে। বি-সেভেন নামে একটি তরুণ বাঘ রণথম্ভোর ছেড়ে ভরতপুরে হাজির। শুধু হাজির নয়, আসার পথে এক রেঞ্জার সহ ছয় গ্রামবাসীকে গুরুতর আহত করে এসেছে। ফলে, পার্কে পর্যটকদের ঘোরার ওপরে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয় খারাপ খবর পেলাম রওনা হওয়ার দিন। সংরক্ষণের জন্য গুজ্জরদের আন্দোলনে গোটা রাজস্থান বিপর্যস্ত। সব ট্রেন ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা বাতিল করা হচ্ছে। ভরতপুরের হোটেল মালিক অভয় দিলেন, আগ্রা হয়ে আসুন, কোনও সমস্যা হবে না। পৌঁছনোর আগের দিন মুঠোফোনে যোগাযোগ করলাম আমাদের আগেই পৌঁছে যাওয়া, অগ্রজপ্রতিম বার্ডার দেবাশিসদাকে। তিনি যা বললেন, শুনে আমরা মুষড়ে পড়লাম। ঘন কুয়াশায় গোটা পার্ক ঢাকা, শেষবেলায় সামান্য রোদ উঠেছে, ফলে পাখির ছবি তোলা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

> ধীরে ধীরে আমরা স্বপনমোরির দিকে যত এগোতে লাগলাম, রাস্তার দুধারের জলাগুলো তত দৃশ্যমান হতে শুরু করল। পথে পড়ল রেড-থ্রোটেড ফ্লাইক্যাচার, প্রচুর অ্যাশি ও প্লেন প্রিনিয়া। স্বপনমোরির একটু আগে, রাস্তার বাঁ হাতে এক জলায় পাখিদের মেলা বসেছে। নানারকম হেরন, আইবিস ও স্পুনবিল-এ ভর্তি এই জলায় পাখিরা যেন খাবার খোঁজায় মত্ত, কারও ভ্রূক্ষেপ নেই আমাদের দিকে।

সকাল সকাল সারস চৌরাহিতে নেমে হোটেলে পৌঁছতেই হোটেল মালিক কর্নেল সিং আন্তরিকভাবে আমাদের আপ্যায়ন করলেন। আমি প্রশ্নটা সরাসরি ওঁকেই করে ফেললাম, 'আপনি প্রবীণ মানুষ, বলুন তো, আজকে আবহাওয়া কেমন থাকবে?' উনি একটু সময় নিয়ে, চারপাশ দেখে নিয়ে বললেন, 'আজ ধূপ নিকলেগি।' আমরাও 'জয় মা' বলে, দেবাশিসদাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ততক্ষণে হাজির আমাদের গাইড অমরচাঁদ। আমরা যখন পার্কের গেটে টিকিট কাটছি, তখন অল্প অল্প করে রোদ উঠতে শুরু করেছে।

কেওলাদেও ঘানা ন্যাশনাল পার্ক, যা ভরতপুর নামেই বেশি পরিচিত, এর অবস্থান ভরতপুর শহরের একপাশে। প্রায় ২৯ বর্গকিলোমিটারের এই অভয়ারণ্য মূলত জলাভূমি, বাবলাজাতীয় কাঁটাগাছ, গুল্ম এবং কিছু ঘাসবনের সংমিশ্রণে গঠিত। প্রায় ২৫০ বছর আগে, অজন বাঁধ তৈরির ফলে ভরতপুরের কিছু নিচু জায়গা জলে ডুবে যায়। ভরতপুরের মহারাজা লক্ষ করলেন, প্রতিবছর শীতকালে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি ওই জলাগুলোতে ভিড় জমায়। ফলে খুব শিগগিরই তা ভরতপুরের মহারাজাদের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের প্রবাদপ্রতিম অর্নিথোলজিস্ট, পাখিবুড়ো সালিম আলি প্রথমে ভরতপুরের মহারাজাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শিকার বন্ধ করেন এবং পরে সেটিকে জাতীয় উদ্যানে পরিণত করতে প্রধান ভূমিকা নেন। এখানে চারশোর বেশি প্রজাতির পরিযায়ী ও স্থানীয় পাখি ছাড়াও সম্বর, চিতল হরিণ বা শেয়াল, হায়নার মতো স্তন্যপায়ীরা বসবাস করে। তবে ভরতপুর আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছিল সাইবেরিয়ান ক্রেন-এর শেষ শীতকালীন আবাসস্থল হিসেবে।

একজোড়া কলারড স্কপস আউল আমাদের পার্কে স্বাগত জানাল। টিকিট কাউন্টারের ঠিক উল্টোদিকের গাছটিতে চুপচাপ চোখ বন্ধ করে বসে আছে। নীচের হই-হট্টগোল সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। সামান্য যাওয়ার পরই দেখলাম জাতীয় পাখি, একটি পুরুষ ময়ূর তার হারেম নিয়ে দ্রুত রাস্তা পার হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্ল্যাক-উইংড কাইট, গ্রিন পিজিয়ন সহ নানান দেশীয় পাখি দেখা ও ছবি তোলা হয়ে গেল। গাইড অমরচাঁদ দেখলাম, বাঘের জুজু দেখিয়ে আমাদের রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে যেতে বারবার বাধা দিচ্ছে। আমি তাকে চাপ দিলাম, 'বল তো হে, এই বাঘের গল্প সত্যি, নাকি সাজানো?' সে বলল, 'না সাব, বাঘের কিল ও পাগমার্ক আমি নিজে দেখেছি।' এরপর আর তর্ক চলে না। দ্বিতীয় গেটের কিছুটা আগে, রাস্তার খুব কাছ থেকে ভেসে এল গ্রে ফ্র্যাঙ্কোলিন-এর ডাক। শব্দের উৎস লক্ষ্য করে সামান্য এগোতেই দেখি, চারটে ফ্র্যাঙ্কোলিন একটা ছোট বাবলাগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের সামান্য এগোতে দেখেই ঝোপের ভেতর গায়েব হয়ে গেল। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে একজোড়ার ছবি তোলা গেল।

প্রায় ১ কিমি রাস্তা পেরনোর পর এক বিশেষ জায়গায় অমরচাঁদ একটা ইন্ডিয়ান নাইটজারের জন্য তন্নতন্ন করে খোঁজা শুরু করল। কিন্তু আমাদের কপাল খারাপ। আগেরদিন যে জায়গায় পাখিটি ছিল, সেখানে এক অত্যুৎসাহী পর্যটক মোবাইল ফোনে ছবি তোলার চেষ্টা করায় পাখিটি এলাকাছাড়া হয়েছে।

বেলা এগারোটা নাগাদ সূর্য একেবারে মাথার ওপরে। সঙ্গে ছবি তোলার মতো পর্যাপ্ত আলো। ধীরে ধীরে আমরা স্বপনমোরির দিকে যত এগোতে লাগলাম, রাস্তার দুধারের জলাগুলো তত দৃশ্যমান হতে শুরু করল। পথে পড়ল রেড-থ্রোটেড ফ্লাইক্যাচার, প্রচুর অ্যাশি ও প্লেন প্রিনিয়া। স্বপনমোরির একটু আগে, রাস্তার বাঁ হাতে এক জলায় পাখিদের মেলা বসেছে। নানারকম হেরন, আইবিস ও স্পুনবিল-এ ভর্তি এই জলায় পাখিরা যেন খাবার খোঁজায় মত্ত, কারও ভ্রূক্ষেপ নেই আমাদের দিকে। কয়েকটা তো আমাদের খুব কাছাকাছি চলে এল। আসলে, কয়েকদিন আবহাওয়া খারাপ থাকায় তাদের নিশ্চয় খাবার সংগ্রহ তেমন একটা হয়নি। তাই আজ সুযোগ পেতেই উদরপূর্তি করে নিচ্ছে। জলার পিছনের জমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে অগুনতি আধা-বন্য (ফেরাল) গরু, দুয়েকটা নীলগাই আর প্রায় আধ ডজন শেয়াল। শেয়ালরাও ছুটোপুটি খেলায় ব্যস্ত। শেয়াল দেখেই, দিল্লি থেকে আগত পর্যটকদলের ছোট সদস্যরা অদ্ভুত উচ্চারণে 'মাম্মি জ্যাকল, জ্যাকল' বলে এমন চিৎকার শুরু করল যে শেয়ালরাও লজ্জা পেয়ে পালাল। পাশেই দাঁড়ানো এক ব্রিটিশ বার্ডার প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে দুয়েকটা গাল পেড়ে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লজ্জা পেয়ে বললেন, 'আপনারা এইসব অসভ্যতা সহ্য করেন কী করে!' তাঁর বহু ব্যবহারে জীর্ণ সোয়ারোভস্কির স্পটিংস্কোপ ও বাইনোকুলার বুঝিয়ে দিচ্ছে উনি একজন অভিজ্ঞ বার্ডার। এ সমস্যা ভরতপুরে নতুন নয়। আমার প্রথমবার ভরতপুর ভ্রমণের সময়েই দেখেছিলাম, আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের মাইক বাজিয়ে উদ্দাম নৃত্য।

মান সরোবরে প্রচুর হাঁস এসেছে। তাঁদের উড়ন্ত ঝাঁকের ছবি নেওয়ার পর কিছুটা এগোতেই দেখি এক বড়সড় শেয়াল পরিবার রাস্তার ওপর বসে আছে। আমাদের দেখে ওরা রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ালে আমরাও দ্রুত সাইকেল চালিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে গেলাম। আরও কিছুটা যাওয়ার পর দেখি এক বড়সড় বড়িহাঁস বা বারহেডেড গুজ-এর ঝাঁক।

স্বপনমোরি পৌঁছে দেখি, জলাটিতে পেন্টেড স্টর্ক বা সোনাজঙ্ঘারা ছোট, বড়, মাঝারি ছানাপোনাদের নিয়ে মৎস্যশিকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চোখের সামনে এত কাছ থেকে তাদের মৎস্যশিকার যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। তারা সমানে মাগুর, শিঙি, শোল, বোয়াল ধরে পেটে চালান করছে দেখে বেশ কিছু বাঙালি পর্যটকের হা-হুতাশ ছিল দেখবার মতো। ওই এলাকাতেই সার্পেন্ট ঈগলের কয়েকটা ছবি তুলে 'লালা পেয়ারে কা কুণ্ড'র দিকে এগোতে গিয়ে দেখি বাঘের ভয়ে রাস্তা বন্ধ। বাধ্য হয়েই ফিরে এলাম। নানারকমের ফ্লাইক্যাচার ও ওয়ার্বলার-এর ছবি তুলে কেওলাদেও মন্দিরের কাছে

HIMACHAL PRADESH HELPLINE TOURISM

APPROVED BY : GOVT. OF HIMACHAL PRADESH TOURISM LTC / LFC APPROVED

10, The Mall, Shimla H.P., Phone No.-0177-2802676 Mobile: 09816026770 / 09816666660 / 09816967213
Kolkata Office: 6, C.R. Avenue, E-Mall, 1st Floor, Room No.-104, Kolkata-700 072.
Phone: 033-3246 9887/ 64597052 Mobile: 9748756954 / 9903416136

Special Package 2013

লে-লাদাখ চণ্ডিগড় থেকে জম্মু (১২ রাত্রি/১৩ দিন)- ২২,০০০৲
মানালি- ১ রাত্রি, সর্চু- ১ রাত্রি, লে- ৫ রাত্রি, সুমরারী- ১ রাত্রি, নুব্রভ্যালি- ১ রাত্রি, কারগিল- ১ রাত্রি, শ্রীনগর- ২ রাত্রি।

কিন্নর-লাহুল-স্পিতি (১২ রাত্রি/১৩ দিন)- ১৪,০০০৲
সিমলা- ১ রাত্রি, সারাহান- ১ রাত্রি, সাংলা (চিটকুল)- ২ রাত্রি, কল্পা- ২ রাত্রি, তাবো- ১ রাত্রি, কাজা- ২ রাত্রি, কেলং- ২ রাত্রি, মানালি- ১ রাত্রি।

কিন্নর-মানালি (১০ রাত্রি/১১ দিন)- ১২,০০০৲
সিমলা- ১ রাত্রি, সারাহান- ১ রাত্রি, সাংলা (চিটকুল)- ২ রাত্রি, কল্পা- ২ রাত্রি, রামপুর- ১ রাত্রি, মানালি- ৩ রাত্রি।

Regular Package 2013

✦ সিমলা-কুলু-মানালি (৬ রাত্রি/৭ দিন)- ৯,০০০৲
✦ সিমলা-মানালি-ডালহৌসি-ধরমশালা-অমৃতসর (১১ রাত্রি/১২ দিন)- ১৩,০০০৲
✦ সিমলা-সাংলা (চিটকুল)-কল্পা (৭ রাত্রি/৮ দিন)- ৯,০০০৲
✦ কাশ্মীর-বৈষ্ণোদেবী (লাক্সারি) (৮ রাত্রি/৯ দিন)- (১ রাত্রি হাউসবোট) ১৪,৫০০৲

2013 পূজা বুকিং শুরু— পূজা বুকিং-এর জন্য EMI (মাসিক কিস্তি) সুবিধা

Our Hotels
- Shimla-HOTEL DIPLOMAT Mall Road (Heart of City)
- Sarahan-HOTEL SNOW VIEW
- Sangla-HOTEL DEB BHOOMI
- Kalpa-HOTEL MOUNT VIEW
- Manali-HOTEL SUMMER KING / APPLE PARADISE / OCEAN
- Kulu-HOTEL ROYAL APPLE
- Mandi-HOTEL MONAL
- Karshog-HOTEL GOPAL APPLE VALLY
- Kangra-CHINTPURNI VILLAGE RESORT
- Dharamshala-HOTEL TRUIND
- Dalhousie-HOTEL AMAR PALACE
- Amritsar-HOTEL GOPALJI RESORT
- Katra-HOTEL JOLLY PLAZA
- Srinagar-HOTEL REMANO
- Pahelgaon-HOTEL PINE PALACE

Our Transportation
- TATA SUMO – @ 2500/-
- INDICA / ALTO – @ 2000/-
- Qualis – @ 3000/-
- TEMPO TRAX – @ 3000/-
- TAVERA – @ 3000/- (12 seater)
- SCORPIO – @ 3000/-
- TEMPO TRAVELLER – @ 4000/- (13 seater)
- INOVA – @ 3500/-

All packages are luxury facilities & promise to give good service. Package include: Family-wise Delux Room, Transportation by Luxury Car/Bus. Food: Bed Tea, Breakfast, Lunch, Evening Snax and Tea, Dinner (Buffet).

Nobody can give you Himachal better than us

লং টেইলড শ্রাইক

এলাম। এখানকার ক্যান্টিনে চা-বিস্কুট খেয়ে মান সরোবরের কাছে নানান পাখি ও কচ্ছপের দেখা ও ছবি তোলা চলতে লাগল। এবার আমাদের পায়ে-হেঁটেই ফিরতে হবে পার্কের বাইরে। হঠাৎ শুনি স্বপনমোরির দিক থেকে সারসের ডাক ভেসে আসছে। পড়িমড়ি করে দৌড়ে সেখানে পৌঁছে দেখি, একজোড়া সারস ক্রেন নেচে নেচে রুস্টিং কল দিচ্ছে। ক্যামেরা ফোকাস করতে গিয়ে দেখি ব্যাটারি একেবারে শেষ। কী আর করা যায়। চোখ ভরে শুধু দেখলাম।

পরদিন সকাল-সকাল আমরা বেরোলাম পেন্টেড স্নাইপের ছবি তুলতে। তবে পার্কে নয়, ভরতপুর হাসপাতালের কাছে যে বড় নালা আছে, সেখানে নানান ওয়েডার জাতীয় পাখি পাওয়া যায়। অমরচাঁদ তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করল আর আমরা এই সুযোগে গরম চায়ের আস্বাদন নিতে একটা দোকানে ঢুকে পড়লাম। হঠাৎ দেখি অমরচাঁদ আমাদের ইশারায় ডাকছে, পড়িমড়ি করে সেইদিকে দিলাম ছুট। ঘাসের সঙ্গে প্রায় মিশে থাকা পেন্টেড স্নাইপকে দেখেই মনকে শান্ত করতে হল, ছবি তেমন ভালো হল না। তবে উপরিপাওনা হিসেবে পেলাম পার্পল

মৎস্য শিকারে ব্যস্ত পেন্টেড স্টর্ক

রোজ রিংড প্যারাকিট

হোয়াইট ইয়ারড বুলবুল

সোয়াম্পহেন, স্টিন্ট, কমন রেডশ্যাঙ্ক সহ নানান ওয়েডারকে।

পার্কে প্রবেশ করেই আজকে আমাদের প্রথম টার্গেট নাইটজার। প্রথমেই আমরা গেলাম বর্তমানে বন্ধ নার্সারিতে। সেখানেই নাকি ওদের পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু না, আজও আমাদের ওপর ভাগ্যদেবী অপ্রসন্ন। দুপুর নাগাদ আমরা গাইডকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিলাম। সাইকেল নিয়ে ধীরে ধীরে যাওয়া আর পাখি দেখলেই মাঝেমধ্যে থামা। ইন্ডিয়ান রোলার, গ্রেটার স্পটেড ঈগল, ইজিপসিয়ান শকুনকে দেখলেও ছবি তোলা গেল না। স্বপনমোরির কাছে, আজও দেখি পেন্টেড স্টর্কদের ভিড়। ক্লান্ত হয়ে রাস্তার পাশে এক বেঞ্চে বসে পড়লাম। শীতের অলস দুপুর, দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে নীলগাই বা সম্বরের দল। মাঝেমধ্যে চলেছে পর্যটকদের দঙ্গল। ছেলে-ছোকরাদের মুঠোফোন থেকে ভেসে আসছে চটুল হিন্দি গান। মনটা খারাপ হয়ে গেল, যে ভরতপুরকে গত শতাব্দীর আশির দশকে দেখেছিলাম, তার অনেক চরিত্রগত বদল হয়েছে। বাঘহীন সারিস্কার যা অবস্থা, সাইবেরিয়ান ক্রেন-হীন ভরতপুরেরও অনেকটা সেই পরিণতি ঘটতে চলেছে। শীতকালে সাইবেরিয়ান ক্রেন-এর ওয়েস্টার্ন পপুলেশন দেখা যেত ইরানে আর ভারতের কেবলমাত্র ভরতপুরে। ইরান যেহেতু বহুদিন ধরে ইউরোপ-আমেরিকার পর্যটকদের কাছে নিষিদ্ধ দেশ, তাই তারা ভিড় জমাত

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ভ্রমণ–ভিসিডি

আন্টার্কটিকা

ঘরে বসেই উপভোগ করুন দক্ষিণমেরু ভ্রমণের রোমাঞ্চ। ঘুরে বেড়ান আশ্চর্য সব আইসবার্গের গা ঘেঁষে, ঝাঁক ঝাঁক পেঙ্গুইন-অ্যালবাট্রসের ভিড়ে, বরফে ঢাকা দ্বীপে-পাহাড়ে। ₹৫০

সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে

₹১০০

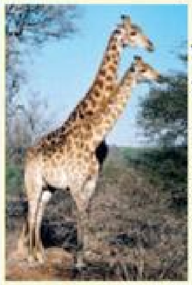

আফ্রিকার জঙ্গলে

আফ্রিকার জল-জঙ্গল তৃণভূমিতে পালে পালে বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ। সঙ্গে আফ্রিকার আদিবাসীদের নাচ গান। ₹৫০

আলাস্কা

ঘরে বসেই ঘুরে বেড়ান আলাস্কার অরণ্য, পাহাড়, হিমবাহ, হ্রদ, নদী, সাগর-উপসাগর। ₹৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর আরও ভ্রমণ-ভিসিডি

চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। ব্যাংকক-পাটায়া। কম্বোডিয়া। লেবানন। ভিয়েতনাম। মিশর। মোঙ্গোলিয়া। ইন্দোনেশিয়া। মায়ানমার। রাশিয়া। মালয়েশিয়া। প্যারিস-ভিয়েনা। রোমানিয়া। চেক রিপাবলিক। নেপাল। নানা দেশের লোকনৃত্য। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়

জম্মু ও কাশ্মীর। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। গোয়া। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। বারাণসী। উইক এন্ড।

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়
অথবা নীচের ঠিকানায় লিখুন:

for Preview: www.bhraman.com

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283-2320 Fax: 2287-6448
Website: www.swarnakshar.in
E-Mail: info@swarnakshar.in

ভরতপুরে। সেই বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা সাইববিহীন ভরতপুরে অনেক কমে গিয়েছে, তারা বরং এখন গুজরাতে যেতে বেশি আগ্রহী। ২০০২ সালের পর সাইবেরিয়ান ক্রেন কখনও ভরতপুর বা ভারতবর্ষমুখী হয়নি। নানান সময়ে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাদের দেখা গিয়েছে বলে গুজব উঠলেও শেষ পর্যন্ত তা গুজবেই থেকে গিয়েছে। ওয়েস্টার্ন পপুলেশনের শেষ সদস্যটি, যার নাম ইরানের মানুষ আদর করে Omid দিয়েছিল, বছরদুয়েক আগে অবধি ইরানের ফেরিদুন কেনার অঞ্চলে পরিযান করে আসত। 'Omid' একটি পার্সিয়ান শব্দ, যার অর্থ আশা। তাদের সংরক্ষণের জন্য ভারতেও কম চেষ্টা করা হয়নি। ভারত ও রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের যৌথ উদ্যোগে কৃত্রিমভাবে পালিত (ক্যাপটিভ ব্রিডিং) সাইব শিশুকে পরিযায়ী সাইবদের সঙ্গে মিশিয়ে ভরতপুর থেকে জন্মস্থানে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু পরিযায়ী বন্য সাইবরা তাদের দলে নেয়নি, ফলে পরিকল্পনাটি মার খায়। ভরতপুরে আরেক বড় সমস্যা— জলের সমস্যা। মানুষ না পাখি, সরকারের কাছে কে বেশি গুরুত্বপূর্ণ— এই লড়াইয়ে অবশ্যই জয়ী ভোটদাতা মানুষেরা। ফলে, ভরতপুর বছরের পর বছর জলের অভাবে একটু একটু করে শুকিয়েছে। এবছর অবশ্য জলের সমস্যা অনেকটা মিটেছে এবং পেলিক্যানরাও ফিরে এসেছে ভরতপুরে। যমুনা নদী থেকে গোবর্ধন নালার সাহায্যে ১৭.৪ কিলোমিটার দূরে ভরতপুরে জল আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পড়ন্ত সূর্যের আলোয় গোটা মান সরোবরের জল লাল হয়ে উঠেছে। বুনো হাঁসের ঝাঁকগুলো থেকে থেকে অস্থির হয়ে উঠছে। অনেকেই রাতের খাবারের জন্য হানা দেবে আশপাশের খেতগুলোতে, হয়তো সকলে পরদিন আর ফিরতেও পারবে না পার্কে, চোরা-শিকার হয়ে পৌঁছে যাবে কোনও এক খাওয়ার টেবিলে।

আজ ভরতপুরে আমাদের শেষ দিন। সকাল থেকেই কুয়াশা এবং মেঘ ভরতপুরের মাথায়। গতকাল মাঝরাতে দেবাশিসদা রণথম্ভোর রওনা হয়ে গিয়েছেন, আছি কেবল আমরা দুজন। প্রতিদিনকার মতো তন্নতন্ন করে পাখি খোঁজা এবং ছবি তোলা চলতে লাগল। আমরা বোটিং পয়েন্টে গিয়ে মন ভরে ডার্টার-এর ছবি তুললাম। আজকে পাখিদের অ্যাক্টিভিটি একটু কম, হয়তো আবহাওয়ার জন্যই হবে। মাঝে, স্বপনমোরিতে পেন্টেড স্টর্ক-এর মৎস্যশিকার দেখে কেওলাদেও মন্দিরের দিকে এগোলাম। মাঝে দেখা হল আগে পরিচয় হওয়া বেশ কিছু গাইড ও রিকশাওয়ালার সঙ্গে। যাঁর কাছে যেমন তথ্য ছিল যেচে আমাদেরকে দিয়ে দিলেন। তাঁদের কথামতোই মান সরোবরকে পাশ কাটিয়ে পিছন দিকটাতে এগোতে লাগলাম। দেখলাম, মান সরোবরে প্রচুর হাঁস এসেছে। তাঁদের উড়ন্ত ঝাঁকের ছবি নেওয়ার পর কিছুটা এগোতেই দেখি এক বড়সড় শেয়াল পরিবার রাস্তার ওপর বসে আছে। আমাদের দেখে ওরা রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ালে আমরাও দ্রুত সাইকেল চালিয়ে জায়গাটা

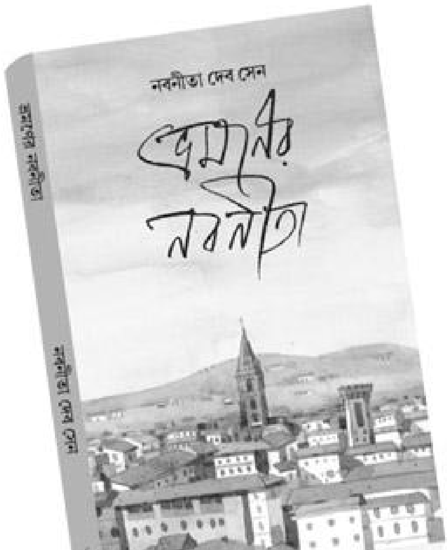

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণকথা
ভ্রমণের নবনীতা
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

দে'বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

পেরিয়ে গেলাম। আরও কিছুটা যাওয়ার পর দেখি এক বড়সড় বড়িহাঁস বা বারহেডেড গুজ-এর ঝাঁক। সেসব দেখে এগোতেই দেখি বিরাট এক গরুর পাল, সবাই মিলে রাস্তার ওপারের জঙ্গলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সবাই যেন ভীত সন্ত্রস্ত। এদিকে কেবলমাত্র আমরা দু'জনই আছি। অন্য পর্যটক আশেপাশেও নেই। ফলে, আমরা কালবিলম্ব না করে সেদিক থেকে ফিরে এলাম। বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। সারাদিন ভারী কিছুই খাওয়া হয়নি। তাই ক্যান্টিনে আরেক প্রস্থ চায়ের অর্ডার দিয়ে আলুর চিপস-এর ঠোঙা হাতে বেঞ্চিতে গা এলিয়ে বসলাম। একগাদা ছাতারে এবং কাঠবেড়ালি কাছে এসে ঘোরাঘুরি করতে শুরু করল। দুয়েকটা এসে হাত থেকে চিপসও খেয়ে গেল। চা-পর্ব শেষ করে আমরা কেওলাদেও মন্দির-সংলগ্ন ওয়াচ টাওয়ারে উঠে বসলাম। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় গোটা মান সরোবরের জল লাল হয়ে উঠেছে। বুনো হাঁসের ঝাঁকগুলো থেকে থেকে অস্থির হয়ে উঠছে। অনেকেই রাতের খাবারের জন্য হানা দেবে আশপাশের খেতগুলোতে, হয়তো সকলে পরদিন আর ফিরতেও পারবে না পার্কে, চোরা-শিকার হয়ে পৌঁছে যাবে কোনও এক খাওয়ার টেবিলে। আমরাও ফেরার পথ ধরলাম। আমাদের সামনে দিয়ে দলে দলে শেয়াল, পাড়ার কুকুরের মতো রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে।

অনেকটা দেরিই হয়ে গেল। মাত্র ১৫ মিনিটে আমাদের গেট পার হতে হবে, তাই মাথা নিচু করে সাইকেলের প্যাডেলে চাপ বাড়ালাম এক স্বপ্ন দেখতে দেখতে, যা এদেশের হাজার হাজার পক্ষীপর্যবেক্ষক দেখে থাকে। কোনও এক শীতের সকালে হয়তো খবর পাব সাইবেরা আবার ভরতপুরে হাজির হয়েছে। জানি স্বপ্ন, কিন্তু কখনও-কখনও স্বপ্নও তো সত্যি হয়!

প্রয়োজনীয় তথ্য

কখন যাবেন

সারা বছর যাওয়া যায়, তবে শীতকালে (নভেম্বর থেকে মার্চ) স্থানীয় এবং পরিযায়ী দু'রকম পাখিই দেখতে পাওয়া যায়। সেরা সময় হল ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দুটো সপ্তাহ। এইসময় কুয়াশা কম এবং পর্যাপ্ত আলো থাকে। জল খানিকটা শুকিয়ে যাওয়ায় পাখিরা ছোট-ছোট জলাতে ভিড় জমায়। এবছর (২০১২-১৩) খুব ভালো জল আছে, তাই বহুদিন পর প্রচুর পাখি এসেছে ভরতপুরে।

কীভাবে যাবেন

১২৩০৭ যোধপুর এক্সপ্রেস ট্রেনটি হাওড়া থেকে রাত ১১টা ৩০ মিনিটে ছেড়ে পরদিন রাত ৯টা ১৩ মিনিটে ভরতপুর পৌঁছয়। এছাড়া শিয়ালদা থেকে ১২৯৮৭ আজমির এক্সপ্রেস ট্রেনটি রাত ১১টা ২০ মিনিটে ছেড়ে ভরতপুর পৌঁছয় পরদিন রাত ৮টা ৪৬ মিনিটে। ১২৪৯৬ প্রতাপ এক্সপ্রেস ট্রেনটি কলকাতা থেকে (শুক্রবার) রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে ভরতপুর পৌঁছয় পরদিন রাত ৭টা ৪৩ মিনিটে। এছাড়া দিল্লি পৌঁছে সেখান থেকে ভরতপুর সড়কপথেও যাওয়া যায়। দূরত্ব ১৮৫ কিলোমিটার। সময় লাগে ২ ঘণ্টা ৪০ মিনিট। অথবা কলকাতা-দিল্লি রেলপথে টুন্ডলায় নেমে সেখান থেকে আগ্রা (২৬ কিলোমিটার) এসে সেখান থেকে ভরতপুর (৫৫ কিমি) যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন

এখানে থাকার জন্য রয়েছে রাজস্থান পর্যটনের হোটেল **সারস** (☎০৫৬৪৪-২২৩৭৯০) নন-এসি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,১০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৩০০ টাকা (সঙ্গে দুজনের ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর অফ সিজন হওয়ায় ভাড়া কমবে)।

প্রাইভেট হোটেল: **হোটেল সানবার্ড** (☎০৫৬৪৪-২২৫৭০১) সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,৩৩২ টাকা। ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,৮৮২ টাকা, সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৩,৪৩২ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)। **হোটেল স্পুনবিল** (☎০৫৬৪৪-২২৩৫৭১) ভাড়া ৪০০-৮০০ টাকা।

TREKS & TOURS

সমগ্র লাদাখ (৮/১৫/২০ দিন)	26/5, 16/6, 27/8, 13/10
কৈলাস ও মানস (গাড়িতে/হেলিকপ্টারে)	May to Sept.
মুক্তিনাথ, সমগ্র নেপাল	17/3, 1/4, 20/10, 26/10
অরুণাচল	5/5, 13/10
উত্তর ও পূর্ব সিকিম	21/4, 14/10
লাহুল স্পিতি, কিন্নর	18/9
দামোদর কুণ্ড (নারায়ণ শিলা দর্শন হেলিকপ্টারে)	May to Sept.
লাসা, রংবুক ও বেজিং (গাড়িতে/হেলিকপ্টারে)	May to Sept.
সমগ্র কুমায়ুন (৩৭টি স্থান)	8/12
লাক্ষাদ্বীপ (৩/৭টি দ্বীপ)	Oct. to Apr.
নাগাল্যান্ড ও মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরা	3/2, 3/3, 17/11

ট্রেকিং: কালাপাত্থর, গোকিও লেক, ল্যাঙট্যাং, গোঁসাইকুণ্ড, এরাউন্ড অন্নপূর্ণা, অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প, আদি কৈলাস, মিলাম, পিণ্ডারি, মণিমহেশ, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস, পঞ্চচুল্লি, রূপকুণ্ড

কর্পোরেট, অফিস, স্কুল, কলেজ অথবা ফ্যামিলি যে-কোনও ধরণের গ্রুপ, ট্যুর প্যাকেজ প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা করা হয়।

9, Lalbazar Street, Marcantile Building, 1st Fl. Block-E, Kolkata-700001
37, Deshpran Sasmal Road, Howrah-1
Web: www.treksandtours.com
E-mail: treksandtours@gmail.com
9433073745 • 2119-9000
9432369253 • 2643-9253

কফির কাপে কাঞ্চনজংঘা

উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি প্রিন্সেস কালিম্পং। এই মুহূর্তে হেরিটেজ টাউন কালিম্পংয়ের সেরা জায়গাটিতে ছুটির সেরা দিন কাটান।

দ্য সানা হিল টপ

ঘর ভাড়া ১২০০-১৮০০-২৫০০-২৬০০-২৮০০-৩০০০-৩৫০০ টাকা।

কালিম্পং পাহাড়ের গ্রামে

প্রথম রাতটা কাটানো হবে পাকথাং রিকিসুমে রোজিন রাইয়ের ঘরোয়া আতিথেয়তায় দ্য সানা হোমস্টে-তে। বিস্মৃত ইতিহাসের নানা কাহিনি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ি নিঝুম গ্রাম। উচ্চতা সাত হাজার ফুট। সারা বছর কুয়াশার সঙ্গে সখ্যতা।

দ্বিতীয় দিন সান রাইজ ভিউ পয়েন্টে ছোট্ট ট্রেকিং সেরে এসে চটপট তৈরি হন। দল বেঁধে দিনভর অ্যাডভেঞ্চার প্রোগ্রামে চলুন খামদুং। নদীতে মাছধরা-চানকরা-জঙ্গলে হাইকিং সব সেরে ঘরে ফিরতে বিকেল।

তৃতীয় দিন প্রাতঃরাশ সেরে রওয়ানা দিন পছন্দের গ্রাম কাফের বা চারখোল। পাহাড়ি হোমস্টে নিয়ে যদি আপনার অহেতুক ছুৎমার্গ না থাকে তবে দুটো দিন নির্মল প্রকৃতি আর মানুষগুলির সঙ্গে এনজয় করুন ভরপুর। পঞ্চম দিন গ্রামকে বিদায় জানিয়ে শহরের পথে। কালিম্পংয়ের সব থেকে উঁচু জায়গাটায় যাবতীয় আরাম ও কাঞ্চনজংঘা আপনার হাতের মুঠোয়। ষষ্ঠ দিন এবারের মতো পাহাড়কে বিদায় জানিয়ে ঘরের পথে।

হপ্তাভর এই প্যাকেজে শিলিগুড়ি বা এনজিপি যাতায়াত ভাড়া বাদ দিলে মাথাপিছু খরচ ন্যূনতম ৯৫০০ টাকা। দলে কমপক্ষে চারজন থাকতেই হবে।

চাইলে একই খরচে লাভা/লোলেগাঁও/রিশপ ঘুরে দেখতে পারেন। আর একদিনে জুলুক কুপুপ লেক সফরে মাথাপিছু খরচ ১৯০০ টাকা।

বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন

হেড অফিস ২৫৩০১০৩০, ৬৪৫২৫১৭২, ৯৩৩০৬৩৩১১১, ৯৮৩১৩৩৫০৬৬, ৯০০৭৭২৫০৬৬। গড়িয়াহাট অফিস ৯১০৩৮৩২১২৩, ৯৮৩০৪১০৮০৮।

রামচের পথে

কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান

লেখা ও ছবি: বসন্ত সিংহ রায়

সেরামে তুষারপাত

২ এপ্রিল, ২০১১

সকালে ব্রেকফাস্ট করে আর প্যাকড লাঞ্চ নিয়ে আমি, দেবাশিস আর পাসাং বেরিয়ে পড়লাম। আজ আমরা যাব তোরনদিন। মাঝে লাসেথাং নামে একটা থাকার জায়গা আছে। তবে আমরা ওখানে থাকব না। কারণ লাসেথাংয়ে জায়গা অনেক কম। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা। কিছুটা চড়াই ভাঙার পর দেখতে পেলাম অনেক উঁচু এক পাহাড়ের মাথায় আমাদের পৌঁছতে হবে। শুরু হল ওপরে ওঠা, উঠছি তো উঠছিই। একটানা ৩০০০ ফুট উঠলাম। জঙ্গল এত ঘন যে আলো ঢুকতে পারে না। কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে আবার অল্প অল্প চড়াই ভাঙতে লাগলাম। প্রচুর ফুল এই পথে। অনেক রঙের রডোডেনড্রন আর ম্যাগনোলিয়া। ছবি তুললাম প্রচুর। তারপর

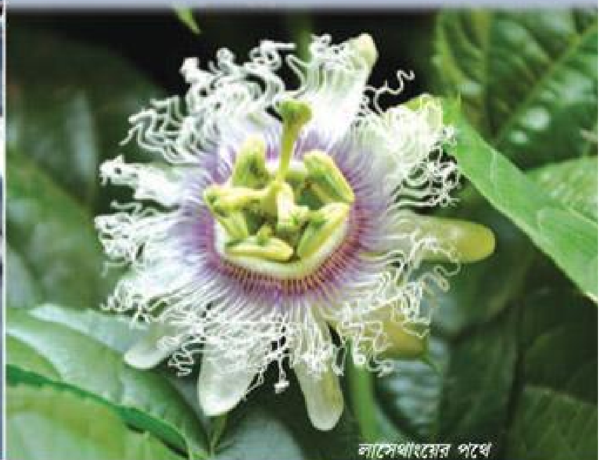

লাসেথাংয়ের পথে

২০১০-এর ১৭ মে এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণের পরের বছরই বসন্ত সিংহ রায় পৌঁছে যান কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গে। ২০১১-এর ২০ মে। এই দুঃসাহসী হিমালয়-অভিযাত্রীর কলমে কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গাভিযানের ধারাবাহিক ধারাবিবরণী। এই সংখ্যায় তৃতীয় পর্ব।

একসময় ৬,৫০০ ফুট থেকে ১১,০০০ ফুট উঁচু লাসেথাংয়ে উঠে এলাম। একটাই পরিবার এখানে থাকে। আর তাদের তিনটে বাচ্চা। বাচ্চারা নাম জানতে চাইলে বললাম, আর অমনি ওরা 'বসন্ত', 'বসন্ত' বলতে বলতে ছুটোছুটি করে খেলতে থাকল। আগুনের পাশে বসে সঙ্গে আনা ডিমসিদ্ধ আর পুরি-সবজি খেলাম। তখন প্রায় একটা বাজে। পাসাং বলল, তোরনদিন যেতে হবে। সে আরও তিন ঘণ্টার পথ। এদিকে চড়াই ভেঙে অবস্থা কাহিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতে হল। এবার নামার পালা। রাস্তা ধসে নষ্ট হবার জন্য অনেক ঘুরতে হল। এক জায়গায় এত কাদা যে চলাই দায়। শরীর খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে বমি হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে জোয়ান মুখে দিয়ে এগোচ্ছি। ঠিক তিন ঘণ্টা পরে তোরনদিন পৌঁছলাম। গর্জের মধ্যে দুটো পরিবার থাকে। একটি শেরপা-পরিবার, অন্যটি নেপালি। পাসাংরা যেহেতু শেরপা তাই সব জায়গাতেই দেখছি ওরা ওদের গোষ্ঠীর লোককেই বেশি পছন্দ করে। আজ আর কুলিরা আসবে না। ওরা লাসেথাংয়ে থেকে যাবে। কিছুক্ষণ পর শরীর কিছুটা ঠিক হলে চা খেয়ে শুয়ে পড়লাম। আসলে অনেকটা পথ চলার জন্যই এই অবস্থা। রাত্রে আর কিছু খেলাম না। পেম্বা বিস্কুট দিয়ে গেল। যদি রাত্রে খিদে পায় তাহলে খেতে বলল।

৩ এপ্রিল, ২০১১

আজ আমাদের রেস্ট। কুলিরা অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছে। সারাদিন ঝকঝকে রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছি। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারত-শ্রীলঙ্কার ফাইনাল আজ। অনেক চেষ্টা করলাম সঙ্গের রেডিওয় ম্যাচের ধারাবিবরণী শোনার। কিন্তু কিছুতেই সঠিক স্টেশনটা ধরা গেল না। এর ওপর দুপুর থেকেই ঝকঝকে রোদ বেমালুম মুছে গিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। টানা বিশ্রাম আর এমন আলসে আবহাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে দুপুরের খাওয়াদাওয়াটা হল বেশ জমিয়ে। পেম্বা বলল, আর সকলেই ট্রেকিং রুটে হোটেল থেকে খাবার কিনে খায়। আমাদের ক্ষেত্রেও তেমনই হবে কথা ছিল। কিন্তু পরে ওরা মত পাল্টেছে। পথের হোটেলের খাবার নাকি আমাদের পছন্দ হবে না। তাই মেডিবুং থেকে ওদের জন্যে চাল কিনে নিয়েছে। আমরা খাচ্ছি কাঠমাণ্ডু থেকে আনা বাসমতি চাল। আমাদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্য পেম্বাদের প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার কোনও তুলনা নেই।

৪ এপ্রিল, ২০১১

গতকালের একটানা বৃষ্টি একসময় থেমেছিল, কিন্তু ভোর রাত থেকেই শুরু হয়ে গেল তুষারপাত। আজ যাব সেরাম। চার ঘণ্টার পথ। বেশি চড়াই নেই। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ, ভোর থেকে প্রচুর বরফ পড়েছে। সব জায়গাতেই বরফ জমে আছে। প্যাকড লাঞ্চ নিইনি। কুলিরা আগে গিয়ে আমাদের লাঞ্চ বানিয়ে দেবে। সকাল আটটায় বেরিয়ে বারোটার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম সেরামে। মাঝে আন্দাফেদি নামে এক জায়গায় একটা থাকার ঘর আছে। তোরনদিন থেকেই আমরা সিম্বুয়া নদীর পাশ দিয়ে চলেছি। যেহেতু নদীর প্রায় পাশ দিয়ে পথ, তাই চড়াই

সেরামে পৌঁছনোর পর গরমজল গলাধঃকরণ আর নুন ও মাখন দিয়ে তৈরি টিবেটান চা-পান করে ধাতস্থ হতে সব মিলিয়ে মিনিট চল্লিশেক সময় লাগল। তারপরই আর বিশেষ দেরি না করে আমি আর দেবাশিস স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। কারণ একে তো বরফ পড়ে সাদা হয়ে আছে চারদিক, সেইসঙ্গে মেঘলা আবহাওয়া হয়েছে তার দোসর। ফলে যেমন ঠান্ডা, তেমনই শিরশিরে হাওয়াও বইছে। তার ওপর আমাদের ঘরটা কাঠের। তার অজস্র ফাঁকফোকর দিয়ে হুহু করে হাওয়া ঢুকে আসছে।

উৎরাই কম। দুদিকে উঁচু পাহাড়। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলা। এই পথেও প্রচুর ফুল পেলাম। বেশ খোলামেলা জায়গায় সেরামের হোটেল। সেরাম থেকে সিম্বুয়াখোলা পেরিয়ে কাংলা হয়ে সিকিম যাওয়া যায়। আবার, সেলেপাস পার হয়ে ঘুনসা হয়ে যাওয়া যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর দিকের মূল শিবির অর্থাৎ পাংপেমা। অনেকে তাপলেজুং থেকে এবং বিশেষত ট্রেকাররা পাংপেমা হয়ে ফেরার সময় সেলেপাস পার হয়ে সেরাম পৌঁছে তারপর এগিয়ে যায় রামচের দিকে। তারপর আরও এগিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দক্ষিণ দিক দেখে আমাদের আসার পথ ধরে ফিরে যায়।

সেরামে পৌঁছনোর পর গরমজল গলাধঃকরণ আর নুন ও মাখন দিয়ে তৈরি টিবেটান চা-পান করে ধাতস্থ হতে সব মিলিয়ে মিনিট চল্লিশেক সময় লাগল। তারপরই আর বিশেষ দেরি না করে আমি আর দেবাশিস স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। কারণ একে তো বরফ পড়ে সাদা হয়ে আছে চারদিক, সেইসঙ্গে মেঘলা আবহাওয়া হয়েছে তার দোসর। ফলে যেমন ঠান্ডা, তেমনই শিরশিরে হাওয়া বইছে। তার ওপর আমাদের ঘরটা কাঠের। তার অজস্র ফাঁকফোকর দিয়ে হুহু করে হাওয়া ঢুকে আসছে। ঠিক পৌনে দুটোয় উঠতে হল অবশ্য। লাঞ্চ তৈরি হয়ে গেছে। এখানেও আমরা দু'তিনদিন থাকব। কারণ কুলিদের অর্ধেক ফিরে যাবে, বাকি অর্ধেক যাবে ওপরে।

বিকেলে ঘুম ভাঙতে ঘরে বসেই বিকালের চা-পর্ব মিটল। সঙ্গে পপকর্ন। নোরবু আর দাওয়ার বয়স কম, আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করল। দাওয়া আমার পূর্বপরিচিত, স্বল্প হলেও। ১১ জুন ২০১০-এ একটি অভিযানে যাবার পথে কলকাতায় এসেছিল একটি দলের সঙ্গে। তখন আমার কলকাতার বাড়িতে ওদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম।

কিন্তু আমাদের আর যেন সময় কাটতে চাইছে না সেরামে। কত আর শুয়ে-বসে থাকা যায়! তাছাড়া সারাদিন কথাবার্তা বলার জন্য আমরা মাত্র দুটি মানুষ, এও এক অস্বস্তি। এবার কাঞ্চনজঙ্ঘা নিয়ে যেহেতু একটু বেশিই ভেবেছি আর পড়াশোনা করেছি তাই কিছুটা সময় কাটে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে গভীর আলোচনায়। কিন্তু এ বন্দি-জীবনে সে আর কতক্ষণ! বলার মতো কথাও তো ফুরিয়ে আসতে চায়! পাহাড়ে অন্য সদস্যদের সান্নিধ্য এবার খুব মিস করছি। এই প্রথম দেবাশিস আর আমি প্রথম থেকেই দুজন। অন্য অভিযানগুলির ক্ষেত্রে একটা সময় আমরা দুজন 'একা' হয়ে গেছি, এমন হয়েছে। তবে সেসব ওপরের ক্যাম্পে।

৫ এপ্রিল, ২০১১

সেরামের এই দোতলা থাকার জায়গাটি বেশ! বড়সড় ঘর। ওপরের তলায় পেম্বা এবং আরও অনেকে আছে। আজও এখানে রেস্ট। কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। চারিদিকে বরফ। গাছগুলোতে বরফ। কী অপূর্ব এই দৃশ্যপট! আজ আবহাওয়াও খুব ভালো। নতুন পড়া বরফ কিছুক্ষণের মধ্যেই উধাও হয়ে যাবে।

আজও আমাদের বিশ্রামেরই দিন। যদিও সকাল থেকেই ওপরের ঘরে আওয়াজ শুনছি। শেরপা ও কুলিরা অভিযানের প্রাক-প্রস্তুতিতে

ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সেরামে আমাদের রসদ আলু আর কেরোসিন পাওয়া গিয়েছে। আমাদের চার শেরপা আজই রামচেতে গেল জিনিসপত্র পৌঁছে দিতে। সঙ্গে কিছু কুলিও। ইভান্স ও জর্জ ব্যান্ডের বই-এ জায়গাটার নাম রামসের লেখা আছে। এখন পরিবর্তিত নামটাই ব্যবহার করছি। অন্যদিকে সাতজন কুলি নীচে চলে গেল। ওরা আর ফিরবে না। ওপরে যাওয়া কুলিরাও জিনিস পৌঁছে দিয়ে চলে যাবে নীচে। তারপর ইয়ামফুদিন থেকে বাকি জিনিসপত্র জুটিয়ে রামচেতে নিয়ে আসবে। সকাল বেলা আমাদের মেট (কুলিদের সর্দার) কে বি লামা-র সঙ্গে পরিচয় হল।

ডায়েরি লিখছি, আর মাঝে মাঝে ওপরের দিকে লক্ষ করছি। হঠাৎ দেখি সেলেপাস পার হয়ে কারা যেন নেমে আসছে। কাছে এলে বোঝা গেল দলটি রাশিয়ান অভিযাত্রীদের। ওরা কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণ করবে। ওদের সঙ্গে কোনও শেরপা নেই। ১২ জনের দল, তাদের মধ্যে ৯ জন আরোহণ করবে। বাকিরা ফিরে যাবে। ওরা ঘুনসা হয়ে সেরাম আসছে।

শুনলাম পাসাং আজ রামচে থেকে ফিরবে না। কারণ কুলিরা সকলেই জিনিসপত্র ওখানে পৌঁছে নীচে নেমে যাবে। সে-সবের পাহারায় থাকতে হবে ওকে। কিন্তু আমাদের দিন যেভাবে কাটছে এখানে তা বর্ণনার অতীত। নীল আকাশ আর অনেক রকমের পাখি দেখে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছি। বাইরে যে খুব বেশি থাকতে পারছি তাও নয়। আবহাওয়া ঝকঝকে হলে কী হবে, প্রচণ্ড ঠান্ডা। হাওয়াও বেশ আছে। লাঞ্চ পর্যন্ত মুক্ত বাতাসে কাটিয়ে চলে গেলাম ঘরে। স্লিপিং ব্যাগ-আশ্রিত হলাম যথারীতি। বিকালে শেষপর্যন্ত পেম্বাকে বললাম, তোমরা আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্প কোরো, কেমন? এটুকু বাদ দিলে আছি স্বর্গীয় পরিবেশে, রাজার হালে। ঘরের খাটেই বিকালে পপকর্ন বা আলুর চপ আর রাতের ডিনার পরিবেশিত হচ্ছে। খাচ্ছিও পরিমাণ মতো। আর তার সঙ্গে গরম চা বা কফি সমান তালে খেয়ে যাচ্ছি।

৬ এপ্রিল, ২০১১

ঘুম ভাঙল নরবুর ডাকে, চা নিয়ে এসেছে। চা খাচ্ছি, দেবাশিস বলছে, গত রাতে স্বপ্ন দেখেছে কেউ মারা গিয়েছে আর তাকে বৈষ্ণবমতে দাহ করা হচ্ছে। কারা যেন বলেন, সব স্বপ্নেরই নাকি মানে থাকে। আজ একজনই মাত্র কুলি আছে আমাদের সঙ্গে। সেও ওপরে যাবে। তার সঙ্গে যাবে আমাদের সব শেরপারাও। তাসি আর লীলা অবশ্য থাকবে। সকলে বেরিয়ে যাবার পর কিচেনে খেতে গিয়েছি। হঠাৎ দেখি দৌড়ে ছিরিং কিচেনে হাজির। ও তাসির সঙ্গে নেপালি ভাষায় কথা বলছে। আন্দাজে বুঝতে পারলাম, কেউ মারা গিয়েছে, সেকথাই বলছে। জিজ্ঞেস করে

কুলিদের সর্দার কে বি লামা, রামচেতে মারা যান

জানতে পারলাম, আমাদের মেট মানে ছিরিং-এর দাদা কে বি লামা, গতকালই যার সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমাদের, আজ ভোরে রামচেতে মারা গিয়েছে। ওর সঙ্গে একই তাঁবুতে ছিরিং-এর ছেলেও ছিল। সকালে গরম জল খেয়েছে, তারপরেই সব শেষ। ছিরিংকে কেউ এসে খবর দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ছিরিং একজনকে ওপরে পাঠাল, কারণ আজ রামচেতে হেলিকপ্টার আসবে। আমাদের স্যাটেলাইট ফোন থেকে ছিরিং সুখেটার-এ যোগাযোগ করল যাতে হেলিকপ্টারে লামার দেহ পাঠানোর বন্দোবস্ত করা যায়। লামার বাড়িও সুখেটারের কাছেই, তাপলেজুং-এ। লামার ছেলের সঙ্গে কথা বলে ছিরিং আর পাসাং রওনা হল রামচের পথে। পাসাং সকালেই চলে এসেছিল। কারণ লামাতো আমাদেরই কুলিদের মেট ছিল।

মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। লামা বেশ মজাদার মানুষ ছিল। কিছুটা আপনভোলাও। মনে আছে আমেদিন গ্রামে যে জায়গায় আমরা প্রথম দিন ট্রেক শেষ করেছিলাম, সেখানে একটা স্কুলে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে পৌঁছে প্রথমে ঘরের চাবি পাওয়া যাচ্ছিল না। এইসময় গ্রামের একজনকে সামনে পেয়ে লামার সে কী হম্বিতম্বি! লোকটাকে বলছিল, এক্ষুনি তোমার নাম বলো। সেইসঙ্গে একটা খাতা বের করে তাতে লোকটির নাম টুকে নেওয়ার ভঙ্গি করছিল। এমনভাবে, যেন সে কোনও পুলিশ অফিসার, নিরীহ গ্রামবাসীকে ভয় দেখাচ্ছে। বেশ মজা লাগছিল। মাঝে মাঝে দেবাশিসকে ভয় দেখাত, 'রাস্তা খারাপ, তাড়াতাড়ি যাবেন না'। সেই লোকটি যে এইভাবে হঠাৎ মরে যাবে, ভাবতে পারিনি। লোকটিকে দেখে কখনও বুঝিনি তার মধ্যে কোনও বিষাদ আছে। অথচ শুনলাম, সে নাকি ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করত না, সব সময় দারু খেয়ে থাকত, যদিও তাকে মাতলামো করতে দেখেনি কখনও কেউ। তবে কি জীবনের প্রতি আকর্ষণ ওর হারিয়ে যাচ্ছিল? তা নাহলে কেনই বা রামচেতে থেকে গিয়েছিল লামা? ওর কুলিরা তো সকলেই নীচে ইয়ামফুদিন চলে গিয়েছিল। রামচেতে ছিল একা পাসাং, জিনিস পাহারা দেওয়ার জন্য। ওর তো থাকার কোনও প্রয়োজনই ছিল না!

আজ হেলিকপ্টার চার বার আসবে রামচেতে। সরাসরি রামচেতে নামিয়ে দিয়ে যাবে অনেক আরোহীকে। প্রথম দুবার হেলিকপ্টার এল, ফিরেও গেল। তৃতীয়বার ফিরল বেশ দেরি করে। বুঝতে পারলাম, লামার দেহ চলে গেল ওর বাড়ি। যদি হেলিকপ্টার আজ না আসত তবে কিন্তু ওর দেহ পাঠাতে খুব ঝামেলা হত। আমাদেরও অনেক অসুবিধা হত।

সেরাম-এর পরিবেশটা হঠাৎই বিষণ্ণ লাগছে। দুপুরে নোরবু, দাওয়া, আশ্রম ফিরে এল। বলল, লামার দেহ হেলিকপ্টারে নিয়ে গিয়েছে, সঙ্গে গিয়েছে ছিরিং। তখনই চকিতে মনে পড়ে গেল আজ ভোরে উঠেই দেবাশিস এক মৃত্যুর কথা বলেছিল। তবে সেটা যে এইভাবে সত্যি হয়ে উঠবে বুঝতে পারিনি। ছোটবেলায় শুনতাম ভোরের স্বপ্ন ফলে যায়। অনেকদিন পরে আবার সেই কথা মনে পড়ল। প্রচণ্ড ঠান্ডায় আজ আর বাইরে থাকতে পারলাম না। সন্ধের পর থেকে শুরু হল প্রবল হাওয়ার সঙ্গে বরফ পড়া।

ক্রমশ

কন্টিনেন্টাল

172, Lenin Sarani, Kol-700 013.
Ph: 2212-7715/4090
Mobile: 98747 63053/98303 08705

সরকারি/বেসরকারি হোটেল বুকিং

কাশ্মীর	সিকিম
পশ্চিমবঙ্গ	কুমায়ুন
রাজস্থান	মধ্যপ্রদেশ
কেরালা	মেঘালয়
অরুণাচল	গাড়োয়াল
হিমাচল প্রদেশ	তামিলনাড়ু
লে-লাদাখ	অন্ধ্রপ্রদেশ
ওড়িশা	অসম
দক্ষিণ ভারত	গুজরাট
উত্তরপ্রদেশ	মহারাষ্ট্র-গোয়া

Spl. Discount
ON LINE BOOKING
www.continentaltravels.co.in

-: Branch :-

Lalbazar-9831125446
Gariahat-9830111999 Kasba-2415 0032
Jadavpur-9883205816 Belghoria-8420057891
Krishnanagar-9233972873 Naihati-9874763053
Kalyani-9433351219 Budge Budge-9831735373
Kalna-9932252423 Durgapur-9851105701
Jamshedpur-9835183717 Raigunge-9434120910
Siliguri-9836006067 Jalpaiguri-9800311833

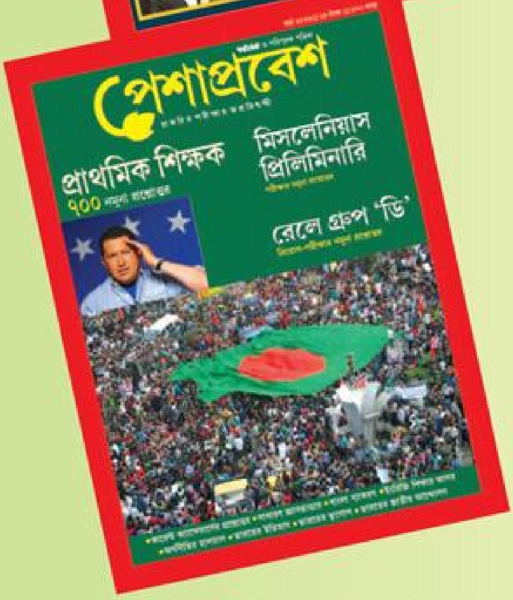

কলেজে পড়তে পড়তেই

নিয়মিত পড়ুন

পেশাপ্রবেশ

আর স্নাতক হয়েই

যে কোনও চাকরির

পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল। 'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 **Ph:** 2283-2320

কোথায় যাবেন, শুধু জানান

ভ্রমণ মার্চ ২০১৩

নীচের কুপনটি পূরণ করে কেটে পাঠান এবং সঙ্গে ডাকটিকিট লাগানো আপনার নাম-ঠিকানা লেখা ২৭×১২ সেমি মাপের একটি খাম পাঠান এই ঠিকানায়: কোথায় যাবেন, শুধু জানান, ভ্রমণ, ২৯/১-এ, ওস্তাগর লেন, বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-১৯। আমরা ডাকে পাঠিয়ে দেব আপনার পছন্দের জায়গার খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং অন্তরঙ্গ ভ্রমণ-পরামর্শ।

আমার পছন্দের জায়গাটির নাম ও ক্রমিক সংখ্যা ______ ___

নাম : .... বয়স : ....

ঠিকানা : ....

....

.... ফোন নং : ....

আমরাই পাঠিয়ে দেব সব তথ্য

এখানে ১০০টি বেড়ানোর তালিকা দেওয়া হল। এগুলির মধ্যে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবছেন কি? আপনার পছন্দের জায়গাটির নাম ও সঙ্গে দেওয়া ক্রমিক সংখ্যা কুপনে উল্লেখ করুন। পূরণ করা কুপনটি এবং উপযুক্ত ডাকটিকিট লাগানো আপনার নাম-ঠিকানা লেখা একটি খাম পাঠিয়ে দিন আমাদের দপ্তরে। আমরা ডাকে পাঠিয়ে দেব আপনার পছন্দের জায়গার খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং অন্তরঙ্গ ভ্রমণ-পরামর্শ। আপনার বেড়ানো হয়ে উঠুক আরও আনন্দের।

১. ভূস্বর্গ কাশ্মীর

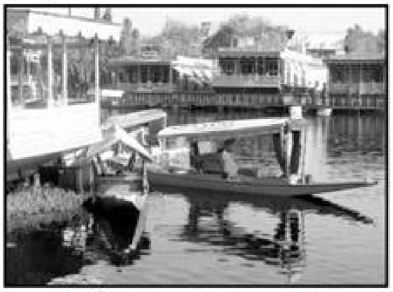

খরস্রোতা নদী, পাইনের ঘন জঙ্গল আর বরফে ঢাকা পাহাড় মিলে পহেলগাঁও ভূস্বর্গ কাশ্মীরের এক অনুপম নিসর্গ। শ্রীনগরের ডাল লেকে সকাল থেকে সন্ধে শিকারা নিয়ে ভেসে বেড়ানো আর খুব ভোরে ডাল লেকের সবজিবাজার দেখার অভিজ্ঞতা অসামান্য।

২. দাচিগাম

কাশ্মীরের দাচিগাম অরণ্যে বার্জ, ওক, ফার, পপলার, হ্যাজেলনাট, চেস্টনাট গাছের ভিড়। ওক ফল পেকে গেলে খেতে আসে হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার। শ্রীনগর থেকে দাচিগাম অরণ্যের দূরত্ব ২২ কিলোমিটার।

৩. লাদাখের বন্যপ্রাণ

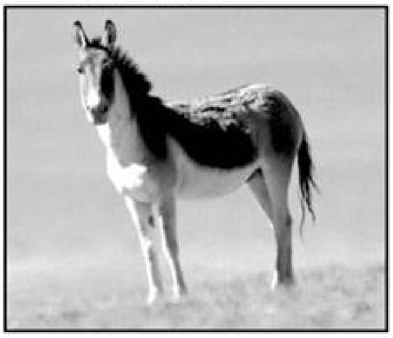

লাদাখের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর প্রভাবে বহু রকমের বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণ বাস করে। সাধারণত জুন মাস থেকে শুরু হয় লাদাখ ভ্রমণ। দেখা যায় হিমালয়ান মারমট, তিব্বতি বুনো গাধা, লাদাখি পিকা। পাখিদের মধ্যে আছে ব্ল্যাক নেকড ক্রেন, চুকার, বারহেডেড গুজ, হিমালয়ান স্নো কক, হোয়াইট উইঙ্গড রেডস্টার্ট ছাড়াও বহু পাখি।

৪. কারসোগ উপত্যকা

হিমাচলের কারসোগ উপত্যকার পাহাড়ে-মন্দিরে ছড়িয়ে আছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্পকথা। এখান থেকে দেখা যায় পিরপঞ্জাল পর্বতশ্রেণী, জালোরি পাস, হনুমানটিব্বা, নারকান্ডার-হাটু পিক।

৫. স্পিতি উপত্যকার ডাংখার হ্রদ

হিমাচল প্রদেশের স্পিতি উপত্যকায় পাহাড়ের ওপর প্রাচীন ডাংখার গুহা। অপরদিকে নীলচে সবুজ জলের ডাংখার হ্রদ। প্রাচীন স্পিতির রাজধানী ছিল ডাংখার। কাজা থেকে সাচিচিলিং, সেখান থেকে ৭ কিলোমিটার চড়াই ভেঙে ডাংখার। ডাংখার থেকে দেড়ঘণ্টা হেঁটে ডাংখার হ্রদ।

৬. সিমলা থেকে কুনজুম পাস হয়ে মানালি

সিমলা থেকে কুনজুম পাস হয়ে মানালি যাওয়ার ভালো সময় জুন থেকে সেপ্টেম্বর। রোমাঞ্চকর এই যাত্রায় রুক্ষ পাহাড়ি পথ, নদী, তুষারধবল পাহাড়শ্রেণী হবে আপনার সঙ্গী।

৭. ডালহৌসি-খাজিয়ার

হিমালয়ের কোলে ডালহৌসি শহরটি সাহেবদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল। পাইন, ওক, দেওদারের জঙ্গল আর উত্তরে বিরাজমান তুষারাবৃত ধৌলাধার রেঞ্জের অপরূপ শোভা ডালহৌসির প্রধান সম্পদ। ডালহৌসি থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে সবুজ উপত্যকা আর হ্রদ নিয়ে সুন্দরী খাজিয়ার।

৮. সিমলা-সারাহান-কল্পা

তুষারে ঢাকা কিন্নর-কৈলাসের নীচে এক সৌন্দর্যময় গ্রাম কল্পা। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত যাওয়া যায়। জুলাই-আগস্টে এই অঞ্চলে বিশেষ বৃষ্টি পড়ে না। সিমলা থেকে রওনা হয়ে সারাহানে এক রাত থেকে কল্পায় থাকুন দু'টি রাত।

৯. দেরাদুন-মুসৌরি-ধনৌলটি

উত্তরাঞ্চলের রাজধানী শহর দেরাদুন। দেরাদুন থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরে হিলস্টেশন মুসৌরির রূপ-রস-গন্ধ আত্মস্থ করতে হলে এখানে কয়েকটা দিন না কাটালেই নয়। মুসৌরি থেকে ধনৌলটি ২৮ কিলোমিটার।

১০. কেদারনাথ-বদ্রীনাথ

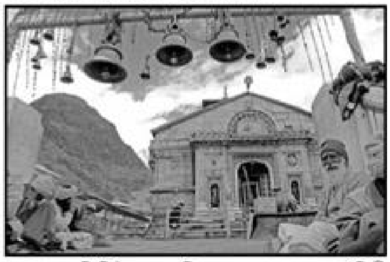

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি হল কেদারনাথ। মন্দাকিনী নদীর তীরে কেদারনাথ তীর্থক্ষেত্র। এই শৈবতীর্থের উচ্চতা ৩,৫৮৮ মিটার। অলকানন্দা নদীর তীরে ৩,১৩৩ মিটার উচ্চতায় পঞ্চবদ্রীর মূল বদ্রী বদ্রীবিশাল বা বদ্রীনাথ।

১১. হরিদ্বার-হৃষীকেশ-দেবপ্রয়াগ

হরিদ্বার থেকে বাস-অটো-গাড়িতে ঘণ্টাখানেকে পৌঁছনো যায় হৃষীকেশ। চারধামের পথ হরিদ্বার থেকে

শুরু হয়ে পাহাড় বেয়ে এগিয়েছে এই হৃষীকেশ হয়েই। সবুজ পাহাড়-জঙ্গলঘেরা সরু উপত্যকার মধ্য দিয়ে তুঁতে রঙের পুণ্যতোয়া গঙ্গা বয়ে চলেছে সমতলের দিকে। হৃষীকেশ থেকেই ঘুরে আসতে পারেন অলকানন্দা-ভাগীরথীর পুণ্যসঙ্গম দেবপ্রয়াগ থেকে।

১২. গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী

উত্তরাখণ্ডের চার ধামের অন্যতম দুটি হল গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী। গঙ্গোত্রী পর্যন্ত যানবাহন চললেও যমুনোত্রীর পথে শেষ ৮ কিলোমিটার হেঁটে বা ঘোড়া, ডান্ডি, কান্ডিতে যেতে হবে।

১৩. দেওরিয়াতাল

হরিদ্বার থেকে শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, উখিমঠ হয়ে সারি। সেখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে দেওরিয়াতাল। উচ্চতা ৮,২০০ ফুট। এখান থেকে ভাতৃঘুন্টা, কেদারডোম, খর্চাকুণ্ড, মন্দাকিনী শৃঙ্গ দেখা যায়। তালের জলে এইসব শৃঙ্গের প্রতিফলন দেখতেই আসা। থাকার জন্য দেওরিয়াতালের পাশে আছে তাঁবু।

১৪. যোধপুর-ওশিয়াঁ-বাড়মের

থর মরুভূমির প্রধান প্রবেশদ্বার যোধপুর। ব্লু সিটি নামেও সমধিক পরিচিত। যোধপুরের উত্তর-পূর্বে ছোট্ট মরুগ্রাম ওশিয়াঁ। অসোয়াল জৈন সম্প্রদায়ের কাছে ওশিয়াঁ একটি তীর্থস্থান। রুক্ষ পাহাড় ঘেরা ছোট শহর বাড়মের। জয়সলমির থেকে দূরত্ব ১৩৫ কিলোমিটার।

১৫. বিকানির-জয়সলমির

৭-৮ দিনের ছুটিতে রাজস্থান গেলে থর মরুভূমির দুই শহর বিকানির আর জয়সলমির বেড়াতে যেতে পারেন।

১৬. শেখাবতী

উত্তর রাজস্থানের শেখাবতী প্রাসাদ, দুর্গ, মন্দির নিয়ে খোলা আকাশের নীচে যেন এক আর্ট গ্যালারি। এই জনপদের অলিতে-গলিতে হাভেলির কারুকার্য নজর কাড়ে। দেওয়ালচিত্রগুলি অসামান্য।

১৭. কচ্ছের ক্ষুদ্র রন

কচ্ছের ক্ষুদ্র রনের খ্যাতি বুনো গাধার জন্য। এছাড়া ফ্লেমিংগো, ডেময়জেল ক্রেন ইত্যাদি পাখিরা ভিড় জমায়। এখানকার রাবারি, মেঘাওয়াল আদিবাসীদের সূচিশিল্প দেখার মতো।

১৮. সুরাট-বরোদা-পাওয়াগড়-আমেদাবাদ

তাপ্তি নদীর তীরে সুরাট গুজরাটের ব্যস্ত শহর। বস্ত্র আর হিরে ব্যবসার জন্য এই শহরের দেশজোড়া খ্যাতি। সুরাট, বরোদা ঘুরে পাওয়াগড়ের মনোরম পরিবেশে দু-দিন কাটাতে ভালো লাগবে। সবরমতী নদীর ধারে আমেদাবাদ শহর ইতিহাসের নানা ঘটনার সাক্ষী।

১৯. ভেলাভেদার

কৃষ্ণসারদের জাতীয় উদ্যান ৩৪.৫২ বর্গকিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট ভেলাভেদার। দূরত্ব আমেদাবাদ থেকে ২০০ কিলোমিটার এবং ভাবনগর থেকে ৬৫ কিলোমিটার। এখানে দেখে নিন ব্ল্যাকবাক ন্যাশনাল পার্ক।

২০. সাপুতারা

প্রায় চারহাজার ফুট উচ্চতায় সাপুতারা গুজরাটের একমাত্র শৈলশহর। চারপাশে বাগানে ঘেরা সরোবরে বোটিং করা যায়। সহ্যাদ্রি পাহাড়ের কোলে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখা যায়। ৬০ কিলোমিটার দূরে আছে গিরা জলপ্রপাত এবং ওখাই বটানিক্যাল গার্ডেন।

২১. সোমনাথ-পোরবন্দর-দ্বারকা-ভুজ

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম সোমনাথের শিবমন্দির। সোমনাথের মতো দ্বারকাও আরবসাগর তীরের এক বিখ্যাত তীর্থভূমি। শ্রীকৃষ্ণ এখানে মথুরা থেকে রাজ্যপাট স্থানান্তরিত করেছিলেন। দ্বারকার মুখ্য আকর্ষণ দ্বারকাধীশ মন্দির। ভুজ বিখ্যাত নানাধরনের হস্তশিল্পের জন্য। ভুজের প্রাণকেন্দ্র হামিরসর সরোবর।

২২. মুরুড-হার্নে

কোঙ্কণ উপকূলে রত্নগিরি জেলার যমজ সৈকত মুরুড ও হার্নে। মুরুড বিচের সাম্প্রতিকতম আকর্ষণ ডলফিন দেখা। হার্নে মূলত মৎস্যবন্দর। সাগরের বুকে দেখা যায় সুবর্ণদুর্গ। দেখা যেতে পারে আনজার্লে, লাডঘর বিচ। যাওয়া যেতে পারে দাপোলি।

২৩. মহারাষ্ট্রের তারকার্লি

কোঙ্কণ উপকূলের অনন্যসুন্দর সাগরবেলা তারকার্লি। চারদিকে ঝাউবনের হাতছানি। সোনালি বালুকাবেলা। স্নান করার জন্য আদর্শ সি-বিচ। ৭ কিলোমিটার দূরে মালভান। সমুদ্রের বুকে দেখা যায় সিন্ধুদুর্গ কেল্লা। কাছাকাছি দেখে আসা যায় ভেঙ্গুরেলা, মোছেমার, শিরোডা সাগরবেলা।

২৪. পুনে-মহাবলেশ্বর

চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, যাদব, বাহমনি রাজবংশের রাজত্বের পরে ১৭ শতকে পুনে অধিকার করে মারাঠারা। মহারাষ্ট্রের এই শহর সংস্কৃতির পীঠস্থান। বছরভর মনোরম আবহাওয়া থাকে মহাবলেশ্বরে। মহাবলেশ্বরে ছড়িয়ে আছে নানা ফুল, ফল, অর্কিডের গাছ। স্ট্রবেরি ফলের জন্য বিখ্যাত এই শৈলশহর।

২৫. মহারাষ্ট্রের তাড়োবা

নাগপুর থেকে ১৩০ কিলোমিটার এবং চন্দ্রপুর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে তাড়োবার জঙ্গল। এখানে দেখা যায় বাঘ, চিতা, বুনো কুকুর, হরিণ, সম্বর, গাউর, ভল্লুক ছাড়াও বহু ধরনের পাখি। মঙ্গলবার বন্ধ থাকে তাড়োবার জঙ্গল।

২৬. হরিহরেশ্বর-শ্রীবর্ধন

মহারাষ্ট্রের সোনালি সাগরবেলা হরিহরেশ্বর। সাগরবেলা ছাড়া এখানকার দ্রষ্টব্য কালভৈরবের মন্দির, হরি ও হর পর্বত। ১৯ কিলোমিটার দূরের অপর সাগরবেলা শ্রীবর্ধন।

২৭. মুম্বই-আলিবাগ-মুরদ-জঞ্জিরা

হাওড়া থেকে মুম্বই যাতায়াতের সময় বাদ দিয়ে পাঁচ-সাত দিনে ঘুরে নেওয়া যায় মুম্বাই, আলিবাগ, কাশিদ, মুরুদ-জঞ্জিরা। আলিবাগ ও মুরুদ ভ্রমণের মাঝে দেখতে পারেন আকসি বিচ, নগাঁও বিচ, বিড়লা মন্দির ও নন্দগাঁও গণেশ মন্দির। মান্ডাওয়া-আলিবাগ রোডের ওপর অবস্থিত আরেক সুন্দর সৈকত কিহিম।

২৮. ঔরঙ্গাবাদ-অজন্তা-ইলোরা

ঔরঙ্গাবাদের পশ্চিমে আছে খাম নদী। ঔরঙ্গজেবের প্রথম সম্রাজ্ঞীর সমাধি-সৌধ বিবি-কা-মকবরার স্থাপত্য ও মহম্মদ বিন তুঘলকের স্মৃতিবিজড়িত দৌলতাবাদ দুর্গ এখানকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান। ঔরঙ্গাবাদ থেকে অজন্তা, ইলোরা বেড়ানো যায়।

২৯. মালসেজ ঘাট

পশ্চিমঘাট পাহাড়ের একটি পাস সবুজে সবুজ মালসেজ ঘাট। পুষ্পবতী নদী আর বাঁধের জলে শীতে হাজার-হাজার পরিযায়ী পাখির সঙ্গে ভিড় জমায় ফ্লেমিঙ্গোর ঝাঁক। উপচে পড়া জলপ্রপাতের সৌন্দর্য দেখতে

মালসেজ ঘাট আসতে হবে বর্ষাকালে। ৪০ কিলোমিটার দূরে শিবাজির জন্মস্থান শিভনেরি।

৩০. আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবন

আগ্রায় দু-দিন থেকে মুঘল আমলের আগ্রা দুর্গ আর বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল দেখে যেতে পারেন মথুরা-বৃন্দাবন। কালো নদী যমুনা আর সাদা পোশাকের বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নিয়েই বৃন্দাবন।

৩১. লখনউ

অতীতের লক্ষ্মণাবতী আজকের লখনউ। আজও শহরের প্রতিটি পরতে জড়ানো অতীতের নবাবি স্মৃতি।

৩২. বারাণসী

তীর্থদর্শন এবং ভ্রমণ, এক যাত্রায় দুই উদ্দেশ্য সফল করার পক্ষে বারাণসী বা কাশী এক আদর্শ স্থান। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসলে আবহমানকালের ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করা যায়।

৩৩. ভূপাল-সাঁচি-বিদিশা-পাঁচমারি

ভূপাল থেকে কন্ডাক্টেড ট্যুরে বা নিজেদের ব্যবস্থাপনায় সাঁচি হয়ে বিদিশা বেড়িয়ে নেওয়া যায়। সাঁচি বিখ্যাত প্রায় ২০০০ বছরের পুরনো বৌদ্ধস্তূপের জন্য। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তৈরি হয়েছিল এই স্তূপগুলি। সাতপুরা পাহাড়ের কোলে পাঁচমারি। চমৎকার আবহাওয়া আর মনমাতানো সবুজ পাহাড়ি প্রকৃতি পাঁচমারির প্রধান সম্পদ।

৩৪. কানহা, বান্ধবগড় ও জব্বলপুর

কানহা ও বান্ধবগড় অভয়ারণ্য খোলা থাকে অক্টোবর থেকে জুন মাস পর্যন্ত। দিনে দুবার জিপ সাফারির আয়োজন করা হয়। জব্বলপুরের প্রধান আকর্ষণ মার্বেল রকস।

৩৫. পেঞ্চ অরণ্য

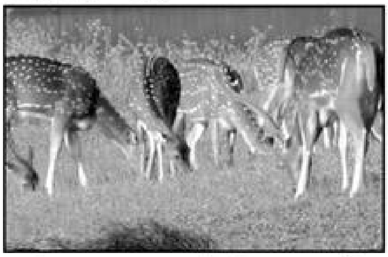

মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ— এই দুই রাজ্যজুড়ে বিস্তৃত পেঞ্চ অভয়ারণ্য। বাঘ ছাড়াও দেখা যায় নানা প্রজাতির হরিণ, গাউর, নীলগাই, ঢোল ইত্যাদি। প্রচুর পাখিও দেখা যায়। সকাল-বিকেল জঙ্গল সাফারি হয়।

৩৬. রাঁচি-নেতারহাট-বেতলা

কলকাতা থেকে রাঁচি হয়ে যেতে হবে নেতারহাট। নেতারহাট পাহাড় থেকে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের শোভা মনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। নেতারহাট থেকে মহুয়াটাঁড় হয়ে যেতে হবে বেতলা অরণ্য।

৩৭. দেওঘর-দুমকা-মলুহাটি-ম্যাসাঞ্জোর

একদিনে দুমকা থেকে মলুহাটি এবং ম্যাসাঞ্জোর ঘুরে আসা যায়। সেক্ষেত্রে সকালের দিকে ম্যাসাঞ্জোর আর বিকেলের দিকে মলুহাটি যাওয়া সুবিধাজনক। বিকেলে পশ্চিমের আলোয় মলুহাটির মন্দিরের দেওয়াল অসাধারণ লাগে।

৩৮. ঘাটশিলা-গালুডি

সুবর্ণরেখা নদীর তীরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘাটশিলা এবং গালুডি। দেখা যেতে পারে ফুলডুংরি পাহাড়, বুরুডি লেক, বিভূতিভূষণের বাড়ি, গালুডি ড্যাম।

৩৯. চিলিকা-মংলাজোরি

ওড়িশার পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগর ছুঁয়ে চিলিকা হ্রদ। চেনা-অচেনা দ্বীপ, পাহাড় আর নীল জলের ছবি এখানে অসাধারণ মনে হয়। হ্রদের ধারে একেকটা পান্থনিবাস ছোট্ট ছুটির আদর্শ ঠিকানা হতে পারে। চিলিকা হ্রদের উত্তরপ্রান্তে পাখির দেশ মংলাজোরি। শীতে এখানে ভিড় জমায় দেশি-বিদেশি হাজার হাজার পাখি। বালুগাঁও স্টেশন থেকে দূরত্ব টাংগি হয়ে ৩৫ কিলোমিটার।

৪০. পুরী

বেশিরভাগ বাঙালির বেড়ানোর হাতেখড়ি হয় পুরী ভ্রমণ দিয়ে। এরপর কতবারই পুরী যেতে হয়, তবু পুরী কখনও পুরনো হয় না। এর প্রধান কারণ যদি হয় পুরীর সমুদ্র আর জগন্নাথদেবের মন্দির, অপর কারণটি হল পুরীকে কেন্দ্র করেই স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসা যায় অদূরবর্তী অন্যান্য বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্রগুলি।

৪১. গোপালপুর অন সি

ওড়িশার গঞ্জাম জেলায় নারকেল-ঝাউয়ের সারি, ব্যাকওয়াটার, লেগুন আর বালিয়াড়ি ঘেরা ছোট্ট সৈকতশহর গোপালপুর।

৪২. সাতকোশিয়া

পাহাড়ি গর্জের মধ্য দিয়ে মহানদী সাতক্রোশ পথ অতিক্রম করে এসেছে বলেই এখানে মহানদীকে নিয়ে এই ঘন অরণ্যাঞ্চলের নাম হয়েছে সাতকোশিয়া গর্জ। বনভূমিতে ঘুরে বেড়ায় বাঘ, হরিণ, হাতি, বাইসন, ভালুক, লেপার্ড ইত্যাদি বন্যপ্রাণী।

৪৩. ভিতরকণিকা

ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী নদীর সঙ্গমে জল-জঙ্গলে ঘেরা ভিতরকণিকা অভয়ারণ্য পাখিদের স্বর্গরাজ্য। প্রায় ২৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে জলপথ। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য।

৪৪. পাড়ুয়া

বিশাখাপত্তনম-কিরন্ডুল রেলপথে পাড়ুয়া। আরাকু উপত্যকা থেকে দূরত্ব ৩৩ কিলোমিটার। এখানকার জালাপুট রিজার্ভয়ারের বুকে মেঘ-রোদ্দুরের মায়াবী কারিকুরি দেখে মন ভরে যায়। দেখে আসা যায় রানিদুদুমা, মালিপাহাড়, ওমকাডেল্লি, দেওমালি।

৪৫. আন্দামানের দ্বীপে দ্বীপে

পোর্টব্লেয়ার থেকে জাহাজে চেপে হ্যাভলক দ্বীপ। হ্যাভলকের সমুদ্রে, সৈকতে, লোকালয়ে দিনদুয়েক কাটিয়ে জাহাজে রঙ্গত। সেখান থেকে মায়াবন্দর। মায়াবন্দর থেকে বিজন দ্বীপ এভিস।

৪৬. কাভারাত্তি-কালপেনি-মিনিকয়

লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণে চাররাত পাঁচদিনের সমুদ্রম প্যাকেজে দেখানো হয় কাভারাত্তি, কালপেনি ও মিনিকয়। দ্বীপে দ্বীপে কায়াকিং, স্নরকেলিং, গ্লাসবটম বোট রাইডিং করা যায়। লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণের অনুমতি দেয় স্পোর্টস (SPORTS)।

৪৭. কুলিক পাখিরালয়

মালদা শহর থেকে কুলিক পাখিরালয় মাত্র ৭৩ কিলোমিটার। কুলিক নদী বয়ে গেছে পাখিরালয়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৮৫ সালে জাতীয় উদ্যানের স্বীকৃতি পেয়েছে কুলিক। শীতে প্রচুর পরিযায়ী পাখি ভিড় জমায়।

৪৮. জয়ন্তীর জঙ্গলে

আলিপুরদুয়ার থেকে শামুকতলা, ময়নাবাড়ি, হাতিপোতা হয়ে জয়ন্তী ঘুরে আসা এক অনন্য অভিজ্ঞতা। ডুয়ার্সের অরণ্য, নদী, চা-বাগান এই অচেনা পথে সঙ্গ দেবে।

৪৯. উত্তরবঙ্গের সামসিং-ঝালং-বিন্দু

শিলিগুড়ি থেকে চালসা হয়ে সামসিং যাওয়ার পথে চোখে পড়বে একের পর এক নামকরা চা-বাগান, কর্মীদের আবাসন, পাহাড়ি মানুষদের ছোট ছোট গ্রাম আর ঘন সবুজ জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের বিস্তার। চালসা থেকে ঝালং ৩৫ কিলোমিটার। ঝালংয়ের অদূরেই সুন্দরী বিন্দু।

৫০. উত্তরবঙ্গের মংপং

শিলিগুড়ি থেকে সেবক ২২ কিলোমিটার। তারপর করোনেশন ব্রিজ পেরিয়ে, ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ৭ কিলোমিটার গেলেই মংপং।

৫১. দার্জিলিং

মেঘ-পাহাড়ের লুকোচুরি আর টয়ট্রেনে যাত্রা— এই নিয়ে চির-চেনা দার্জিলিং।

৫২. কোচবিহার

জমকালো প্রাসাদ, সুশীতল দিঘি, প্রাচীন মদনমোহন মন্দির নিয়ে কোচবিহার এক সুন্দর সাজানো শহর।

৫৩. কালিম্পং-লাভা-লোলেগাঁও

কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে কালিম্পং। কালিম্পং থেকে বাসে বা ভাড়াগাড়িতে ঘন সবুজ পাহাড়ি গ্রাম লাভা আর লোলেগাঁও। আরেকটু এগিয়ে নির্জন রিশপ।

৫৪. উত্তরবঙ্গের মূর্তি

মূর্তিতে আছে উত্তরের পার্বত্যভূমি থেকে নেমে আসা খরস্রোতা, স্বচ্ছসলিলা মূর্তি নদী। গভীর জঙ্গল, চা-বাগান, আদিবাসীদের গ্রাম আর থাকার জন্য অনিন্দ্যসুন্দর এক বনবাংলো।

৫৫. ধুপঝোরা

গোরুমারা অরণ্য-সংলগ্ন ধুপঝোরা অরণ্য। মাল জংশন থেকে দূরত্ব ২৮ কিলোমিটার এবং চালসা থেকে ১০ কিলোমিটার। সকাল-বিকেল জঙ্গল সাফারির ব্যবস্থা আছে। থাকার জন্য রয়েছে গাছবাড়ি।

৫৬. জলদাপাড়া-খয়েরবাড়ি

চা-বাগানে ঘেরা হাসিমারা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে মাদারিহাট। সেখান থেকেই জলদাপাড়ার জঙ্গল বেড়াতে হবে। মাদারিহাট থেকে খয়েরবাড়ি নেচার পার্ক অ্যান্ড লেপার্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ১০ কিলোমিটার।

৫৭. রসিকবিল

জল-জঙ্গল-প্রকৃতির মাঝে রসিকবিলের বনবাংলো ছোট্ট ছুটির ঠিকানা। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরের রসিকবিল বর্ষাতেও সুন্দর।

৫৮. পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর

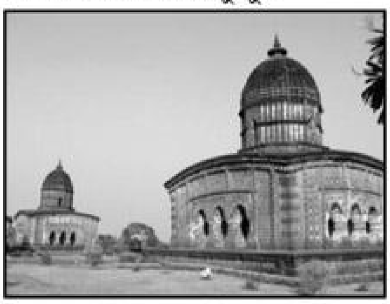

বিষ্ণুপুরের টেরাকোটার মন্দির বাংলার অহঙ্কার। কলকাতা থেকে দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার। কিনতে পারেন বালুচরি, স্বর্ণচরি শাড়ি।

৫৯. বড়ন্তি

আসানসোলের কাছে শাল-পিয়ালের ছায়ায় ঘেরা নির্জন আদিবাসী গ্রাম বড়ন্তি। সপ্তাশেষের ভ্রমণের জন্য আদর্শ স্থান। বসন্তে সেখানে শিমুল পলাশে আকাশ রাঙা হয়ে থাকে।

৬০. ট্রেনে চেপে দীঘা

হাওড়া থেকে তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস ছাড়ে সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে এবং কান্ডারী এক্সপ্রেস ছাড়ে দুপুর ২টো ১৫ মিনিটে। সম্প্রতি চালু হয়েছে দীঘা দুরন্ত এক্সপ্রেস। ট্রেনটি হাওড়া থেকে ছাড়ে সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে।

৬১. তাজপুর

দীঘার কাছে পশ্চিমবঙ্গের নতুন সাগরবেলা। রামনগর, বালিসাই, আলমপুর ফিশারিজ হয়ে তাজপুর। চারদিকে ঝাউবন। শান্ত, নির্জন সাগরবেলা তাজপুর। আছে প্যারাসেইলিং, কোস্টাল সাইক্লিং, র‍্যাফটিং-এর ব্যবস্থা।

৬২. সুন্দরবনের জল-জঙ্গল

বঙ্গোপসাগরের কূলে বিনুনির মতো নদী-নালা-খাঁড়ি আর ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ছাওয়া ছোট ছোট ব-দ্বীপ— এই নিয়েই সুন্দরবন। এই জল-জঙ্গলের রাজা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

৬৩. বকখালি-ফ্রেজারগঞ্জ

ধর্মতলায় শহিদ মিনারের কাছ থেকে ছেড়ে ভূতল পরিবহণের বাস পাঁচ ঘণ্টায় বকখালি পৌঁছয়। দূরত্ব ১৩০ কিলোমিটার। বকখালি থেকে ২ কিলোমিটার দূরে আরেক সৈকত ফ্রেজারগঞ্জ।

৬৪. দক্ষিণবঙ্গের সাগরদ্বীপ

গঙ্গানদীর মোহনাতেই সাগরদ্বীপ। দ্বীপের অপর প্রান্তে ঝাউবনের পিছনেই উত্তাল সমুদ্র। পূর্ণিমার রাতে রুপোলি বালির ঢিবির ওপরে চাঁদের আলোয় গঙ্গাসাগরের রূপ অসামান্য।

৬৫. মন্দারমণি

কলকাতার কাছেই মন্দারমণির সোনালি সৈকত। দুয়েকদিনের ছুটি কাটানোর জন্য আদর্শ।

৬৬. শান্তিনিকেতন
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতন। অদূরে বল্লভপুর ডিয়ার পার্ক।

৬৭. বার্সে-উত্তরে-পেলিং
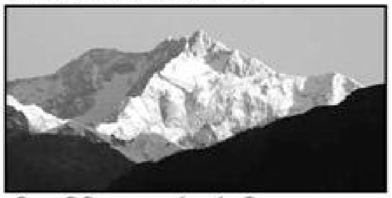

পশ্চিম সিকিমের বার্সে মার্চ-এপ্রিলে নানা রঙের রডোডেনড্রনে রঙিন হয়ে ওঠে। এন জে পি স্টেশন থেকে জোরথাং হয়ে হিলে ৫ ঘন্টার পথ। হিলে থেকে ৪ কিলোমিটার হাঁটাপথে বার্সে। বার্সে থেকে রিনচেনপং ও হি-বারমিওক দেখে পাহাড়ের কোলে ছোট্ট গ্রাম উত্তরে। উত্তরের খুব কাছেই পেলিং।

৬৮. গুরুদোংমার, আরিতার, রিনচেনপং

উত্তর সিকিমের গুরুদোংমার হ্রদের জলে মার্চের মাঝামাঝি ইতস্তত বরফের চাঁই। গুরুদোংমার গ্যাংটক থেকে ১৯০ কিলোমিটার। অচেনা হ্রদ আরিতার আর রমণীয় রিনচেনপংও মুগ্ধ করে। নিরালা রিনচেনপং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্যান্য গিরিশৃঙ্গ দৃশ্যমান।

৬৯. সিকিমের রাবংলা
রাবংলার আকাশ জুড়ে সপার্ষদ কাঞ্চনজঙ্ঘা। এছাড়া কাছেপিঠের বৌদ্ধগুম্ফা, চা-বাগান, মৈনাম পাহাড়ের আকর্ষণও কম নয়।

৭০. গুয়াহাটি-কাজিরাঙা

গুয়াহাটি থেকে কাজিরাঙা যাওয়ার পথে বাসের বাঁদিকে বসলে জাখালবান্ধা অতিক্রম করার পর কীভাবে জঙ্গল শুরু হচ্ছে তা বেশ ভালোভাবে বোঝা যাবে। কপাল ভালো হলে কোহরা মোড়ে পৌঁছনোর আগেই পথ-সংলগ্ন জঙ্গলে গণ্ডারের দর্শন মিলতে পারে।

৭১. শিলং
শিলং-চেরাপুঞ্জির জলপ্রপাতগুলি বর্ষাধারায় নতুন প্রাণ পায়। শীতে শিলং বেশ ঠান্ডা তবে আবহাওয়া মনোরম।

৭২. মাওলিনং
এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম মাওলিনং। দূরত্ব শিলং থেকে ৯০ কিলোমিটার। খ্রিস্টান অধ্যুষিত গ্রাম মাওলিনং-এ রাত্রিবাসও করা যেতে পারে। এখানে দেখে নিন ব্যালেন্সিং রক এবং লিভিং রুটব্রিজ।

৭৩. বমডিলা থেকে তাওয়াং
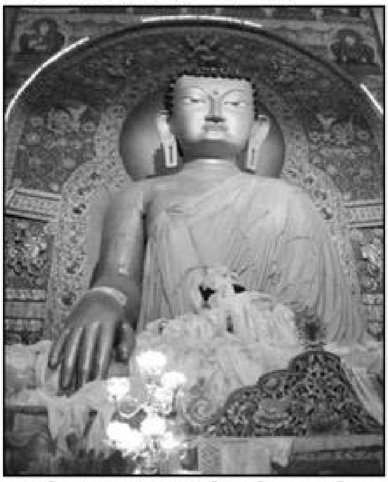

গুয়াহাটি থেকে ভালুকপং, বমডিলা, দিরাং আর বিখ্যাত সেলা পাস (উচ্চতা ১৩,৭২১ ফুট) পেরিয়ে তাওয়াং যাওয়াই এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। তাওয়াংয়ের অসাধারণ প্রাকৃতিক শোভা এবং বিশাল বৌদ্ধমঠের খ্যাতি এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছে গেছে।

৭৪. নামদাফা
কলকাতা থেকে ট্রেনে তিনসুকিয়া বা বিমানে ডিব্রুগড় পৌঁছে সড়কপথে যেতে হবে মিয়াও। সেখান থেকে নামদাফার দিবান বনবাংলো। দিনকয়েক কাটানো যেতে পারে নামদাফার জঙ্গলে পশুপাখি, অচেনা পাখি দেখে। বর্ষা বাদে সারাবছর আসা যায় নামদফায়।

৭৫. ৮ দিন ৭ রাতের ত্রিপুরা প্যাকেজ
ত্রিপুরা পর্যটনের ডিসকভার ত্রিপুরা প্যাকেজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জম্পুই হিল, ঊনকোটি, কমলাসাগর, নীরমহল, মাতাবাড়ি, সিপাহিজলা, আগরতলা।

৭৬. গোয়া

হাওড়া থেকে সরাসরি গোয়া যায় অমরাবতী এক্সপ্রেস। গোয়া বেড়ানোর জন্য গোয়া পর্যটনের সাউথ গোয়া ও নর্থ গোয়া ট্যুর সেরা। দুটি ট্যুরের প্রত্যেকটিতেই মাথাপিছু খরচ ১৪০ টাকা। দিনদুয়েক কোনও নিরালা সৈকতের ধারে কাটাতে ভালো লাগবে।

৭৭. করবেট ন্যাশনাল পার্ক
করবেট ন্যাশনাল পার্কের উত্তরে শিবালিক হিমালয়। জঙ্গলের বুক চিরে বয়ে গেছে রামগঙ্গা নদী। জাতীয় উদ্যানের মধ্যে বনদপ্তরের পাঁচটি বাংলো আছে।

৭৮. পিথোরাগড়-মুন্সিয়ারি
চির-পাইনে ঢাকা পিথোরাগড় প্রাচীনকালে তিব্বত-ভারত বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। শহরের পশ্চাদপটে হিমালয়ের পঞ্চশৃঙ্গ— চান্দক, থল, ধ্বজ, কেদার ও কুন্দর। পিথোরাগড় থেকে মুন্সিয়ারির দূরত্ব ১২৮ কিলোমিটার।

৭৯. নৈনিতাল-আলমোড়া-বিনসর
রেলপথে কাঠগোদাম বা লালকুঁয়া দিয়ে নৈনিতাল পৌঁছে সেখান থেকে সড়কপথে আলমোড়া। আলমোড়া থেকে ৩১ কিলোমিটার দূরে ২,৪১২ মিটার উচ্চতায় জঙ্গলের মধ্যে বিনসর।

৮০. টনকপুর-শ্যামলাতাল-চম্পাবত-মায়াবতী

টনকপুর থেকে চম্পাবত ৭৫ কিলোমিটার। টনকপুর থেকে বাসে বা ভাড়া গাড়িতে ঘুরে আসতে পারেন শ্যামলাতাল। শ্যামলাতালের খুব কাছেই মায়াবতী আশ্রমের লন থেকে দেখা যায় কুমায়ুন হিমালয়ের বরফাবৃত শৃঙ্গমালা।

৮১. রানিখেত-কৌশানি-চৌকরি
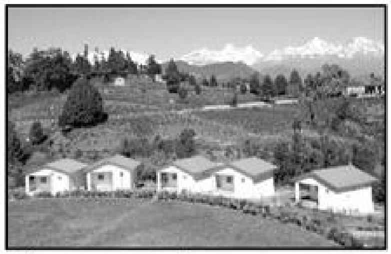

মার্চ থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বর এপথে ঘোরার সেরা সময়। বর্ষাকালে এপথে না যাওয়াই ভালো। রানিখেত শহরটি পাহাড়ের ঢালে এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে-কোনও জায়গা থেকেই অবারিত দৃষ্টিপথে ধরা দেয় হিমালয়ের বেশ কিছু বিখ্যাত গিরিশৃঙ্গ। কৌশানি আর চৌকরিতে দু'রাত করে থাকতে ভালো লাগবে।

৮২. কর্নাটকের বন্দিপুর

মহীশূর থেকে বন্দিপুর অরণ্য মাত্র ৮০ কিলোমিটার। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে নুগুর, কাবিনি আর ময়ার নদী। বন্দিপুরের বনবাংলোয় দু-তিনদিন থেকে, মারুতি জিপসি নিয়ে অরণ্যভ্রমণ করতে পারেন।

৮৩. বেঙ্গালুরু-মহীশূর

পড়াশুনো বা চাকরির কারণে বেঙ্গালুরুতে থাকেন এখন অনেক বাঙালি। বেঙ্গালুরু শহরে ঘুরে দেখে নিন লালবাগ, বিধান সৌধ, হ্যান্ডিক্রাফটস এম্পোরিয়াম। মহীশূরে দেখুন বুল টেম্পল, টিপুর প্রাসাদ, মিউজিয়াম।

৮৪. হাম্পি-বাদামি-বিজাপুর

তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরের প্রাচীন জনপদ হাম্পিতে ছড়িয়ে আছে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। হাম্পির সৌধগুলি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। চালুক্য রাজধানী বাতাপি অধুনা বাদামির মূল আকর্ষণ গুহামন্দির। প্রাচীন সমৃদ্ধশালী ইতিহাসের শহর বিজাপুর।

৮৫. যোগ জলপ্রপাত

বেঙ্গালুরু থেকে ৩৭৭ কিলোমিটার দূরে কর্নাটকের শিমোগা জেলায় ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত যোগ জলপ্রপাত। শরাবতী নদীর জলে পুষ্ট যোগ জলপ্রপাতে চারটি ধারায় নেমে এসেছে জলধারা— রাজা, রানি, রকেট, রোরার। বর্ষায় যোগ অনন্য।

৮৬. হায়দ্রাবাদ

ইতিহাসের শহর হায়দ্রাবাদ। চারমিনার গেট, গোলকোন্ডা দুর্গ, সালারজং মিউজিয়াম ও আরও নানান ইতিহাসের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে শহর জুড়ে।

৮৭. অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম-আরাকু

দিন কয়েকের ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে লোকে যা চায় তার প্রায় সবকিছুই হাজির রয়েছে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী বন্দরশহর বিশাখাপত্তনমে। অদূরে কৈলাসগিরি এবং ঋষিকোন্ডা বিচ। আরাকু বেড়াতে গিয়ে অতিরিক্ত প্রাপ্তি হবে পাহাড়িপথে ব্রডগেজ ট্রেনে চড়ার এক ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা। এছাড়া পাওয়া যাবে ভারতের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক গুহা বোরাগুহালু চাক্ষুষ করার সুযোগ।

৮৮. নাগার্জুনকোন্ডা

কৃষ্ণা নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে তৈরি হয়েছে নাগার্জুনসাগর জলাধার। সেই জলাধারের বুকে জেগে আছে নাগার্জুনকোন্ডা। এখানকার প্রধান আকর্ষণ নাগার্জুনসাগর থেকে নাগার্জুনকোন্ডা পর্যন্ত নৌবিহার। তিনদিকে নাল্লামালা পাহাড়। নাগার্জুনকোন্ডা থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে ইথিপোথালা জলপ্রপাত।

৮৯. গোদাবরীতে ভেসে পপিকোন্ডালু

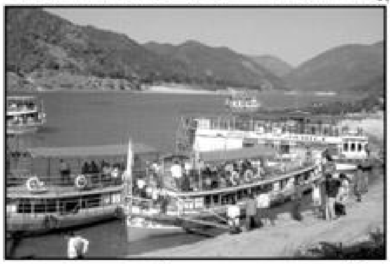

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজামুন্দ্রি থেকে বাস বা গাড়িতে পুরুষোত্তমপট্টনম বা পট্টিসীমা। এখান থেকে গোদাবরীর বুকে ভেসে বেড়ানো। গোন্ডাপোচাম্মা, পেরেন্টাপল্লি ঘুরে দেখে সন্ধেয় ফেরা পট্টিসীমা। ফিরতে না চাইলে রাতে থাকা যায়।

৯০. বিজয়ওয়াড়া-সূর্যলঙ্কা বিচ

কৃষ্ণা নদীর তীরে বিজয়ওয়াড়া অন্ধ্রপ্রদেশের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। ১২২৩.৫ মিটার লম্বা প্রকাশম বাঁধটি আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য। এছাড়া দেখুন কনকদুর্গা মন্দির, গান্ধিস্তূপ, ভিক্টোরিয়া জুবিলি জাদুঘর, ভবানী আইল্যান্ড। ১০০ কিলোমিটার দূরে নির্জন সূর্যলঙ্কা বিচ।

৯১. তাড়পাত্রি-বেলুম

অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার অল্পচেনা গন্তব্য তাড়পাত্রি আর বেলুম। তাড়পাত্রিতে আছে ভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দির এবং বেলুমে প্রাকৃতিক গুহা। তাড়পাত্রি থেকে বেলুমের দূরত্ব ৩১ কিলোমিটার।

৯২. হর্সলে হিলস

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস। সারাবছর আসা যায়। চারদিকে দেবদারু, পলাশ, ইউক্যালিপ্টাস, সেগুন, আমগাছের সারি। হর্সলে পাহাড়ে পৌঁছনোর রাস্তাটি খুব সুন্দর।

৯৩. রায়পুর-সিরপুর-বারনাওয়াপাড়া

ছত্তিশগড়ের বারনাওয়াপাড়া অভয়ারণ্যের সৌন্দর্য এখনও অনাঘ্রাত। জঙ্গলের ধারেই ছত্তিশগড় পর্যটনের রিসর্ট। রায়পুর থেকে সিরপুরের মন্দিরগুচ্ছ দেখে রওনা হতে পারেন বারনাওয়াপাড়া অরণ্যের দিকে।

৯৪. কোচিন-মুন্নার-পেরিয়ার

ভেম্বানাদ হ্রদের তীরে কেরালার বাণিজ্যনগরী কোচিন। কোচিনে এলে ব্যাকওয়াটার ক্রুইজের আনন্দ উপভোগ করবেন। পশ্চিমঘাটের নীলগিরি পর্বতমালার কোলে মুন্নার। সবুজ চা-বাগান, লেক, ঝরনা, নদী, মশলার বাগান আর জঙ্গল নিয়ে অপরূপ শৈলশহর। মুন্নারের কাছেই হাতির বিচরণক্ষেত্র পেরিয়ার অভয়ারণ্য।

৯৫. আলেপ্পি-কুইলন-ভারকালা-ত্রিবান্দ্রাম

আলেপ্পি-কুইলন ব্যাকওয়াটার ক্রুইজে না গেলে কেরালা ভ্রমণের অর্ধেক মজাই মাটি। সবুজ প্রকৃতি আর পাহাড়ি টিলায় সাজানো কেরালার অন্যতম সুন্দর সৈকত ভারকালা। ত্রিবান্দ্রমের সি ভি এন কালারিতে গিয়ে দেখতে পারেন মার্শাল আর্ট কালারিপায়াট্টুর কলাকৌশল।

৯৬. পুডুচেরি

বঙ্গোপসাগরের তীরে ঋষি অরবিন্দের স্মৃতিবিজড়িত পুডুচেরি। ফরাসিদের তৈরি শহর। এখানকার প্রধান আকর্ষণ অরবিন্দ আশ্রম। দেখে নিতে পারেন অরোভিল ও মাতৃমন্দির। শহরে দেখে নিন মনোরম সাগরবেলা। পুডুচেরির নতুন আকর্ষণ চুনাম্বার সৈকত।

৯৭. ইয়েরকাড হোগেনাক্কাল

তামিলনাড়ুর শেভারয় পাহাড়ের ওপর কমলালেবু ও মশলার বাগিচা নিয়ে ইয়েরকাড। নিকটবর্তী বড় শহর সালেম থেকে দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটার। অন্য পথে সালেম থেকে হোগেনাক্কাল ১১৪ কিলোমিটার। কাবেরী নদীর ওপর হোগেনাক্কাল প্রপাত দেখতে হয় কেরাকল নৌকোয় চেপে।

৯৮. চেন্নাই-উটি-কোদাইকানাল

দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ে সুন্দর শৈলাবাস উধাগামণ্ডলম বা উটি। টয়ট্রেন, চা-বাগান ও টলটলে জলের হ্রদ নিয়ে ভারতের অন্যতম সেরা পর্যটনস্থল। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার গায়ে কোদাই লেককে ঘিরে শৈলশহর কোদাইকানাল।

৯৯. চেন্নাই-মহাবলীপুরম-কাঞ্চিপুরম

মহাবলীপুরমের খ্যাতি তার সৈকত মন্দিরের জন্য। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে মন্দিরগুলো তৈরি হয় পল্লবরাজাদের হাতে। দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে গড়া পাথর কুঁদে শিল্পকলা আজও আকর্ষণীয়। কাঞ্চিপুরমও মন্দিরনগরী। শাড়ি ও পোশাক শিল্পে কাঞ্চিপুরমের সুখ্যাতি আছে। পুডুচেরিতে দ্রষ্টব্য অরবিন্দ আশ্রম, মিউজিয়াম, বিচ, অরোভিল্লা, মুদালিয়ার কুপ্পাম-এ বোটিং।

১০০. কন্যাকুমারী-মাদুরাই-রামেশ্বরম-ত্রিচি

তিন সাগরের মিলনস্থানে ভারতের শেষ বিন্দু কন্যাকুমারী তীর্থভূমি। কন্যাকুমারী মন্দিরের অদূরে ফেরিঘাট থেকে লঞ্চ ছাড়ছে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল যাওয়ার জন্য। মাদুরাইয়ের জগত জোড়া খ্যাতি মীনাক্ষী মন্দিরের জন্য। মন্দিরময় দ্বীপভূমি রামেশ্বর। কাবেরী নদীর তীরে চোল রাজাদের প্রাচীন রাজধানী তিরুচিরাপল্লি, অধুনা ত্রিচি।

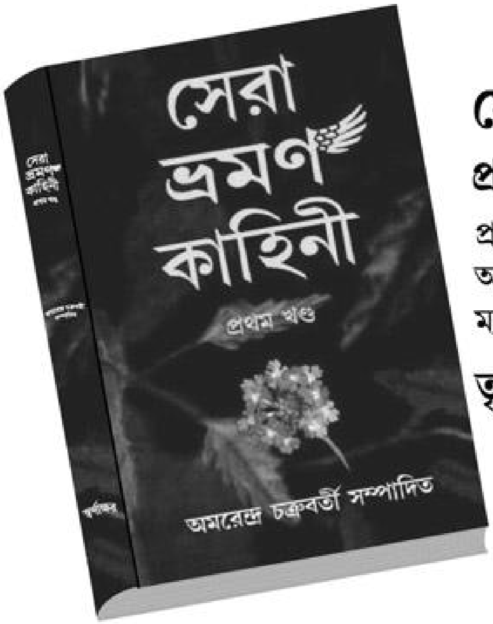

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রথম খণ্ড

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। সহস্রাধিক পাতা।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

তৃতীয় মুদ্রণ। ₹৩৫০

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-Mail:** info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট),
স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

পান্না অভয়ারণ্য খোলা থাকে ১৬ অক্টোবর থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত।

□ খাজুরাহো থেকে পান্না অভয়ারণ্যের দূরত্ব কত? গাড়িতে যেতে কীরকম খরচ পড়ে? এই অরণ্য বছরের কোন সময় খোলা থাকে? এখানে থাকার কী ব্যবস্থা আছে?

□□ খাজুরাহো থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে পান্না অরণ্য। যেতে গাড়িভাড়া পড়ে মোটামুটি ১,৫০০-২,০০০ টাকা। এই অরণ্য খোলা থাকে ১৬ অক্টোবর থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত। অরণ্যের প্রবেশমূল্য ২৫ টাকা, গাইড চার্জ ৭৫ টাকা। পান্নাতে থাকার জন্য রয়েছে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের **জঙ্গল ক্যাম্প** (☎২২৮৩-৩৫২৬), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৯৯০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)।
প্রাইভেট হোটেল: **পান্না টাইগার রিসর্ট** (☎৯৮৩০১-৮৯৭৭৮), ভাড়া ১,৮০০-৩,৫০০ টাকা।

□ মানস ন্যাশনাল পার্কে যেতে চাই। মাথানগুড়ি বনবাংলোয় থাকতে কীরকম খরচ? এছাড়া আর কোথায় থাকার ব্যবস্থা আছে? সেক্ষেত্রে কীরকম খরচ পড়বে? কাকৈজানা রিজার্ভ ফরেস্টে গোল্ডেন লাঙ্গুর দেখার জন্য সাফারি করতে চাই। কীরকম খরচ পড়বে?

□□ বারপেটা রোড থেকে বাঁশবাড়ি রেঞ্জ অফিস হয়ে মাথানগুড়ি বনবাংলোর দূরত্ব মাত্র ৪০ কিলোমিটার হলেও বনভ্রমণের প্রস্তুতির জন্য একটি রাত বারপেটা রোড শহরে থাকতেই হবে। বনবাংলোর ঘর বুকিংয়ের জন্য এবং বনভ্রমণ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য এবং নিয়মকানুন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।
ফিল্ড ডিরেক্টর
টাইগার প্রোজেক্ট, মানস
বারপেটা রোড, অসম
☎(০৩৬৬৬) ২৬১৪১৩
বারপেটা রোড শহরে রাত্রিবাসের জন্য রয়েছে পর্যটন দপ্তরের **ট্যুরিস্ট লজ** (☎২৬০৩০০), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৬০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,১০০ টাকা, এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা, স্যুইটের ভাড়া ১,৭৫০ টাকা।
প্রাইভেট হোটেল: **চিত্রলেখা** (☎২৬০৮৬৬), ভাড়া ৪৯৫-১,১০০ টাকা। **হোটেল গীতাঞ্জলি** (☎২৬৩৬১৪), ভাড়া ৪০০ টাকা। **হোটেল ডলি** (☎২৬০৮২৩), ভাড়া ৫০০-৮৫০ টাকা। **মাথানগুড়ি বনবাংলো** (বাবলু ব্রহ্ম: ☎০৯৪৩৫১-২৪৯৪৯), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা। প্রয়োজনীয় বাজার-হাট বারপেটা রোড থেকেই করতে হবে। বনবাংলোর রাঁধুনি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে রান্না করে দেবে। জঙ্গলে প্রবেশশুল্ক জনপ্রতি ৫০ টাকা। ক্যামেরা ও গাড়ির জন্যও আলাদা টাকা জমা দিতে হবে। জঙ্গলে ভালোভাবে ঘুরতে হলে গাড়ির ওপরই নির্ভর করতে হবে। বনবাংলোর কাছে-পিঠের জঙ্গলে ঘোরার জন্য এলিফ্যান্ট রাইডের ব্যবস্থা আছে। মাথাপিছু খরচ ৩০০ টাকা।
মাথানগুড়ি বনবাংলো ছাড়া আরেকটি থাকার জায়গা হল **বাঁশবাড়ি লজ** (☎৯০০৭০-০৯০৬১), এখানে দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,০০০ টাকা। বাঁশবাড়ি লজ থেকে জিপে জঙ্গল সাফারির ব্যবস্থা আছে। এছাড়া কাকৈজানা রিজার্ভ ফরেস্ট ও থাকা (হোমস্টে), খাওয়া এবং গোল্ডেন লাঙ্গুর সাফারির জন্য যোগাযোগ করতে পারেন: সঞ্জীব রায় (☎০৯৪৩৫৩-১৪১৫৬), ভুবনচন্দ্র রায় (☎০৯৪৩৫৭-০১৮৭৮)। এক্ষেত্রে হোমস্টের খরচ পড়বে মাথাপিছু ৫০০ টাকা। মাথাপিছু নিরামিষ খাবারের খরচ ১৫০ টাকা এবং আমিষ খাবারের খরচ ২০০ টাকা। ২ থেকে আড়াইঘণ্টা জঙ্গল সাফারিতে মাথাপিছু খরচ পড়বে ৩০০ টাকা।

□ সিমলা থেকে মানালি হয়ে লে যাব। এর জন্য কি কোনও পারমিট লাগে? লাগলে কোথা থেকে তা সংগ্রহ করব? লে থেকে গাড়িভাড়া করে দ্রষ্টব্যস্থানগুলি ঘুরতে কীরকম খরচ লাগে? লে-তে থাকার কয়েকটি হোটেলের সন্ধান দিলে ভালো হয়।

□□ মানালি থেকে সড়কপথে লাদাখের সদর শহর লে-র দূরত্ব ৪৭৩ কিলোমিটার। যেতে সময় লাগে ২ দিন। পথে সারচু-তে ক্যাম্পে থাকতে হবে। এই পথ খোলা পাবেন সাধারণত জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। লে শহরের দ্রষ্টব্যস্থানগুলি ঘুরতে কোনও পারমিট লাগে না। তবে লে শহর থেকে প্যাংগং হ্রদ, সো-মোরিরি হ্রদ, নুব্রা ভ্যালি, আর্যগ্রাম বেড়ানোর জন্য ইনারলাইন পারমিটের প্রয়োজন। পোলো গ্রাউন্ডের কাছে রয়েছে লে শহরের ডি সি অফিস। এখান থেকে সরকারি সচিত্র পরিচয়পত্রের জেরক্স কপি সহ গন্তব্যস্থলের নাম নিয়ে আবেদন করলে পারমিট পাওয়া যায়। তবে হোটেল কর্তৃপক্ষ বা গাড়ির ড্রাইভারকে বললে তারাও সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে এই পারমিট করিয়ে দেয়। প্রত্যেক যাত্রাপথের মিলিটারি চেকপোস্টে এই পারমিটের ফটোকপি জমা দিতে হবে। তাই রুটপিছু পারমিটের ৫-৬ কপি করে ফটোকপি সঙ্গে রাখবেন। তবে মনে রাখবেন, আসল কপিটি সঙ্গে রাখলেও সেটি কোথাও কখনওই জমা দেবেন না বা হারাবেন না। ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড সঙ্গে রাখতে ভুলবেন না। একদিনে লে শহরের দ্রষ্টব্য দেখে বেড়ানোর জন্য গাড়িভাড়া পড়বে ৩,০০০ টাকা। প্যাংগং হ্রদে ১ রাত ২ দিনের ট্রিপে খরচ পড়বে ৭,৭৭১ টাকা। সো-মোরিরি হ্রদে ১ রাত ২ দিনের ট্রিপে খরচ পড়বে ৮,৯০০ টাকা। নুব্রা উপত্যকায় ১ রাত ২ দিনের ট্রিপে খরচ পড়বে ৭,৯৭১ টাকা। সকাল সকাল বেরিয়ে আর্যগ্রাম ঘুরে সন্ধেয় ফিরে আসার খরচ পড়বে ৫,৮৫৮ টাকা। সঙ্গে আলচি গুম্ফা এবং লিকির গুম্ফা যেতে হলে আরও ৬০০ টাকা অতিরিক্ত লাগবে। বেড়ানোর জন্য সুমো, কোয়ালিস বা স্করপিও জাতীয় গাড়ি নিতে হবে। একটি গাড়িতে ৬ জনের বেশি যাত্রী নেওয়া হয় না। তবে মনে রাখবেন তেলের দাম কমা-বাড়ার ওপর গাড়িভাড়াও ওঠা-নামা করে। এপ্রিল থেকে ভাড়া বাড়ার সম্ভাবনা আছে। গাড়ির জন্য যোগাযোগ: সোনম শেরিং (☎০৯৪১৯৩-৭২৮১৭), থনড়ুপ (☎০৯৬২২৯-৯২৩৪৭)।
একটা কথা খেয়াল রাখবেন, বিমান বা সড়কপথে যেভাবেই লে শহরে পৌঁছন না কেন প্রথমেই ঘোরাঘুরি না করে একটা পুরোদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। অক্সিজেন কম থাকায় লাদাখে উচ্চতাজনিত শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই বিশ্রাম নিয়ে শরীরকে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
লে শহরে থাকার জন্য কয়েকটি হোটেল হল: **ইয়াক টেল** (☎০১৯৮২-২৫২১১৮), ভাড়া ১,৮০০-২,০০০ টাকা। **হোটেল হিলটাউন, লে প্যালেস** এবং **সিয়াচেন**-এর ভাড়া ২,২০০-২,৭০০ টাকা।
বুকিং: ☎৯৮৩০২-৫৮৮২৮
হোটেল কাংরি (☎৯৪৩২০-১২১৩১), ভাড়া ২,২০০-৪,০০০ টাকা। **দেওয়াচান**

ইন্টারন্যাশনাল, থংসেল গেস্টহাউস, ভাড়া ১,৫০০-২,৫০০ টাকা।
বুকিং: ☎২৪১৭-৪৫০১
হোটেল ড্রিমল্যান্ড (☎৪০৬০-৫১৫২), ভাড়া ১,৪০০-২,২০০ টাকা। **গালোয়ান গেস্টহাউস** (☎৯৪৩২৬-৪৯৯১২), ভাড়া ১,০০০-১,৫০০ টাকা।

□ একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে নাসিক যাব। সেখান থেকে সাপুতারা পৌঁছতে কীরকম সময় লাগবে? সাপুতারায় থাকার কী ব্যবস্থা আছে?
□□ নাসিক থেকে প্রাইভেট গাড়িতে সাপুতারা পৌঁছতে সময় লাগবে আড়াই থেকে তিনঘণ্টা। সাপুতারায় থাকার জন্য রয়েছে গুজরাট পর্যটনের **তোরণ হিল রিসর্ট** (☎২৩৭২২৬), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা, 'এ' টাইপ বাংলো ৩,২০০ টাকা, 'সি' টাইপ বাংলো ৯০০ টাকা, 'ডি' টাইপ বাংলো ১,০০০ টাকা। সহ্যাদ্রি কটেজের ভাড়া ৬০০ টাকা, সহ্যাদ্রি সাধারণ কটেজের ভাড়া ৫০০ টাকা, তিনশয্যার সাধারণ সূর্য কটেজের ভাড়া ৯৫০ টাকা, তিনশয্যার সূর্য এ সি ডিলাক্স কটেজের ভাড়া ১,৬০০ টাকা, ডর্মিটরি শয্যাপ্রতি ৭৫ টাকা (ডর্মিটরি বাদে অন্যান্য ভাড়ার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চ অথবা ডিনারের খরচ ধরা আছে (২৬, ২৭ মার্চ দোল উৎসবের সময় ঘরভাড়া বাড়বে)।
প্রাইভেট হোটেল: **হোটেল চিত্রকূট** (☎২৩৭২২১), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,৬০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৩,০০০ টাকা। **হোটেল পতঙ্গ** (☎২৩৭২৫১), ভাড়া ৪,০০০-৬,০০০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনারের খরচ ধরার আছে)। **হোটেল সওশান্তি লেক রিসর্ট** (☎২৩৭২৪৫), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,২০০ টাকা, এ সি ঘরের ভাড়া ২,৬০০ টাকা, আটশয্যার ডর্মিটরির ভাড়া ৩,৫০০ টাকা।
সাপুতারার এস টি ডি কোড: ০২৬৩১।

□ আমরা তিন বন্ধু উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী হয়ে তপোবন যেতে চাই। কীভাবে গেলে সুবিধা হবে? উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, গোমুখ, তপোবন– সবকটি জায়গায় থাকার কীরকম ব্যবস্থা আছে?
□□ হাওড়া থেকে হরিদ্বার যাচ্ছে ১২৩২৭ উপাসনা এক্সপ্রেস (মঙ্গল, শুক্র), ১৩০০৯ দুন এক্সপ্রেস, ১২৩৬৯ কুম্ভ এক্সপ্রেস (মঙ্গল ও শুক্র বাদে প্রতিদিন)। হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ হরদম বাস, শেয়ার জিপ ও অটো যাচ্ছে। হরিদ্বার বা হৃষীকেশ থেকে উত্তরকাশী যেতে বাসে সময় লাগে ৬-৭ ঘণ্টা। হৃষীকেশ থেকে শেয়ার জিপও চলছে। উত্তরকাশী থেকে গঙ্গোত্রী ১০০ কিলোমিটার। গঙ্গোত্রী থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে ভুজবাসা, ভুজবাসা থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে গোমুখ এবং গোমুখ থেকে আরও ৬ কিলোমিটার গেলে তপোবন। উত্তরকাশীতে থাকার জন্য রয়েছে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের **ট্যুরিস্ট রেস্টহাউস** (☎০১৩৭৪-২২২২৭১), সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৭০০ টাকা, ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৩০০ টাকা, ফ্যামিলি রুম ১,৩০০ টাকা, ডর্মিটরি শয্যাপ্রতি ১৫০ টাকা (মে, জুন মাসে ভাড়া বাড়বে)।
প্রাইভেট হোটেল: **ভাগীরথী রিজেন্সি**, ভাড়া ১,২০০-১,৫০০ টাকা। **নিউ গঙ্গাপুত্র**, ভাড়া ১,২০০ টাকা। **মহিমা রিসর্ট**, ভাড়া ১,২০০-১,৮০০ টাকা। বুকিং: ☎০৯৬৩৯২-৪৫৫৪২। **গীতাঞ্জলি রিসর্ট** (☎৯০০৭০-০৬৭৯৪), ভাড়া ১,৬০০-২,০০০ টাকা।
গঙ্গোত্রীতে রয়েছে জি এম ভি এন-এর **ট্যুরিস্ট রেস্টহাউস** (☎০১৩৭৭-২২২২২১), ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৯৪০ টাকা, ফ্যামিলি স্যুইট ১,৭৭০ টাকা, ইকনমি ঘরের ভাড়া ৯১০ টাকা, ডর্মিটরি শয্যাপ্রতি ২২০ টাকা।
প্রাইভেট হোটেল: **হোটেল জাহ্নবী**, ভাড়া ১,০০০-১,২০০ টাকা। **গঙ্গাপুত্র**, ভাড়া ৮০০-১,০০০ টাকা। **মণীষা গেস্টহাউস**, ভাড়া ১,২০০-১,৫০০ টাকা।
বুকিং: ☎৯৯০৩৫-২৫০৪০।
এছাড়া উত্তরকাশী থেকে চিরবাসা, ভুজবাসা, গোমুখ ও তপোবনে থাকার জন্য টেন্ট, পোর্টার, গাইড– সবকিছুর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে: ☎০৯৬৩৯২-৪৫৫৪২।

□ কৃষ্ণসার হরিণ দেখতে দুই কন্যাকে নিয়ে ওড়িশার ভেটনাই যেতে চাই। কীভাবে গেলে সুবিধা হবে? এখানে কি থাকার কোনও ব্যবস্থা রয়েছে?
□□ হাওড়া থেকে প্রতিদিন বালুগাঁও যায় ১২৭০৩ ফলকনামা এক্সপ্রেস, ১৮৬৪৫ ইস্টকোস্ট এক্সপ্রেস, ১২৮৬৩ হাওড়া-যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস, ১২৮৩৯ হাওড়া-চেন্নাই মেল। বালুগাঁও থেকে ভেটনাই ৭৫ কিলোমিটার। গাড়িভাড়া করলে খরচ পড়বে ১,০০০-১,৫০০ টাকা। ভেটনাই থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে আসকাতে থাকার জন্য রয়েছে **স্যুইট হোম, কৃষ্ণাণ লজ**, ভাড়া ৫০০-১,২০০ টাকা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: অমূল্য উপাধ্যায় ☎০৯৪৩৭২-৬৩০৩৩।

□ স্ত্রীকে নিয়ে মার্চ মাসে গ্যাংটক যেতে চাই। এন জি পি থেকে গ্যাংটক যাওয়ার কী কী ব্যবস্থা আছে? খরচ কীরকম? ওই সময় কি আমরা ইয়ুমথাং, গুরুদোংমার যেতে পারব?
□□ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে গ্যাংটকের দূরত্ব ১২৫ কিলোমিটার। গাড়িতে সময় লাগবে ঘণ্টাচারেক। স্টেশন চত্বর থেকে পুরো গাড়ি ভাড়া করে গ্যাংটক যেতে গাড়িভাড়া পড়বে ২,৬০০-৩,০০০ টাকা। এছাড়া নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে রিকশা বা অটোরিকশায় চলে আসতে পারেন শিলিগুড়ি এস এন টি (সিকিম ন্যাশনালাইজড ট্রান্সপোর্ট) বাসস্ট্যান্ডে। এখান থেকে বাস, শেয়ার জিপ দুই-ই পাবেন গ্যাংটক যাওয়ার। বাসভাড়া মাথাপিছু ১১৫ টাকা (নন-এ সি), ২২০ টাকা (এ সি), আর শেয়ার জিপে ভাড়া পড়বে মাথাপিছু ২৫০-৩০০ টাকা।
সাধারণত জানুয়ারি থেকে মার্চ ইয়ুমথাং বা গুরুদোংমার পৌঁছনো সম্ভব হয় না বরফের আধিক্যের জন্য। তবে মার্চের শেষদিক থেকে ডিসেম্বরের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইয়ুমথাং ও গুরুদোংমার সফর সাধারণত হয়েই থাকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে এই সময়ের মধ্যেও যাত্রা অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে। উত্তর সিকিমের এই জায়গাগুলি সফরের জন্য ভোটার কার্ডের এক কপি জেরক্স ও দুকপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো নিয়ে আবেদন করলে সহজেই অনুমতিপত্র পাওয়া যায়। গ্যাংটকের হোটেলে ডকুমেন্টগুলি দিলে তাঁরাই ব্যবস্থা করে দেন অনুমতিপত্রের। তবে খেয়াল রাখবেন গুরুদোংমার লেকের মতো বেশি উচ্চতার জায়গাগুলিতে পৌঁছে বেশি দৌড়ঝাঁপ না করাই ভালো। ধূমপান করাও একেবারেই চলবে না। উচ্চতাজনিত শারীরিক অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এসব জায়গায় পৌঁছনোর দুদিন আগে থেকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ কোকা-৬ খেতে পারেন উচ্চতাজনিত উপসর্গ সামাল দেওয়ার জন্য।

□ হাওড়া থেকে সরাসরি পুনে যাওয়ার কী কী ট্রেন আছে? এখানে থাকার কয়েকটি ভালো হোটেলের সন্ধান দিলে ভালো হয়।
□□ হাওড়া থেকে ১২২২২ পুনে দুরন্ত এক্সপ্রেস (বৃহস্পতি ও শনি) সকাল ৮টা ২০ মিনিটে ছেড়ে পুনে পৌঁছয় পরদিন বেলা ১১টা ৩৫ মিনিটে। ১২১৩০ আজাদহিন্দ এক্সপ্রেস ট্রেনটি রাত ৯টা ৫৫ মিনিটে হাওড়া থেকে ছেড়ে পুনে পৌঁছয় তৃতীয়দিন সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে।
পুনেতে থাকার জন্য রয়েছে **হোটেল কমলেশ**, ভাড়া ৮৯৫-১,৫০০ টাকা। **ন্যাশনাল হোটেল**, ভাড়া ৭৫০-১,২০০ টাকা। **গ্র্যান্ড হোটেল, হোটেল অলংকার**, ভাড়া ১,০০০-১,২০০ টাকা। বুকিং: ☎৯৮৩১০-৪৬০০৩।
হোটেল হোমল্যান্ড, হোটেল সাফারি, দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,২০০-১,৩৫০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৬০০-১,৮৫০ টাকা। বুকিং: ☎২৩৬০-৭২৯৩
ট্যুরিস্ট ইন্টারন্যাশনাল (☎৯৪৩২২-৩৭২২৬), ভাড়া ১,৪৯৫-১,৯৯৫ টাকা।

হলিডে হোম

ভারতের নানা জায়গায় যেসব সংস্থার হলিডে হোম আছে, তাঁরা হলিডে হোম সম্বন্ধে বিশদ তথ্য এই বিভাগে প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন। এই ঠিকানায়:
সম্পাদক, 'ভ্রমণ'
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯

গ্যাংটক

ক্যালকাটা ফরেস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব, অরণ্য ভবন, ব্লক-এল এ-১০এ, সেক্টর-৩, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৯৮ ☎২৩৩৫-২৩২০/৬৬৭২/৭৭৫১, ৯৪৭৭৪-০৭৮৪৩, ৯৪৩৩০-৬৯৪৫০, ৯৪৩৩৭-০৬৭৫৮
এম জি মার্গে অবস্থিত 'রিগওয়া ইন্টারন্যাশনাল'-এ হলিডে হোমটি। শিশু সহ চারশয্যার দুটি ঘর। ঘরপ্রতি ভাড়া ৪০০ টাকা। যোগাযোগ— ইন্দ্রজিৎ নস্কর বা নারায়ণ মণ্ডল বা দেবব্রত ঘোষাল।

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
ন্যাশনাল হাইওয়েতে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের কাছে দেওরালিবাজারে 'হোটেল সোনার তরী'তে হলিডে হোমটি। শিশু সহ দ্বিশয্যার চারটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। শিশু সহ তিনশয্যার দুটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
সংস্থার মোট দুটি হলিডে হোম। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। প্রথমটি বালুয়াখনিতে সি পি ডব্লু ডি অফিসের বিপরীতে 'হোটেল মিধাবী'তে শিশু সহ চারশয্যার মোট ২টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৪০০ টাকা। দ্বিতীয়টি টিবেট রোডে 'হোটেল দি ইম্পিরিয়াল'-এ। মোট ৪টি ঘর। শিশু সহ তিনশয্যার ২টি ঘরের ভাড়া যথাক্রমে ৪০০ ও ৪৫০ টাকা, শিশু সহ চারশয্যার দুটি ঘরের ভাড়া যথাক্রমে ৪৫০ ও ৫০০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

দিল্লি

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
পাহাড়গঞ্জে নিউ দিল্লি স্টেশনের কাছে সংস্থার দুটি হলিডে হোম। প্রথমটি 'হোটেল লবকুশ ডিলাক্স'-এ তিনশয্যার ২টি ঘর। বাথরুম সংলগ্ন। প্রতিটির ভাড়া ৮০০ টাকা। দ্বিতীয়টি 'হোটেল শিভম প্যালেস'-এ তিনশয্যার ৩টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৫৫০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
দেবনগর, করলবাগ বাজারের কাছে 'মোহিনী প্যালেস'-এ হলিডে হোমটি। ৭টি তিনশয্যার ঘর। ঘরপ্রতি ভাড়া ৪০০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

দিঘা

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুপারভাইজারি স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড ১৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১ ☎২২১৩-৫৬১২, ৯৯০৩৮-০০৮৯১
ইন্দ্র দেব হোটেলে হলিডে হোমটি। দুটি চারশয্যার ঘর। ভাড়া ১৮০ টাকা। প্রতিটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। যোগাযোগ— সরোজ চ্যাটার্জি।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানির অ্যান্ড জয়পুর স্টাফ হলিডে হোম, ১৪, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১ ☎২২৩০-১১৮৮/১১৮৯/৩৩৬৪
এবং
৪, সিনাগগ স্ট্রিট (ব্র্যাবোর্ন রোড ব্রাঞ্চ), কলকাতা-১ ☎২২৪২-৬৪৫০/৬১৭০/০০১৫, ২২৩১-৭৭৬১, ৯৯০৩৯৯৮৬৬৮
নিউ দিঘায় ডি ভি সি হাউসের পাশে হোটেল 'প্রান্তিক'-এ হলিডে হোমটি। শিশু সহ চারশয্যার ২টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। প্রতিটির ভাড়া ২০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ১৫ টাকা। যোগাযোগ— মিতেন্দ্র জোয়ারদার।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-১ ☎২২৪৮-৭৪৭১ (এক্সটেনশন: ৬১২), ৯৪৩৩১-১৪৬৮৩
ওল্ড দিঘায় ফরেস্ট বাংলো রোডে 'নিউ সুবাসিনী ভবন'-এ হলিডে হোমটি। তিনশয্যার ৪টি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ৩০ টাকা। যোগাযোগ—দীপক সান্যাল বা তপনকুমার ঘোষ।

পি এন বি চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব, ৩১, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ কলকাতা-১২ ☎২২১১-১১২৯/৪৮৮৯/৮২০৯
ওল্ড দিঘায় রাজবাড়ি স্টপেজে 'হোটেল পুষ্পক'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার দুটি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ১৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। যোগাযোগ— মননকুমার চৌধুরী বা শঙ্করনাথ সাহা।

দ্য ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড ১২, সদর স্ট্রিট, কলকাতা-১৬ ☎২২৫২-১০৩১/১৬১৯/১৬০২/১৪৯২, ৯৪৩৩৬-৪২৮৭৩, ৯৮৮৩২-৩০৫৪০
নিউ দিঘায় 'হোটেল সার্ফ রাইড'-এ হলিডে হোমটি। সংলগ্ন বাথরুম সহ দুটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ২৮০ টাকা। নভেম্বর থেকে জানুয়ারি ৪৮০ টাকা। যোগাযোগ— সুবীরকুমার ভড় বা শুভঙ্কর ব্যানার্জি।

নৈনিতাল

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
সংস্থার দুটি হলিডে হোম। প্রথমটি তাল্লিতাল বাসস্ট্যান্ডের কাছে 'অশোক হোটেল'-এ। তিনশয্যার মোট ২টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৬০০ টাকা। দ্বিতীয়টি তাল্লিতালে নয়াবাজারে 'হোটেল শশী'-তে। তিনশয্যার ৪টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৬০০ টাকা। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

পুরী

দ্য হুগলি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রায়বাহাদুর এস সি মুখার্জি রোড, চকবাজার, হুগলি ☎২৬৮০-২৩৯৯/৭২০৮, ২৬৮০-০৬৮৪, ২৬৮৩-৩৩৭৭
নিউ মেরিন ড্রাইভ রোডে 'লক্ষ্মীজ্যোতি'তে হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন দ্বিশয্যার দুটি ঘর। রান্নার ব্যবস্থা আছে। প্রতিটির ভাড়া ২৫০ টাকা। যোগাযোগ— সম্পাদক।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুপারভাইজারি স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১ ☎২২১৩-৫৬১২, ৯৯০৩৮-০০৮৯১
সংস্থার দুটি হলিডে হোম। একটি স্বর্গদ্বারের কাছে 'ট্যাক্সিবাড়ি'তে। চারশয্যার মোট ৫টি ঘর। ঘরপ্রতি ভাড়া ২০০ টাকা। অন্যটি ক্যামেলিয়া

হোটেলের পিছনে 'মাতৃকুটির'-এ। ৪টি দ্বিশয্যার ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ২০০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ— সরোজ চ্যাটার্জি।

ক্যালকাটা ফরেস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব, অরণ্য ভবন, ব্লক-এল এ-১০এ, সেক্টর-৩, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৯৮ ☎২৩৩৫-২৩২০/৬৬৭২/৭৭৫১, ৯০৩৮৯-২৬৮৯৬, ৯২৩৯২-৬৭৭৫১
সারস্বত গৌড়ীয় মঠের বিপরীতে সুধীর স্মৃতি ভবনের দোতলায় হলিডে হোমটি। চারশয্যার মোট পাঁচটি ঘর। তিনটি ঘরের ভাড়া যথাক্রমে ২৫০ টাকা ও দুটি ঘরের ভাড়া যথাক্রমে ৩০০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। যোগাযোগ— ভবানী চক্রবর্তী বা বিকাশ মিত্র বা তাপস পাল।

বজবজ মিউনিসিপ্যালিটি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ৭১, মহাত্মা গান্ধী রোড, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ☎২৪৭০-৩৭৬৯
গৌড়বাটশাহীর কাছে হলিডে হোমটি। চারশয্যা বিশিষ্ট দুটি ঘরের ভাড়া ১৫০ টাকা। রান্নাঘর ও বাথরুম সংলগ্ন। যোগাযোগ— সম্পাদক।

ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাকাউন্টস রিক্রিয়েশন ক্লাব, ৩, কয়লাঘাট রোড, রুম নম্বর-৬, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা-১ অথবা, সি এ ও/স্টোর্স সেকশন, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, তৃতীয়তল, ফেয়ারলি প্লেস, ইস্টার্ন রেলওয়ে, কলকাতা-১ ☎২২২২-৪২৯৯/৪৯৬২/৪৩৭৬/৪৯৬৪
স্বর্গদ্বারে মেরিন ড্রাইভ রোডে 'গোল্ডেন স্যান্ড হলিডেজ'-এ হলিডে হোমটি। শিশু সহ চারশয্যার ৫টি ঘর। রান্নার ব্যবস্থা আছে। তিনটি ঘরের দৈনিক ভাড়া ৩৫০ টাকা এবং অপর দুটি ঘরের দৈনিক ভাড়া ৩০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অতীনকুমার দাস বা গৌতম দত্ত বা বাসুদেব সিকদার।

রিজিওন্যাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, সল্টলেক, সেক্টর-২, করুণাময়ী, কলকাতা-৯১ ☎২৩৩৪-৭০১৩
হলিডে হোমটি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কাছে। মোট তিনটি ঘর। প্রতিটি চারশয্যাবিশিষ্ট বাথরুম সংলগ্ন ঘরের ভাড়া ২০০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। যোগাযোগ— সম্পাদক।

বারাণসী

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
দশাশ্বমেধ ঘাট এবং বিশ্বনাথ মন্দিরের কাছে সংস্থার দুটি হলিডে হোম। 'হোটেল গঙ্গা'য় বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার মোট ৫টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। অপরটি 'হোটেল সাহু'-তে মোট ৪টি ঘর। তিনশয্যার ২টির ভাড়া ৪৫০ টাকা এবং চারশয্যার ২টির ভাড়া ৫৫০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুপারভাইজারি স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড ১৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১ ☎২২১৩-৫৬১২, ৯৯০৩৮-০০৮৯১
লাঙ্কা থানার কাছে 'রেণুকা ভবন'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার একটি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। ভাড়া ১৮০ টাকা। যোগাযোগ— সরোজ চ্যাটার্জি।

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
সংস্থার দুটি হলিডে হোম। মোট ২৫টি ঘর। প্রথমটি বিশ্বনাথ মন্দিরের কাছে লহরিতলায় 'মঞ্জুশ্রী গেস্টহাউস'-এ। দ্বিশয্যার ৩টি, তিনশয্যার ৬টি, চারশয্যার ২টি এবং পাঁচশয্যার ২টি ঘর। ভাড়া যথাক্রমে ২২০ টাকা, ৩০০ টাকা, ৪০০ টাকা এবং ৫০০ টাকা। অপরটি মঞ্জুশ্রী গেস্টহাউসের পাশেই রাজকুমার কাপুরের বাড়িতে। বাথরুম সংলগ্ন ১২টি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

মানালি

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
মানালির সদর বাসস্ট্যান্ড থেকে হাঁটাপথের দূরত্বে 'হোটেল আনন্দসুন্দর'-এ। শিশু সহ তিনজনের শয়নোপযোগী মোট ৮টি ঘর। ঘরপ্রতি ভাড়া ৪০০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
সংস্থার মোট ২টি হলিডে হোম। প্রথমটি মডেল টাউনে বুদ্ধমন্দিরের কাছে 'হোটেল মঙ্গলদীপ'-এ। বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার ৪টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। অপর হলিডে হোমটি ম্যালের কাছে আই বি ইএক্স মার্কেটে 'হোটেল সাংগ্রিলা'-য়। তিনশয্যার ৫টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪০০ টাকা। ২টি পাঁচশয্যা স্যুইটের ভাড়া ৬০০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

ইউকো এক্সচেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাব ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১ ☎২২৩০-৩৩৮৩—৮৬
মানালির বাসস্ট্যান্ডের কাছে গুরুদ্বার এবং মডেল টাউনে 'হোটেল পূজারা সিরাজ'-এ হলিডে হোমটি। দ্বিশয্যার ৪টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। প্রতিটির ভাড়া ৪০০ টাকা। যোগাযোগ— কমল পাল বা অরুণ মুখার্জি।

শ্রীনগর

ইউকো এক্সচেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাব ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১ ☎২২৩০-৩৩৮৩—৮৬
ডাল লেক থেকে ২ মিনিটের হাঁটাপথে 'হোটেল শবনম'-এ হলিডে হোমটি। দ্বিশয্যার দুটি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। ভাড়া যথাক্রমে ৩০০ ও ৩৭৫ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— কমল পাল বা অরুণ মুখার্জি।

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল কলকাতা-১ ☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
ডালগেট রোডে 'ইকবাল গেস্টহাউস'-এ হলিডে হোমটি। মোট পাঁচটি ঘর। দ্বিশয্যার ২টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৫০০ টাকা করে। তিনশয্যার ১টি ঘরের ভাড়া ৬৫০ টাকা এবং চারশয্যার ১টি ঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা। এই চারটি ঘরেই ১টি শিশু সহ থাকা যাবে। রয়েছে ৬ শয্যার ১টি ঘর। ভাড়া ১,২০০ টাকা। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

হরিদ্বার

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
সংস্থার মোট তিনটি হলিডে হোম। একটি হর-কি-পৌড়ির কাছে 'হোটেল সিটি ভিউ'-এ। মোট ৮টি ঘর। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। শিশু সহ তিনশয্যার ৩টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪৫০ টাকা। চারশয্যার ৩টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৫৫০ টাকা। ছয়শয্যার ২টির প্রতিটির ভাড়া ৬৫০ টাকা।

দ্বিতীয়টি আপার রোডে মোতি বাজারের কাছে 'হোটেল মানসরোবর ইন্টারন্যাশনাল'-এ। মোট ৭টি ঘর। চারশয্যার ৪টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪০০ টাকা, তিনশয্যার ৩টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা।

তৃতীয়টি বিষ্ণুঘাটের কাছে 'হোটেল রাজ ডিলাক্স'-এ। মোট ৮টি ঘর। তিনশয্যার ৫টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪০০ টাকা। ছয়শয্যার একটি ঘরের ভাড়া ৬০০ টাকা। তিনশয্যার ২টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৮০০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১ ☎২২৩০-৬৮৬৭/৬৮৬৮/২৭০১/২৭০২
মনসমন্দির রোপওয়ে গেটের বিপরীতে 'হোটেল ময়ূর'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার মোট তিনটি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ১৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— রজতকুমার দাস।

ফিরে দেখা

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর ২০০৪ সংখ্যা থেকে

থর মরুভূমিতে ট্রেকিং

খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু ট্রেক শুরু করার জন্য আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। যতক্ষণ না সূর্যোদয় হচ্ছে। অন্ধকারে হাঁটা যাবে না কারণ বিষাক্ত সাপের ভয় আছে। সাপের হাত থেকে বাঁচতে আমরা সব সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের মতো পকেটে কাটা পেঁয়াজ রেখে দিতাম। রাতে শোবার সময় মাথার ওপর এবং পায়ের তলায় কাটা পেঁয়াজ রাখা হত। গ্রামবাসীরা চারপাইয়ের গায়ে মালার মতো কাটা পেঁয়াজ ঝুলিয়ে রাখে। পেঁয়াজের ঝাঁঝ সাপকে দূরে রাখে। প্রাতরাশ সেরে সকাল ৮টায় আমরা লানেলা থেকে যাত্রা করলাম।

প্রচণ্ড তাপে বালি তেতে উঠেছে, হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। বারে বারেই জুতোর ফাঁক দিয়ে বালি ঢুকে যাওয়ায় কিছুক্ষণ অন্তর জুতো খুলে বালি বের করে দিতে হচ্ছে। তিন কিলোমিটার হাঁটার পর এল ছোট গ্রাম 'ভাডসার'। টকটকে লাল শাড়ি পরা মেয়েদের আবার চোখে পড়ল। মরুভূমির মানুষের চোখে প্রকৃতি বর্ণহীন। একটিই রং শুধু তারা দেখে— নিষ্প্রাণ বালির রং। তাই উজ্জ্বল রঙের প্রতি এদের এই আকর্ষণ; বিবর্ণ প্রকৃতিকে ওরা নিজেদের উজ্জ্বল পোশাকের রং দিয়ে সাজিয়ে তুলতে চায়। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই।

সুব্রত বসু

তমসা নদীর উৎসে

নদী পার হয়ে এপারে আসতেই চড়াই পথ। শুরু হল বড় বড় ভুজ গাছের জঙ্গল। যদিও গাছের সমস্ত পাতা ঝরে গিয়ে শুষ্ক তরুর সে এক বিচিত্র রুক্ষ রূপ। তারই ফাঁক দিয়ে পাহাড়ের আড়াল থেকে সহসা তুষারাবৃত একটি শিখর দেখা দিল। আরও কিছুটা চড়াই ভেঙে উঠতেই আরও একটি তুষারাবৃত শিখর। খানিকবাদে আরেকটি। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বর্গারোহিণীর তিনটি শিখর। হর-কি-দুন থেকে যে দিকটা দেখা যায়, এটি তার অপরপ্রান্ত। বৈকালিক সূর্যের আলোকচ্ছটায় সে এক অসাধারণ দৃশ্য। ক্রমশ চড়াই বাড়তে লাগল। নদী এখন ডানদিকে অনেক নিচে। ভুজ গাছের জঙ্গল ছাড়িয়ে আরও খানিকটা ওপরে উঠতেই প্রসারিত প্রান্তরে ইতস্তত বড় বড় পাথর ছড়িয়ে থাকতে দেখলাম। সেই প্রান্তরের ওপর দিয়ে হেঁটে এসে অবশেষে রুইসারা তালাও পৌঁছলাম। একটা ঢালু চারণভূমির শেষে অনবদ্য সরোবর। সামনেই বান্দরপুঞ্ছ গিরিশিরার কয়েকটি শিখর। ডানদিকে রুইসারা নদীর বিশাল উঁচু পাড়। সরোবরের উত্তর-পূর্বপ্রান্তে সার দিয়ে ভুজ গাছের জঙ্গল। বাঁপ্রান্তের উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরনার জল তালাওতে এসে পড়ছে। হ্রদের জল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। হ্রদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। জলে ছায়া পড়েছে। অবর্ণনীয় সুষমায় বিরাজ করছে রুইসারা তালাও। জায়গাটা বিশাল। সরোবর প্রদক্ষিণ করতে ভালোই সময় লাগে। পড়ন্ত সূর্যের আলোয়, অদ্ভুত, অনির্বচনীয় নৈসর্গিক পরিবেশে শরীরে-মনে শিহরণ খেলে গেল। বেলা হয়ে আসছে। সূর্যদেব ক্রমশ আড়াল হচ্ছে পাহাড়ের পিছনে। তালাওয়ের নিস্পন্দ জলে আশপাশের পাহাড়ের প্রতিবিম্ব আরও মায়াবী করে তুলেছে রুইসারা সরোবর।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

সূর্যগ্রহণ এবং বেলুনে আফ্রিকা

আম্বোসেলি ন্যাশনাল পার্ক বিখ্যাত তার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য— যার সর্বক্ষণের সঙ্গী মাউন্ট কিলিমানজারো— এবং জগদ্বিখ্যাত আফ্রিকান হাতির জন্য। আফ্রিকান হাতি ভারতীয় হাতির তুলনায় আকারে বৃহত্তর, বিশাল কান এবং সর্বোপরি বৃহদাকারের গজদন্তের অধিকারী। স্ত্রী হাতিরও গজদন্ত থাকে।

বিভিন্ন বয়সের হাতি জলায় শরীর ডুবিয়ে বিশ্রাম করছে, মাঝে মাঝে জলক্রীড়াও করছে। একদিকে দেখা যাচ্ছে তুষারাবৃত মাউন্ট কিলিমানজারো, অন্যদিকে তার পটভূমিকায় হাতিদের অবাধ বিচরণ। এরপর হঠাৎ ঝোপের মধ্যে দেখলাম স্পটেড হায়েনা। সতর্ক দৃষ্টিতে সে আমাদের ওপর নজর রাখছে। চলতে চলতে দেখলাম কিছু হস্তিযূথ। হঠাৎ পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল একটি গোল্ডেন ব্ল্যাক ব্যাক জ্যাকাল। সোনালি রঙের চামড়ার ঠিক পিঠের ওপরে কেউ যেন নীলচে-কালো গালিচার মতো চামড়া সেলাই করে বসিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ একটি গাছের ডালে দুটি টুর‍্যাকো পাখি বসে থাকতে দেখলাম। এই পাখিগুলিকে দেখতে খুবই সুন্দর। সূর্যাস্তের সময় পড়ন্ত সূর্যের গোলাপি আভা মাউন্ট কিলিমানজারোর শিখরে এসে পড়ল। দেখে মনে হল বরফের আবরণে কেউ যেন সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে। মাউন্ট কিলিমানজারো যেন হোলি খেলায় মেতে উঠেছে।

অর্পিতা চক্রবর্তী

তপোবন পেরিয়ে নীলাতাল

অসহনীয় ঠান্ডায় সে রাতে কারও ঘুম হল না বললেই চলে। সকালে উঠে দেখি তাঁবুর ওপর খুব পাতলা বরফের আস্তরণ। ভাগীরথী ও শিবলিঙ্গ শৃঙ্গের মাথায় প্রথম সূর্যের আলো পড়ার দৃশ্য জীবনের সম্পদ হয়ে থাকবে। এরপর শীতের কামড় উপেক্ষা করে সকাল সাড়ে সাতটার সময় রওনা দিলাম নীলাতালের উদ্দেশে। অমরগঙ্গা পেরিয়ে বেশ কিছুটা সমতল পথে হেঁটে পার হতে হবে প্রায় ১,০০০ ফুট উচ্চতার একটি রিজ। বোল্ডার ভরা পথ। এ পথও বেশ কষ্টকর। আলগা পাথর পায়ের চাপে গড়িয়ে পড়ছে। ধীরে ধীরে রিজ পেরিয়ে নেমে এলাম প্রায় ৫০০ ফুট নিচে একটা সমতল স্থানে। একটি ঝরনা পাহাড় থেকে নেমে বালি-পাথরময় সমতল দিয়ে বয়ে এসে নীলাতালে মিশেছে। খুব ক্ষীণ তার জলধারা। জলের ওপর পাতলা বরফের আস্তরণ, ভিজে বালি, পা ঢুকে যায়। সাবধানে সমতল প্রান্তর থেকে এগিয়ে, আরও কিছু বোল্ডার অতিক্রম করে চলে এলাম নীলাতালের পাশে। নীলাতালের উচ্চতা ১৫,০০০ ফুট। কাকচক্ষু নীলাভ সবুজ জল। প্রায় ডিম্বাকৃতি হ্রদ। অপরূপ শোভায় মৃদু কম্পনশীল নীলাতালের জলে ভাগীরথী শৃঙ্গ, শিবলিঙ্গ শৃঙ্গ, বেবি শিবলিঙ্গ শৃঙ্গ, কেদারডোম, সুদর্শন শৃঙ্গের ছায়া পড়ে এক মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

সুদীপ্ত মিত্র

রেলের সময়সূচি

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
দিল্লি-কালকা মেল	১২৩১১	১৯-৪০	১২৩১২	৭-৫৫
অমৃতসর মেল	১৩০০৫	১৯-১০	১৩০০৬	৭-২০
মুম্বই মেল (ভায়া এলাহাবাদ)	১২৩২১	২২-০০	১২৩২২	১১-৪৫
পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া, বারাণসী)	১২৩৮১	৮-১৫	১২৩৮২	১৬-৫৫
(ছাড়ে: বুধ, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শনি)				
পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	১২৩০৩	৮-১০	১২৩০৪	১৬-৪৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, শুক্র, শনি; পৌঁছয়: সোম, বৃহঃ, শুক্র, রবি)				
রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া)	১২৩০১	১৬-৫৫	১২৩০২	৯-৫৫
(ছাড়ে: রবিবার বাদে প্রতিদিন পৌঁছয়: শনিবার বাদে প্রতিদিন)				
রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	১২৩০৫	১৪-০৫	১২৩০৬	১২-৪০
(ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: শনি)				
যোধপুর/বিকানির এক্সপ্রেস	১২৩০৭	২৩-৩০	১২৩০৮	৪-০০
শতাব্দী (বোকারো-রাঁচি) এক্সপ্রেস	১২০১৯	৬-০৫	১২০২০	২১-১০
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
জনশতাব্দী (পাটনা) এক্সপ্রেস	১২০২৩	১৪-০৫	১২০২৪	১৩-২৫
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩০১১	১৫-২৫	১৩০১২	১১-২৫
হিমগিরি (জম্মু-তাওয়াই) এক্সপ্রেস	১২৩৩১	২৩-৫৫	১২৩৩২	১১-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র, শনি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শনি)				
সরাইঘাট এক্সপ্রেস	১২৩৪৫	১৫-৫০	১২৩৪৬	৫-১০
দুন (দেরাদুন/কোটদ্বার) এক্সপ্রেস	১৩০০৯	২০-৩৫	১৩০১০	৬-৫৫
উপাসনা (দেরাদুন) এক্সপ্রেস	১২৩২৭	১৩-১০	১২৩২৮	৩-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, শুক্র)				
কুম্ভ (হরিদ্বার) এক্সপ্রেস	১২৩৬৯	১৩-১০	১২৩৭০	৩-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্রবার বাদে প্রতিদিন; পৌঁছয়: শুক্র, সোমবার বাদে প্রতিদিন)				
উদয়ন আভা তুফান এক্সপ্রেস (শ্রীগঙ্গানগর)	১৩০০৭	৯-৩৫	১৩০০৮	১৯-২০
অমৃতসর এক্সপ্রেস	১৩০৪৯	১৪-০০	১৩০৫০	১৫-৪৫
বাঘ (কাঠগোদাম) এক্সপ্রেস	১৩০১৯	২১-৪৫	১৩০২০	১২-৪০
মিথিলা (রক্সৌল) এক্সপ্রেস	১৩০২১	১৫-৪৫	১৩০২২	৪-০০
কামরূপ (ডিব্রুগড়) এক্সপ্রেস	১৫৯৫৯	১৭-৩৫	১৫৯৬০	৫-৩৫
ব্ল্যাক ডায়মন্ড (ধানবাদ) এক্সপ্রেস	১৩৩১৭	৬-১৫	১৩৩১৮	২১-২৫
হুল এক্সপ্রেস (সিউড়ি)	১৩০৫১	৬-৪৫	১৩০৫২	১৮-২৫
কোলফিল্ড (ধানবাদ) এক্সপ্রেস	১২৩৩৯	১৭-২০	১২৩৪০	১০-২৫
অগ্নিবীণা (আসানসোল) এক্সপ্রেস	১২৩৪১	১৮-২০	১২৩৪২	৮-৪৫
দানাপুর এক্সপ্রেস	১২৩৫১	২০-৩৫	১২৩৫২	৬-৩৫
শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস	১২৩৩৭	১০-১০	১২৩৩৮	১৫-৪০
রামপুরহাট এক্সপ্রেস	১২৩৪৭	১১-৫৫	১২৩৪৮	২০-১৫
গণদেবতা (আজিমগঞ্জ) এক্সপ্রেস	১৩০১৭	৬-০৫	১৩০১৮	২১-৪৫
ভূপাল এক্সপ্রেস (ছাড়ে: সোম; পৌঁছয়: বৃহঃ)	১৩০২৫	১৩-২৫	১৩০২৬	১৫-০০
বিভূতি (এলাহাবাদ) এক্সপ্রেস	১২৩৩৩	২০-০০	১২৩৩৪	৭-৩০
চম্বল (গোয়ালিয়র) এক্সপ্রেস	১২১৭৫	১৭-৪৫	১২১৭৬	৬-৪৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বুধ, রবি; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
চম্বল (মথুরা) এক্সপ্রেস	১২১৭৭	১৭-৪৫	১২১৭৮	৬-৪৫
(ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল)				
শক্তিপুঞ্জ (জব্বলপুর) এক্সপ্রেস	১১৪৪৮	১৪-৩৫	১১৪৪৭	৪-১৫
রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া আসানসোল)	১৮৬২৭	১৪-২৫	১৮৬২৮	১৩-৫০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবি, সোম, মঙ্গল)				
জয়সলমির এক্সপ্রেস	১২৩৭১	৮-২০	১২৩৭২	১৬-৩০
(ছাড়ে: সোম; পৌঁছয়: শুক্র)				
ধানবাদ এ সি দ্বিতল এক্সপ্রেস	১২৩৮৫	৮-৩০	১২৩৮৬	২২-৪০
ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবিবার বাদে				
গর্ভ (গান্ধিধাম) এক্সপ্রেস	১২৯৩৮	২৩-০০	১২৯৩৭	১৩-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম)				
মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩৪৬৫	১৫-১৫	১৩৪৬৬	১২-৫০
(ভায়া আজিমগঞ্জ) (রবি বাদে)				
নতুন দিল্লি দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৭৩	১২-৫০	১২২৭৪	৬-১০
(ছাড়ে সোম, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, রবি)				
নতুন দিল্লি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১২৩২৩	১৮-৫০	১২৩২৪	৬-০০
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, শুক্র)				
গয়া এক্সপ্রেস (ভায়া রামপুরহাট)	১৩০২৩	১৯-৫০	১৩০২৪	৩-৪০
দ্বারভাঙ্গা এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শনি)	১৫২৩৫	১১-০৫	১৫২৩৬	৩-০০
যুব (নতুন দিল্লি) এক্সপ্রেস	১২২৪৯	১৭-১০	১২২৫০	১০-৪০
(ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: সোম)				
জামালপুর এক্সপ্রেস	১৩০৭১	২১-৩৫	১৩০৭২	৫-৩০

শিয়ালদা	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস	১২৩২৯	১৩-১০	১২৩৩০	১৭-২৫
(সাপ্তাহিক) (ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহঃ)				
রাজধানী এক্সপ্রেস	১২৩১৩	১৬-৫০	১২৩১৪	১০-১৫
দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৫৯	১৮-৩০	১২২৬০	১২-৩০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি)				
পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস	২২২০১	২০-০০	২২২০২	৪-০০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস	১৩১৪১	১৩-৪০	১৩১৪২	৪-৩৫
দার্জিলিং মেল	১২৩৪৩	২২-০৫	১২৩৪৪	৬-০০
কাঞ্চনজঙ্ঘা (গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস	১৫৬৫৭	৬-৩৫	১৫৬৫৮	১৯-২৫
গৌড় এক্সপ্রেস	১৩১৫৩	২২-১৫	১৩১৫৪	৫-২০
উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস	১৩১৪৭	১৯-৩৫	১৩১৪৮	৫-১০
অমৃতসর অকাল তখত এক্সপ্রেস	১২৩১৭	৭-৪০	১২৩১৮	১৫-১০
(ছাড়ে: বুধ, রবি; পৌঁছয়: শনি, বুধ)				
মা তারা এক্সপ্রেস (রবি বাদে)	১৩১৮৭	৭-২৫	১৩১৮৮	১৮-৪৫
কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস	১৩১৪৯	২০-৩০	১৩১৫০	৮-১৫
হাটে-বাজারে এক্সপ্রেস	১৩১৬৩	২০-১০	১৩১৬৪	৭-১৫
বারাণসী এক্সপ্রেস	১৩১৩৩	২১-১৫	১৩১৩৪	১০-৫৫
ভাগীরথী (লালগোলা) এক্সপ্রেস	১৩১০৩	১৮-২০	১৩১০৪	১০-২৫
জালিয়ানওয়ালাবাগ (অমৃতসর) এক্সপ্রেস	১২৩৭৯	১৩-১০	১২৩৮০	১৭-২৫
(ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোম)				
পদাতিক এক্সপ্রেস	১২৩৭৭	২২-৫৫	১২৩৭৮	৬-৪৫
রামপুরহাট এক্সপ্রেস	১৩১১৫	১৩-০০	১৩১১৬	১৪-৪০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
গঙ্গাসাগর (জয়নগর) এক্সপ্রেস	১৩১৮৫	১৫-৪০	১৩১৮৬	৬-৫৫
অনন্যা (উদয়পুর) এক্সপ্রেস	১২৩১৫	১৩-১০	১২৩১৬	১৫-১০
(ছাড়ে: বৃহঃ পৌঁছয়: মঙ্গল)				
আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩৫০৩	১৬-৪০	১৩৫০৪	১০-৪৫
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
বালিয়া এক্সপ্রেস	১৩১০৫	১৩-২৫	১৩১০৬	৩-৩৫
আজমির এক্সপ্রেস	১২৯৮৭	২৩-২০	১২৯৮৮	১৫-৫৫

কলকাতা	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
হাজারদুয়ারি (লালগোলা) এক্সপ্রেস	১৩১১৩	৬-৫০	১৩১১৪	২১-২৫
জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস	১৩১৫১	১১-৪৫	১৩১৫২	১৫-৫০

হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১২৩৬৩	৯-০৫	১২৩৬৪	১৯-৪০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ , শনি; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
তেভাগা (বালুরঘাট) এক্সপ্রেস	১৩১৬১	১২-৫৫	১৩১৬২	১৪-২৫
(ছাড়ে: শনিবার বাদে প্রতিদিন; পৌঁছয়: রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
গুরুমুখী (নাঙ্গাল ড্যাম) এক্সপ্রেস	১২৩২৫	০৭-৪০	১২৩২৬	১৫-১৫
(ছাড়ে: বৃহঃ পৌঁছয়: রবি)				
পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস	১৫০৪৭	১৪-৩০	১৫০৪৮	৪-২৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: সোম, মঙ্গল, বুধ, শনি)				
লালকেল্লা এক্সপ্রেস	১৩১১১	২০-১৫	১৩১১২	৭-৩০
মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস	১৩১৫৫	২০-৫৫	১৩১৫৬	৩-৪৫
(ছাড়ে: রবি, বৃহঃ; পৌঁছয়: মঙ্গল, শনি)				
রাধিকাপুর এক্সপ্রেস	১৩১৪৫	১৯-৩০	১৩১৪৬	৫-৩৫
পাটনা গরিবরথ এক্সপ্রেস	১২৩৫৯	২০-০০	১২৩৬০	৫-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: সোম, বৃহঃ, শনি)				
যোগবাণী এক্সপ্রেস	১৩১৫৯	২০-৫৫	১৩১৬০	৩-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
অমৃতসর সুপার এক্সপ্রেস	১২৩৫৭	১২-২০	১২৩৫৮	১১-২০
(ছাড়ে: মঙ্গল, শনি পৌঁছয়: মঙ্গল, শুক্র)				
গুয়াহাটি গরিবরথ	১২৫১৭	২১-৪০	১২৫১৮	১৫-০০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				
আজমির এক্সপ্রেস (ভায়া ভূপাল)	১৯৬০৫	১৩-১০	১৯৬০৬	১৫-১৫
(ছাড়ে: শনি; পৌঁছয়: শুক্র)				
আজমির এক্সপ্রেস (ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: বুধ)	১৯৬০৭	১১-২৫	১৯৬০৮	১৭-০০
আগ্রা এক্সপ্রেস (ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: শুক্র)	১২৩১৯	১৩-১০	১২৩২০	১৭-২০
প্রতাপ (বিকানির) এক্সপ্রেস	১২৪৯৬	২২-৪৫	১২৪৯৫	১৩-১৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র)				
প্রথম স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম এক্সপ্রেস (ঝাঁসি)	১১১০৫	৭-২৫	১১১০৬	২১-৪৫
(ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: শনি)				
মৈথিলী (দ্বারভাঙ্গা) এক্সপ্রেস	১৫২৩৩	১০-৪০	১৫২৩৪	৩-১০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বৃহস্পতি)				
ত্রিহুত এক্সপ্রেস (ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহস্পতি)	১৩১৫৭	২০-৫৫	১৩১৫৮	৩-৪৫
ধনধান্যে (বহরমপুর) এক্সপ্রেস	১৩১১৭	২০-৩০	১৩১১৮	১১-৩৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
গোরখপুর এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র)	১৫০৫১	১৪-৩০	১৫০৫২	৪-২৫
গোরখপুর এক্সপ্রেস	১৫০৪৯	১৪-৩০	১৫০৫০	৪-২৫
(ছাড়ে: বুধ, রবি; পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				

দ ক্ষি ণ - পূ র্ব রে ল ও য়ে

হাওড়া/সাঁতরাগাছি	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
চেন্নাই মেল	১২৮৩৯	২৩-৪৫	১২৮৪০	৪-১০
মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর)	১২৮১০	২০-১৫	১২৮০৯	৫-৫০
গীতাঞ্জলি (মুম্বই) এক্সপ্রেস	১২৮৬০	১৩-৫০	১২৮৫৯	১২-৩০
জনশতাব্দী (বরবিল) এক্সপ্রেস	১২০২১	৬-২০	১২০২২	২০-৫০
জ্ঞানেশ্বরী সুপার ডিলাক্স এক্সপ্রেস	১২১০২	২২-৫৫	১২১০১	৩-৩৫
(ছাড়ে: সোম, বুধ, বৃহ, রবি; পৌঁছয়: বুধ, বৃহঃ, রবি, সোম)				
আমেদাবাদ এক্সপ্রেস	১২৮৩৪	২৩-৫৫	১২৮৩৩	১৩-৩০
লোকমান্য তিলক সমর্সতা এক্সপ্রেস	১২১৫২	২১-১৫	১২১৫১	৮-২৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র, শনি)				
করমণ্ডল এক্সপ্রেস	১২৮৪১	১৪-৫০	১২৮৪২	১১-৫০
ফলকনামা (সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	১২৭০৩	৭-২৫	১২৭০৪	১৭-৪৫
টাটা স্টিল এক্সপ্রেস	১২৮১৩	১৭-৩০	১২৮১৪	১০-২০
ইস্পাত (টিটলাগড়) এক্সপ্রেস	১২৮৭১	৬-৫৫	১২৮৭২	১৮-৪৫
সম্বলপুর-কোরাপুট এক্সপ্রেস	১৮০০৫	২১-৩৫	১৮০০৬	৬-২৫
রাঁচি হাতিয়া এক্সপ্রেস	১৮৬১৫	২২-২০	১৮৬১৬	৬-৩৫
পুরী এক্সপ্রেস	১২৮৩৭	২২-৩৫	১২৮৩৮	৪-৫০
শ্রীজগন্নাথ (পুরী) এক্সপ্রেস	১৮৪০৯	১৯-০০	১৮৪১০	৮-১০
ধৌলি (পুরী) এক্সপ্রেস	১২৮২১	৬-০০	১২৮২২	২০-১৫
পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস (বুধবার বাদে প্রতিদিন)	১২২৭৭	১৪-২৫	১২২৭৮	১৩-৪৫
জনশতাব্দী (ভুবনেশ্বর) এক্সপ্রেস	১২০৭৩	১৩-২৫	১২০৭৪	১২-৪০
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
ইস্ট কোস্ট (হায়দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	১৮৬৪৫	১১-৪৫	১৮৬৪৬	১৬-১০
মহীশূর এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল)	২২৮১৭	১৬-১০	২২৮১৮	১৪-৫০
পুরুলিয়া এক্সপ্রেস	১২৮২৭	১৬-৫০	১২৮২৮	১১-২০
পুনে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস	১২১৩০	২১-৫৫	১২১২৯	৩-৫০
পুনে দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২২২	৮-২০	১২২২১	১৯-৪০
(ছাড়ে: বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: মঙ্গল, রবি)				
সাঁতরাগাছি-তিরুপতি এক্সপ্রেস	২২৮৫৫	১৬-০৫	২২৮৫৬	২২-১০
(ছাড়ে: রবি পৌঁছয়: মঙ্গল)				
সাঁতরাগাছি-ম্যাঙ্গালোর বিবেক এক্সপ্রেস	২২৮৫১	১৬-০৫	২২৮৫২	১৭-৫০
(ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: সোম)				
সাঁতরাগাছি-নানদেদ এক্সপ্রেস	১২৭৬৮	১৪-৫০	১২৭৬৭	১৯-১৫
(ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: মঙ্গল)				
সাঁতরাগাছি পোরবন্দর কবিগুরু এক্সপ্রেস	১২৯৫০	২১-২৫	১২৯৪৯	৮-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবি)				
তিরুচিরাপল্লি দ্বি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস	১২৬৬৩	১৬-১০	১২৬৬৪	৩-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				
কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম)	১২৬৬৫	১৬-১০	১২৬৬৬	৩-২০
পুরুলিয়া রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস	১২৮৮৩	৬-০০	১২৮৮৪	২১-১৫
ওখা এক্সপ্রেস	১২৯০৬	২২-৫৫	১২৯০৫	৩-৩৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল, শুক্র, শনি)				
যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস (ভায়া তিরুপতি)	১২৮৬৩	২০-৩৫	১২৮৬৪	৬-১০
যশোবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৪৫	১১-০০	১২২৪৬	১৬-০০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি, রবি; পৌঁছয়: সোম, মঙ্গল, বৃহঃ, শুক্র, রবি)				
মুম্বই দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৬২	৮-২০	১২২৬১	১৯-৪০
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, বুধ, বৃহঃ, শুক্র)				
দিঘা দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২৮৪৭	১১-১৫	১২৮৪৮	১৮-৩৫
কাণ্ডারী এক্সপ্রেস	১৮০০১	১৪-১৫	১৮০০২	২১-৫০
তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস	১২৮৫৭	৬-৪০	১২৮৫৮	১৩-৫০
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্রবার)	১২৮৯৫	২০-৫৫	১২৮৯৬	৭-০৫
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোমবার)	১২৮৮৭	২০-৫৫	১২৮৮৮	৭-০৫
মুম্বই এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোম)	১২৮৭০	১৪-৩৫	১২৮৬৯	১৯-৩০
অমরাবতী এক্সপ্রেস	১৮০৪৭	২৩-৩০	১৮০৪৮	২২-২৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র, শনি)				
পুডুচেরি এক্সপ্রেস (ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: বৃহঃ)	১২৮৬৭	২৩-৩০	১২৮৬৮	২২-২৫
রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া টাটা)	১৮৬১৭	১৫-০৫	১৮৬১৮	১৪-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, শুক্র, শনি)				
পুরী গরিবরথ (ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল, বৃহঃ)	১২৮৮১	২০-৫৫	১২৮৮২	৭-০৫

শালিমার	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
সিমলিপাল এক্সপ্রেস	১৮০০৭	১৮-৩৫	১৮০০৮	৯-২০
(ছাড়ে: শনি, সোম, মঙ্গল; পৌঁছয়: রবি, মঙ্গল, বুধ)				
লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস	১৮০৩০	১৫-০০	১৮০২৯	১২-১৫
গুরুদেব (নাগেরকয়েল) এক্সপ্রেস	১২৬৬০	২৩-০০	১২৬৫৯	১৩-৫০
(ছাড়ে: বুধ পৌঁছয়: মঙ্গল)				
তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেস	১৬৩২৪	২২-৪৫	১৬৩২৩	১৩-৫০
(ছাড়ে: মঙ্গল, রবি; পৌঁছয়: সোম, শনি)				
বিশাখাপত্তনম এক্সপ্রেস	২২৮৫৩	১৮-১৫	২২৮৫৪	৩-৩০
(ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহঃ)				
রাজ্যরানি (বাঁকুড়া) এক্সপ্রেস	২২৮৬১	৬-৪০	২২৮৬২	১৮-০০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, শুক্র, শনি)				
আরণ্যক (ভোজুডিহি) এক্সপ্রেস (রবি বাদে)	১২৮৮৫	৭-৪৫	১২৮৮৬	১৯-০০
ভোজপুরি (গোরখপুর) এক্সপ্রেস	১৫০২১	২০-২৫	১৫০২২	১০-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল)				
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: বুধবার)	২২৮৩৫	২১-০০	২২৮৩৬	৭-২০
উদয়পুর এক্সপ্রেস (ভায়া পেন্ড্রা রোড)	১৯৬৫৯	২০-২৫	১৯৬৬০	১০-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবিবার)				
পাটনা দুরন্ত এক্সপ্রেস	২২২১৩	২২-০৫	২২২১৪	৫-৪০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস	২২৮৪৯	১২-২০	২২৮৫০	৯-০৫
(ছাড়ে: বুধবার; পৌঁছয়: শনিবার)				

আন্তর্জাতিক ট্রেন (কলকাতা টার্মিনাল থেকে)	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
মৈত্রী এক্সপ্রেস (ছাড়ে: মঙ্গল)	১৩১০৯	৭-১০		
মৈত্রী এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শনি)	১৩১০৮	৭-১০		

রেলের যাবতীয় অনুসন্ধান: ১৩৯। দক্ষিণ-পূর্বরেলের অনুসন্ধান: ২৬৩৮-২২১৭, ২৬৩৭-৭২৯১/৭১৯৬/৭৩৪৮। পূর্বরেলের অনুসন্ধান: ১৩১০। শিয়ালদা অনুসন্ধান: ২৩৫০-৩৫৩৫/৩৫৩৭। হাওড়া অনুসন্ধান: ২৬৩৮-২৫৮১। শালিমার: ২৬৬৮-১১২১

ওয়েবসাইটে রেলের রিজার্ভেশন: www.irctc.co.in

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই, বেড়াবার বই, কাজের বই

প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক
বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া
১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ ₹১৫০

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণবই
ভ্রমণের নবনীতা
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ ₹৯০

শঙ্খ ঘোষের
ইছামতীর মশা
কবির দেখা কবির লেখা
একগুচ্ছ অসামান্য ভ্রমণকথা।
দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১৫০

প্রতাপকুমার রায়ের
দেশে দেশে
প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা ₹৭৫

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অজানা দেশ দেখে বেড়ানো, অচিন মানুষ চিনে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য।
মজবুত বোর্ড বাঁধাই। **দ্বিতীয় সংস্করণ** ₹১২০

প্রতাপকুমার রায় ও হরপ্রসাদ মিত্রের
বহু দেশ ঘুরে
বহুদিন ধরে বহু দেশ ঘুরে দশ দিকের দশটি লেখা ₹৬০

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরীর
চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ₹৬০

রবীন চক্রবর্তীর
বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে।
সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য ₹৬০

ভ্রমণ ট্রেকিং
যাঁরা ট্রেকিং করবেন, এ বই তাঁদের পথ দেখাবে আর ট্রেকিং যাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, বইটি তাঁদেরও পৌঁছে দেবে প্রকৃতির অমৃতলোকে। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
দ্বিতীয় মুদ্রণ ₹১০০

নেকড়ের চোখ
বড়দের বিখ্যাত ফরাসি লেখক **দানিয়েল পেনাক** ছোটদেরও কত বড় লেখক, সব বয়সের ছোটদের জন্য লেখা তাঁর এই উপন্যাসের পংক্তিতে পংক্তিতে তারই পরিচয়।
মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন:
মৈত্রেয়ী নাগ ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
প্রথম খণ্ড। তৃতীয় মুদ্রণ। সহস্রাধিক পাতা। ₹৩৫০
দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

কাজের বই
কোন মেশিনে কী ব্যবসা
শুধু মেশিন চিনে, মেশিন কিনে ব্যবসা করুন। কোন মেশিনে কী ব্যবসা, কীভাবে কী করবেন, কোন মেশিন কোথায় পাবেন, কত দাম ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য। দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৪০

বাংলা সমাস
শিশিরকুমার আচার্য
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অপরিহার্য। ₹৬০

বাংলা প্রত্যয়
প্রকরণ ও পদ্ধতি
শিশিরকুমার আচার্য
সদ্য বেরিয়েছে ₹৯০

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

মহাশ্বেতা দেবীর বিস্ময়কর বই **তুতুল** ₹২৫
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের **বকবকম**
পাতায় পাতায় মজার ছবি ₹১৫
কানাইলাল চক্রবর্তীর
খুব ছোটদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই
চলো দেখে আসি
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹২০
চড়ুইয়ের সঙ্গে ₹১৫
কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০
পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখায়-ছবিতে
আমার ছেলেবেলা ₹১৮
পবিত্র সরকারের
কথামালা : ছড়ায় ঢালা ₹১৫
মৈত্রেয়ী নাগের
বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ₹৩০
আষাঢ়ে গল্প ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের বই
ছেঁড়াকাঁথার গল্প
দ্বিতীয় সংস্করণ ₹৭৫
শাদা ঘোড়া
দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত।
পঞ্চম মুদ্রণ ₹৩০
আমাজনের জঙ্গলে
ষষ্ঠ মুদ্রণ ₹৫০
হীরু ডাকাত
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
নবম মুদ্রণ ₹৪৫
গৌর যাযাবর
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹৪০
টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত। ₹১৫
ঋষিকুমার ₹২০
পাখির খাতা ₹৪০
আমার বনবাস ₹১২
তালগাছের ডোঙা ₹২০
হরিণের সঙ্গে খেলা ₹১৫
ভূতের বাঁশি ₹৪০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটগল্প ও কবিতার বই
মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা
বোর্ড বাঁধাই ₹৫০
নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে
বোর্ড বাঁধাই ₹৩০
নিমফুলের মধু
গল্পসংকলন ₹৬০
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়
২১ জন কবির ৪০টি বিখ্যাত কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ₹১৫০

স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

ভ্রমণশব্দছক

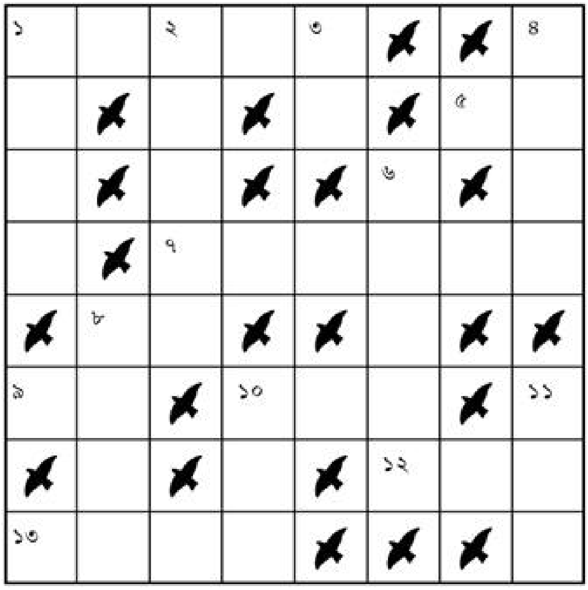

এবারের বিজয়ী উত্তরদাতা :

সঞ্জয় সাহা
৫২, সি আর দাশ সরণি, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি
পোঃ রবীন্দ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৬

এবারেও অনেক সঠিক উত্তর এসেছে। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। কয়েকজন নির্ভুল উত্তরদাতা: শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অঙ্কিতা তিয়ারি, বৃষ্টি মুখার্জি, প্রিয়ম তিয়ারি, অলোক ঘোষ, তিথি চক্রবর্তী, কাজলকুমার মিত্র, শিবপ্রসাদ চৌধুরি, শান্তনু রায়, স্বপনকুমার মিত্র, দেবলীনা ভট্টাচার্য, কমলকৃষ্ণ পাল, পুষ্পল লায়া, অমিত দাস, অরুন্ধতী নিয়োগী, রুমা চক্রবর্তী, অলোক পাত্র, বীরেশ পোদ্দার, আনন্দ মণ্ডল, রামকৃষ্ণ পাল, শ্রীলেখা রায়, অপর্ণা ভট্টাচার্য, বিষ্ণু তিয়ারি, অমল দাশগুপ্ত, কৃষ্ণেন্দু নিয়োগী, সন্দীপ চ্যাটার্জি, প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য, সলিল দত্ত, গৌতম ভৌমিক, সন্ধ্যা রায়, প্রদীপকুমার ঘোষ, পরেশচন্দ্র দাস, শোভনকুমার মিত্র ও আরতি কর্মকার।

ওপর-নীচ

১। পূর্ব সিকিমে, গ্যাংটক ছেড়ে
নামি মনাস্ট্রি, নেয় মন কেড়ে
২। মহারাষ্ট্রের বুকে নামকরা
অজেয় দুর্গ, শিবাজির গড়া
৩। অসুরের থেকে নাম সে শহরে
পিণ্ডপর্ব ফল্গুর চরে
৪। উত্তরকাশী-হনুমানচটি
যমুনোত্রীর পথে নগরটি
৬। পাঁচটি পাহাড়ে পাঁচটি কেদার
সবগুলো ধরে একনাম তার
৮। স্যাংচুয়ারিটি পাবে বিকানিরে
শিকার-প্রাসাদও একই নাম ঘিরে
১০। ভদ্রক গেলে চলো জলাধার
নদী সালন্দী ছোঁয় যে পাহাড়
১১। কর্নাটকে সে, গেলে বেলগাঁও
ঘাটপ্রভা জলপ্রপাতে যে যাও

পাশাপাশি

১। কেদার-বদ্রী যেতে পথ ভাগ
নাম বলে দেবে পঞ্চপ্রয়াগ
৫। মধ্যপ্রদেশে মাণ্ডুর কাছে
স্থপতি ভুজের যে-শহর আছে
৭। সীমা ঝাড়খণ্ড, পুরুলিয়া এসে
পাহাড়-পঞ্চকোট পাদদেশে
৮। মুখেই 'শক্তি' আছে যদি ভাবো
ল্যাংচা শহরে ঢুকে শুধু খাবো
৯। প্রেমের সুরভি আজও ঘ্রাণে লাগে
শাহাজান-জায়া মহলের আগে
১০। গুজরাটে ভূমি, হলো ভাদোদারা
হয়নি পুরনো আজও স্মৃতিহারা
১২। আছে রসবোধ— নামে চেনো তাকে
বুঝলে তা' বিল, পক্ষিরা থাকে
১৩। ম্যাঙ্গালোরের সে জেলা-সদর
জৈন-তীর্থে গোমতেশ্বর

রবি দাস

জানুয়ারি সংখ্যার সমাধান

জ	য়	পু	র			ম	ন
য়		দ্ধ		খা	জি	য়া	র
স	ব	র	ম	তি		র	
ল			যু				খি
মি	রা	মা	র		খ		লে
র		হে	ম	কু	ণ্ড		ন
	আ				গি		মা
বু	রু	ডি		গি	রি	মা	র্গ

পুরস্কার

*পুরস্কারবিজয়ী আগামী এক বছরের **ভ্রমণ** পাবেন বিনামূল্যে। এ-মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আসা নির্ভুল উত্তরগুলি থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। পুরস্কারবিজয়ী যদি আগে থেকেই **ভ্রমণ**-এর গ্রাহক হন, তবে তাঁর মনোনীত আত্মীয়-বন্ধু এই সুযোগ পাবেন। উত্তরের সঙ্গে স্পষ্ট অক্ষরে নিজের নাম-ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখতে ভুলবেন না। ফ্যাক্স মারফত উত্তর গ্রাহ্য হবে না। পাঠাবার ঠিকানা:*

ভ্রমণ শব্দছক
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯

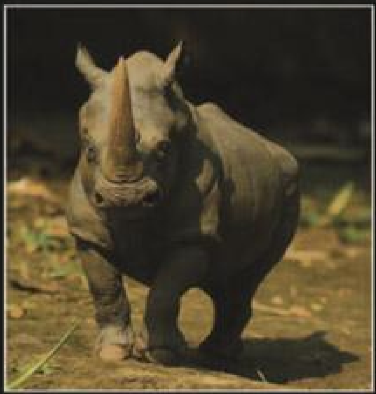

স্কোয়্যার লিপড রাইনো

তথ্য ও মূর্তি: অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচ প্রজাতির গন্ডারের মধ্যে সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে সামাজিক হল আফ্রিকান স্কোয়্যার লিপড বা হোয়াইট রাইনো। সংখ্যাতেও এরাই সবচেয়ে বেশি। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোতে নর্দার্ন হোয়াইট রাইনো; দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, জিম্বাবোয়ে আর কেনিয়াতে সাদার্ন হোয়াইট রাইনো, এই দুটি উপপ্রজাতি চিহ্নিত করা গিয়েছে। কঙ্গোর গারাম্বা ন্যাশন্যাল পার্কে ২০০৬ সালে শেষবারের মতো উত্তরের উপপ্রজাতির চারটি গন্ডার দেখা গেলেও ২০০৮-এর জুন মাসের পর থেকে তাদের আর কোনও হদিশ মেলেনি। সারা পৃথিবী জুড়ে চিড়িয়াখানাতে দশটিরও কম নর্দার্ন হোয়াইট রাইনো বাদে এরা সম্ভবত বিলুপ্ত। অন্যদিকে, কঠোর নিরাপত্তা আর নিরলস সংরক্ষণ প্রচেষ্টায় সাদার্ন হোয়াইট রাইনোরা বিলুপ্তির চৌকাঠ থেকে বেশ সফলভাবেই ফিরে এসেছে। বর্তমানে এদের সংখ্যা ১৭ হাজারের বেশি।

নিকটাত্মীয় ব্ল্যাক বা হুক লিপড রাইনোদের থেকে প্রায় সত্তর লক্ষ বছর আগে হোয়াইট বা স্কোয়্যার লিপড রাইনোরা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। ঘাসই এদের প্রধান খাদ্য। ঘাস খাওয়ার জন্য বিবর্তিত চওড়া মুখই এদের নামকরণের কারণ। পূর্ণবয়স্ক পুরুষরা একাকী থাকলেও কমবয়সি পুরুষ, স্ত্রী আর শিশুরা ছোটখাটো দলে থাকে। ১৪টি পর্যন্ত গন্ডারকে একত্রে দেখা গিয়েছে। অন্যান্য গন্ডার প্রজাতির মতোই এদেরও প্রিয় কাজ কাদাস্নান আর প্রধান বিপদ হল খড়্গের জন্য চোরাশিকার আর বাসস্থান ধ্বংস।

কাঁধের উচ্চতা: ১৫০-২০০ সেন্টিমিটার।

ওজন: ১,৩০০-৩,৬০০ কিলোগ্রাম।

সামনের খড়্গের দৈর্ঘ্য: ৯০-১৫০ সেন্টিমিটার।

তথ্যেচিত্রে

সেচু

চোখে দেখার ছবি, টুকে রাখার তথ্য

এবছরে পারোয় সেচু উৎসব ২৩ মার্চ এবং থিম্পুতে সেচু উৎসব ১৪ সেপ্টেম্বর।

বৌদ্ধ গুরু পদ্মসম্ভবের আর্বিভাব তিথিতে পালিত হয় সেচু উৎসব। রঙে, বৈভবে, জনসমাগমে এবং প্রাচুর্যে ভুটানের থিম্পু ও পারোর সেচু উৎসব জগদ্বিখ্যাত। এবছরে পারোয় সেচু উৎসব ২৩ মার্চ এবং থিম্পুতে সেচু উৎসব ১৪ সেপ্টেম্বর। চার-পাঁচদিন ধরে নাচে-গানে রঙিন হয়ে ওঠেন মানুষজন। উৎসবে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জন্ম, মৃত্যু, জীবন, ঈশ্বর ও প্রকৃতির রূপ নানান অনুষ্ঠানে, নাচে-গানে বর্ণিত হয়। মানুষ, পিশাচ, জন্তু ও ঈশ্বরের মুখোশ পরে নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পীরা। অষ্টম-নবম শতকে গুরু রিনপোচের আগমন এবং নানান প্রতিকূল শক্তিকে পরাস্ত করে শান্তির আরাধনাও বর্ণিত হয় একাধিক আলেখ্যে। রিনপোচের আটটি রূপ রয়েছে। তার মধ্যে মনুষ্যরূপ হল পদ্মসম্ভব। এই আটটি রূপের প্রকাশ ঘটে আটটি মুখোশনৃত্যের মাধ্যমে। নাচ-গান-বাজনা ছাড়াও নানান জায়গায় রিনপোচের ছবি-সম্বলিত বড় থাঙ্কা প্রদর্শিত হয়, যা সর্বপাপহর বলে সাধারণের বিশ্বাস। সুতি, উল এবং রেশমের জমকালো পোশাক, অস্ত্র এবং কাঠের মুখোশ পরিহিত শিল্পীদের বাজনার তালে তালে নাচ বেশ রোমাঞ্চকর। নতুন পোশাক-আশাক, নানান খাওয়াদাওয়া, মেলা-সবকিছু নিয়ে এ এক খুশির উৎসব।

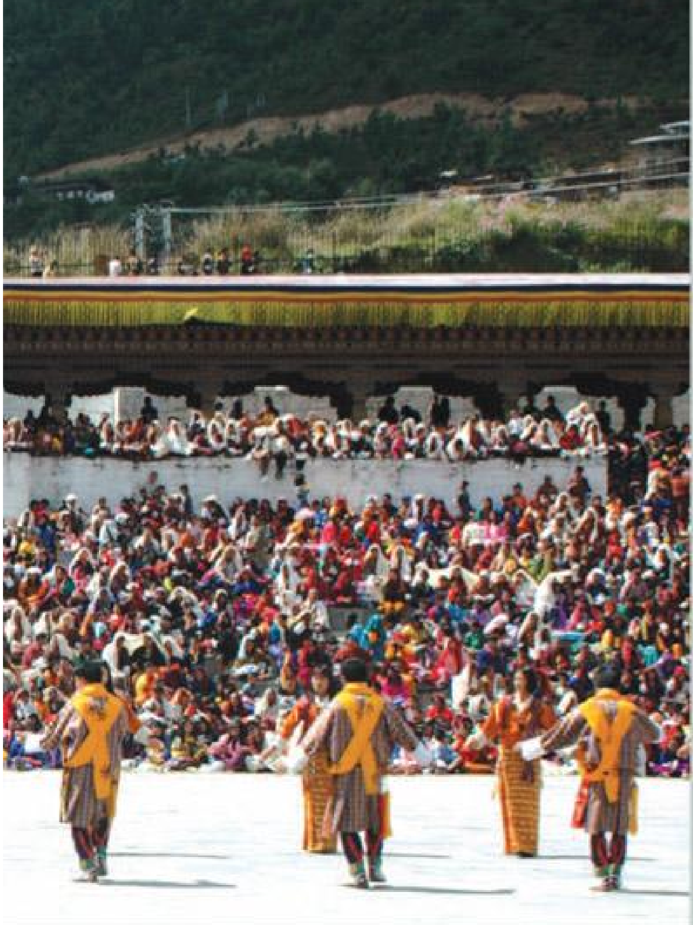

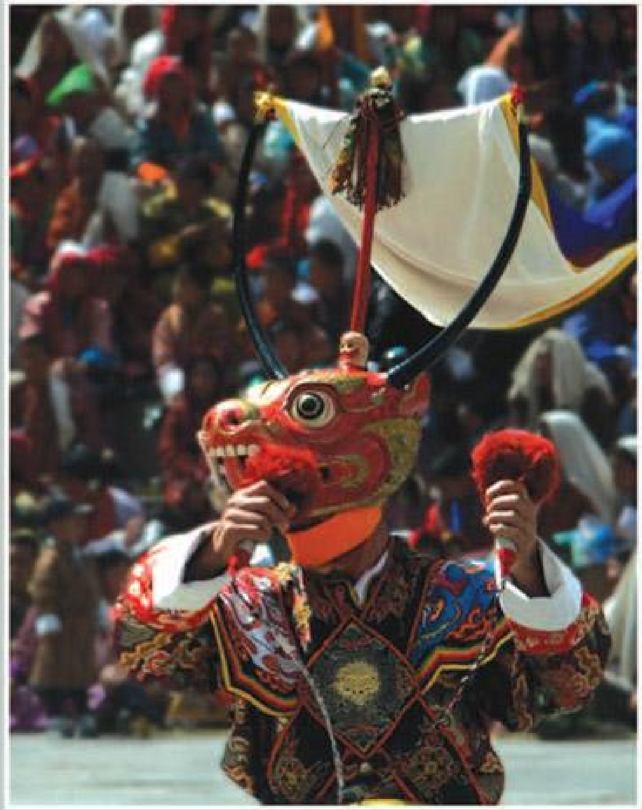

পারমিট

ভুটানে বেড়ানোর জন্য পারমিট লাগবে। বিনামূল্যে এই পারমিট পাবেন পারো বিমানবন্দরে। সঙ্গে রাখবেন ৬ কপি ছবি আর ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণস্বরূপ ফটো সহ সরকারি আইডেন্টিটি কার্ড। এই পারমিট সবসময় সঙ্গে রাখবেন। ভুটানে যে ক'দিন থাকবেন তার থেকে বেশিদিনের পারমিট করিয়ে রাখবেন। পারমিট হারালে জেল-জরিমানাও হতে পারে।

কলকাতার ভুটান কনস্যুলেটের অফিস থেকেও পারমিট পেতে পারেন। ভুটান যাত্রার দু'সপ্তাহ আগে যোগাযোগ করবেন। সঙ্গে ছবি ও ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড রাখবেন।

ঠিকানা:
৬, ম্যল রোড, কলকাতা-৭০০ ০৮০
☎২৫৬০-০৭৫৬
ওয়েবসাইট: www.tourism.gov.bt

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে বিমানে গেলে নামতে হবে পারোতে। পারোতেই ভুটানের একমাত্র বিমানবন্দর। কলকাতা থেকে পারো বিমান চালায় ড্রুক এয়ার। মার্চ মাসে সপ্তাহে তিনদিন (মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবি) কলকাতা-পারো বিমান চলবে। ১৫ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিল কলকাতা থেকে পারো একপিঠের বিমানভাড়া হবে ৯,৯০০ টাকা মাথাপিছু। যাতায়াতের ভাড়া পড়বে মাথাপিছু ১৬,৯০০ টাকা।

কলকাতায় ড্রুক এয়ারের অফিসের ঠিকানা:
৫১, ত্রিভোলি কোর্ট
১-এ, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯
☎২২৮০-৫৩৭৬, ২৫১১-৯৯৭৬
ওয়েবসাইট: www.drukair.com.bt

এছাড়া কলকাতা থেকে ট্রেনে বা বাসে উত্তরবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি পৌঁছে শিলিগুড়ি থেকে বাসে ভারত সীমান্তের জয়গাঁ পৌঁছতে হবে। শিলিগুড়ি থেকে জয়গাঁ ১৬০ কিলোমিটার। এই পথে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় বাস যাচ্ছে। শিয়ালদা থেকে ১৩১৪৯ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস রাত ৮টা ৩০ মিনিটে ছেড়ে পরদিন সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে হাসিমারা পৌঁছয়। সেখান থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরের জয়গাঁ যেতে বাস বা গাড়ি পাবেন। জয়গাঁতে রয়েছে ভুটানের প্রবেশদ্বার ভুটান গেট। সুদৃশ্য এই তোরণদ্বার পেরলেই ভুটানের ফুন্টশোলিং। সেখান থেকে বাস যাচ্ছে পারো। ফুন্টশোলিং থেকে পারো ১৬৫ কিলোমিটার।

কোথায় থাকবেন

পারোতে থাকার জন্য রয়েছে **হোটেল সামডেন নরজিন**, **হোটেল জিকমিলিং** (কলকাতা বুকিং: ☎৯৮৩১০-৪৬০০৩), ভাড়া ১,২০০-১,৬০০ টাকা। **সোনম থোরপেল** (কলকাতা বুকিং: ☎২৩৬০-৭২৯৩), ভাড়া ১,৮০০-২,৫০০ টাকা। **ওলাথাং** (☎২৭১৩০৫), **গাংতেই প্যালেস** (☎২৭১৩০১), **পালজোরলিং** (☎২৭১৩৬৫), **হলিডে হোম** (☎২৭২১০১)।
থিম্পুতে রয়েছে **হোটেল ট্যানডিন** (কলকাতা বুকিং: ☎২৩৬০-৮০০৬), ভাড়া ৮০০-১,২০০ টাকা। **হোটেল সিংগে**, **হোটেল নরলিংগ**, **হোটেল তাকসাং**, **হোটেল গারুদা ইন**, ভাড়া ১,০০০-১,৫০০ টাকা।
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ:
☎৯৮৩১০-৪৬০০৩
হোটেল ড্রুক (☎৩২২৯৭৭), **হোটেল ইউজার** (☎৩২৪০০৭), **জুমলহারি** (☎৩২২৭৪৭)।

পারোর আই এস ডি কোড: ০০৯৭৫-৮।
থিম্পুর আই এস ডি কোড: ০০৯৭৫-২।

তথ্য ও চিত্র: পৃথ্বীরাজ ঢ্যাং

নোটবই

নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের আয়তন বাড়ছে

উত্তরবঙ্গে ভুটান লাগোয়া জাতীয় উদ্যান নেওড়াভ্যালির আয়তন বাড়তে চলেছে। বনদপ্তর সূত্রে খবর, কালিম্পং বিভাগের জঙ্গলকেও এই ন্যাশনাল পার্কের আওতাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই বিভাগের নয়টি ব্লককে জাতীয় উদ্যানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ব্লকগুলি হল আমবিওক, মো, খেমপং, কোলরং, লাভা, রেনক, রুসেট, পাংখোয়া ও রুকা। এর ফলে বর্তমানে প্রায় ৮৮ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে থাকা এই জাতীয় উদ্যানের এলাকা বেড়ে হবে প্রায় ১৭৩ বর্গ কিলোমিটার। মূলত বন্যপ্রাণের ওপর নজর রাখার প্রয়োজনেই এই সীমানাবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বলেও জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, ক্লাউডেড লেপার্ড, রেড পান্ডার মতো বিরল প্রাণী ছাড়াও ফ্লাইং স্কুইরেল, শেরু নামের পাহাড়ি হরিণ, বুনো কুকুর বা ঢোল ইত্যাদির বিচরণক্ষেত্র নেওড়াভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক। রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির অসংখ্য পাখি। জঙ্গলের প্রাণীরা প্রায়শই কালিম্পং বিভাগের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। ফলে তাদের সুরক্ষা নিয়েও সমস্যায় পড়তে হয় বনবিভাগকে। সেকারণেই জাতীয় উদ্যানের এলাকা সম্প্রসারণের উদ্যোগ। প্রসঙ্গত, ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের প্রাকৃতিক তালিকাতেও স্থান পেয়েছে নেওড়াভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক।

হরিদ্বারের হর-কি-পৌরি ঘাটে মহাশিবরাত্রির ভক্তসমাগম। ১০ মার্চ ছবি তুলেছে পি টি আই।

জলদাপাড়ায় গন্ডার ১৮৪টি

ছবি: ধৃতিমান মুখোপাধ্যায়

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে একশৃঙ্গ গন্ডার রয়েছে ১৮৪টি। ২১৬ বর্গ কিলোমিটারের এই জঙ্গলে ২০১১-এর গণনায় ১৪৯টি একশৃঙ্গ গন্ডারের হদিশ মিলেছিল। সাম্প্রতিক সুমারিতে জলদাপাড়ার জঙ্গলে ৬১টি পুরুষ ও ৫৫টি স্ত্রী গন্ডারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ৩টির লিঙ্গ বোঝা যায় নি। অপ্রাপ্তবয়স্ক গন্ডারের সংখ্যা ২৩। ছোট্ট বাচ্চা ৪২টি।

নতুন পেঁচার খোঁজ ইন্দোনেশিয়ায়

নতুন এক প্রজাতির পেঁচার সন্ধান মিলল ইন্দোনেশিয়ায়। প্রজাতিটির বিজ্ঞানসম্মত নামকরণ করা হয়েছে ওটুস জোলান্ডি। ইন্দোনেশিয়ার লম্বক দ্বীপে পেঁচাটির সন্ধান পেয়েছেন সুইডেনের স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক জর্জ স্যাংস্টারের নেতৃত্বাধীন এক গবেষকদল।

২০০৩-এই নিশাচর পাখিটির ডাক রেকর্ড করতে পেরেছিলেন বিজ্ঞানীরা। পরে সন্ধান চালিয়ে দেখাও পান তার।

পরে ট্যাক্সোনমির নিয়মকানুন প্রয়োগ করে জানতে পারেন এটি একেবারে নতুন এক প্রজাতি। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, পেঁচাটিকে দেখতে লম্বকেরই বাসিন্দা মলুক্কান স্কুপস পেঁচার মতো হলেও তার ডাক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

কোঝিকোড়ে কলারি শিল্পীদের কলাকৌশল। ৯ মার্চ পি টি আইয়ের তোলা ছবি।

মুম্বইয়ের ট্যাক্সি চালকদের পর্যটন-প্রশিক্ষণ

বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে আসা পর্যটকদের সুবিধার্থে এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করল মুম্বই ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এম টি ডি সি)। মুম্বই ও থানের ট্যাক্সি চালকের বিশেষ 'পর্যটন-প্রশিক্ষণ' দেবে কর্পোরেশন। ইংরিজি বলা ও শুনে বোঝার দক্ষতা বিকাশ এবং বিভিন্ন পর্যটনস্থল সম্বন্ধে ভ্রমণার্থীদের অবহিত করার জন্য এই প্রশিক্ষণ। এম টি ডি সি-র চেয়ারম্যান জগদীশ পাতিল এখবর জানিয়ে বলেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ট্যাক্সিচালকরাই পর্যটকদের প্রাথমিক গাইড হিসেবে কাজ করতে পারবেন। তিনি আরও জানান, মুম্বইয়ে প্রায় ৫৫ হাজার ট্যাক্সি চলে। ফলে সব চালককে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া এখনই সম্ভব হবে না। তবে ছোট ছোট দলে ধাপে ধাপে ইচ্ছুক ট্যাক্সিচালকদের নিখরচায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

জার্মানির লিপজিগ চিড়িয়াখানায় শাবকসহ মালয়ান টেপির। ছবি: পি টি আই।

ম্যাঙ্গালোরে পানাম্বুর বিচ ফেস্টিভ্যালে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা। ২৭ জানুয়ারি পি টি আইয়ের ছবি।

চিনে উড়ান চালু করছে স্পাইস জেট

দিল্লি ও চিনের গুয়াংঝোউয়ের মধ্যে যাত্রীবাহী উড়ান পরিষেবা চালু করতে চলেছে স্পাইস জেট বিমানসংস্থা। সংস্থার মুম্বই অফিস থেকে জানানো হয়েছে, মাসখানেকের মধ্যেই এই পরিষেবা চালু করা হবে। সংস্থার চিফ এক্সিকিউটিভ নেইল মিলস আরও জানিয়েছেন খুব শীঘ্রই ভারত থেকে হংকং, ম্যাকাও এবং চিনের সিচুয়ান প্রদেশের চেংদুর মধ্যে বিমান পরিষেবাও চালু করবে স্পাইস জেট।

সিঙ্গাপুরে শিশুনগরী

সিঙ্গাপুরের সেন্টোসা আইল্যান্ডের পালাওয়ান সৈকতে গড়ে উঠতে চলেছে শুধুমাত্র শিশুদের জন্য একটি সম্পূর্ণ শহর। নাম কিডজানিয়া। সেন্টোসার সরকারি উন্নয়ন পর্ষদের সহযোগিতায় এটি গড়ে তুলবে একটি বেসরকারি সংস্থা। সাগরবেলায় ৭,৬০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা এই শহরে থাকবে একটি আধুনিক শহরের মতোই ঘরবাড়ি, স্কুল, রাস্তাঘাট, যানবাহন, পার্ক ইত্যাদি সবকিছুই। কিন্তু সেখানে পাকাপাকি বসবাসের সুযোগ নেই। ছোটরা তাদের নিজস্ব শহরে স্বাধীনভাবে কাটাতে পারবে বেশ কিছুক্ষণ। শহরের আনাচে কানাচে তাদের জন্য থাকবে হরেক বিনোদনের ব্যবস্থা। এমনকি শহরের নিজস্ব মুদ্রায় থাকবে খেলার ছলে নকল বিকিকিনিরও সুযোগ। ৪ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের জন্যই গড়ে তোলা হচ্ছে এই বিনোদন নগরী। সেন্টোসা ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল জানিয়েছেন, বড়জোর আর এক বছরের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে শিশুনগরী।

২০১৬-তেই জলে নামবে দ্বিতীয় টাইটানিক

ফের আটলান্টিক পাড়ি দিতে নামবে টাইটানিক। এ জাহাজটির নামের পাশে অবশ্য ২ সংখ্যাটি লেখা থাকবে। পরিকল্পনা করেছেন অস্ট্রেলিয়ান ধনকুবের ক্লাইভ পামার। শুধু পরিকল্পনাই নয়, কাজেও নেমে পড়েছেন তিনি। সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দেখিয়ে দিয়েছেন বৃহদাকার জাহাজের নকশাও। জানিয়েছেন, ২০১৬-তেই দ্বিতীয় টাইটানিক পাড়ি জমাবে আটলান্টিকের জলে। বিশ্বখ্যাত বৃহদাকার জাহাজ টাইটানিক ১৯১২-তে ব্রিটেনের সাদাম্পটন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক বন্দর অভিমুখে পাড়ি দিয়েছিল। হিমশৈলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সলিল সমাধি হয় তার। দ্বিতীয় টাইটানিক জাহাজটিও তৈরি হবে প্রথমটির আকার ও সজ্জা অনুযায়ীই। প্রথমটির মতোই থাকবে টার্কিশ বাথ, স্মোকিং রুম, রাজকীয় সিঁড়ি ও জিমন্যাশিয়াম। থাকবে তিনটি বিভিন্ন শ্রেণী। ২,৪৩৫ জন যাত্রী এই জাহাজে পাড়ি দিতে পারবেন। থাকবেন ৯০০ কর্মী। জাহাজটি প্রথমটির মতো একই গতিপথ অনুসরণ করবে। তবে ক্লাইভ পামার জানিয়েছেন, তিনি এই জাহাজে ভ্রমণ করবেন তৃতীয় শ্রেণীতে।

ভেটনাইয়ে বাড়ছে কৃষ্ণসার

ছবি: পার্থ দে

ওড়িশার গঞ্জাম জেলার স্বল্প পরিচিত পর্যটনকেন্দ্র ভেটনাইয়ের অন্যতম আকর্ষণ কৃষ্ণসার হরিণ। পূর্বঘাট পর্বতের পাদদেশে এই গ্রামের আশপাশে নিশ্চিন্তে বিচরণ নিরীহ এই প্রজাতির হরিণদের। ইংরিজিতে এদের নাম ব্ল্যাক বাক। এই কৃষ্ণসারদের সংখ্যা সাম্প্রতিক সময়ে বিপুলভাবে বেড়ে গিয়েছে বলে জানাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন। ২০০৪-এর সুমারিতে এই এলাকায় কৃষ্ণসারদের সংখ্যা ছিল ৭৮৬। ২০১১-এর জুলাইতে সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ায় ২,১৮১। এই সংখ্যাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ এখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস। তাঁরা কৃষ্ণসারদের সৌভাগ্যের বাহক বলে মনে করেন এবং তাদের সংরক্ষণে উদ্যোগ নেন। কিন্তু বিপুল বংশবৃদ্ধির মাশুলও দিতে হচ্ছে নিরীহ হরিণকুলকে। বনবিভাগ জানাচ্ছে, খাদ্যের সন্ধানে গঞ্জাম জেলার আটটি ব্লকের সীমানা ছাড়িয়ে কৃষ্ণসাররা পাড়ি দিচ্ছে বেলাগুণ্ঠা, জগন্নাথ প্রসাদ ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী এলাকাতেও। যাত্রাপথে গাড়ি চলাচলের রাস্তা পেরোতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলেও পড়েছে বেশ কয়েকটি হরিণ।

ভূপালে লোকরঙ্গ-১৩ অনুষ্ঠানে তুরস্কের নৃত্যশিল্পী। ২৯ জানুয়ারি পি টি আইয়ের ছবি।

জার্মানির হোডেনহেগেনে সেরেঙ্গেটি-পার্ক চিড়িয়াখানায় চার শ্বেত সিংহশাবক ও চার সাদা বাঘের ছানার সহাবস্থান। ২০১২-এর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে জন্ম এদের। ৩০ জানুয়ারি পি টি আইয়ের ছবি।

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা
গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায়
অভিনয়ে
জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার
MP3 সিডি

হীরু ডাকাত

ছন্দে-কথায়, গানে-বাজনায়, অভিনয়ে-কথকতায়

সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**
সংগীত ও পরিচালনা: **দীপক চৌধুরী**
অভিনয়: **সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে**
ভাষ্যপাঠ: **অনসূয়া মজুমদার**
গান: **স্বপন বসু ও আরও অনেকে**

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

সিম্ফনি, মিউজিক ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য ক্যাসেটের দোকানে পাবেন। ₹৯৯

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
Email: books@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

এই আশ্চর্য পৃথিবীর সঙ্গে আপনার সেতুবন্ধ

ভ্রমণ

বেরিয়ে পড়ার সেরা গাইড, ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

তিনবছরের গ্রাহক হয়ে হাতে হাতে নিয়ে যান

দুঘন্টার সুপার ডিভিডি:
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বিশ্বভ্রমণ

অনলাইন গ্রাহক হতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

'ভ্রমণ'-এর ৯টি সাধারণ সংখ্যা (২৫ টাকা), একটি পুজোর গাইড সংখ্যা (৯০ টাকা) ও একটি শারদীয়া সংখ্যা (৯০ টাকা) সহ বছরে মোট ১১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 'ভ্রমণ'-এর দুটি বিশেষ সংখ্যা সাধারণ ডাকের গ্রাহকদের কাছেও ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো হয়।

দুটি বিশেষ সংখ্যা পাঠানোর ক্যুরিয়ার খরচ ধরে সাধারণ ডাকে গ্রাহকমূল্য—

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৩৬০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৪১০ টাকা।

তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ১,০৮০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,২৩০ টাকা।

সব সংখ্যাই ক্যুরিয়ার মারফত পেতে চাইলে

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৪৬০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৫৬০ টাকা।

তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ১,৩৮০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,৭০০ টাকা।

তিনবছরের গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে (নীচের ঠিকানায়) জমা দিয়ে হাতে হাতে নিয়ে যান দুঘন্টার সুপার ডিভিডি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বিশ্বভ্রমণ

টাকা বা ড্রাফট ডাকে পাঠালেও ডিভিডি কেবলমাত্র আমাদের অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 94332-17491, 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** subscription@swarnakshar.in

গ্রাহক হবার ফর্ম

Sending □ Rs. 360 □ Rs. 410 □ Rs. 460 □ Rs. 560 □ Rs. 1,080 □ Rs. 1,230 □ Rs. 1,380 □ Rs. 1,700 towards my subscription to BHRAMAN for □ One year □ Three years by Bank Draft Payable at Kolkata.

Name:..

Address:..

....

....

Bank Draft No.:.................................... Date:.. Bank:....................................

Branch:.............................. Signature & Date:.................................... Phone No.:............................

যে মাসে গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে পৌঁছবে, তার পরের মাস থেকে পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
মানি অর্ডার/ড্রাফট Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে লিখবেন। পাঠাবেন এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019.

ছোটদের জন্মদিনে শ্রেষ্ঠ উপহার

ছেলেবেলা

- ✓ বাড়ির ছোটদের বা তাদের বন্ধুদের সামনের জন্মদিনেই আগামী একবছরের জন্য প্রতি মাসের 'ছেলেবেলা' উপহার দিতে পারেন।
- ✓ একবছরের গ্রাহকমূল্য (ডাকব্যয় সহ) ১৫০ টাকা (ক্যুরিয়ারে পেতে চাইলে ২৬০ টাকা) চেকে বা মানি অর্ডারে Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে আমরাই উপহার প্রাপকের নাম লেখা গিফট কার্ড সহ 'ছেলেবেলা' পাঠাবার ব্যবস্থা করব।
- ✓ চেকের সঙ্গের চিঠিতে বা মানি অর্ডার ফর্মের একেবারে নীচের দিকে আপনার নাম-ঠিকানা আর উপহার প্রাপকের নাম ও জন্মতারিখ অবশ্যই লিখে দেবেন। উপহার প্রাপকের ঠিকানা অন্য হলে তার ঠিকানাও লিখতে হবে।
- ✓ **অনলাইনও গ্রাহক হতে পারেন। লগ অন করুন:** www.swarnakshar.in
- ✓ যে মাসে জন্মদিন তার অন্তত একমাস আগে আমাদের দপ্তরে টাকা পৌঁছতে হবে। চেক বা মানি অর্ডার পাঠাবেন এই ঠিকানায়:

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

Subscribe online: www.swarnakshar.in

ফোন: ২২৮০ ৮৮১৮ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭ ৬৪৪৮ **ই-মেল:** chhelebela@swarnakshar.in

প্রতি মাসের ছেলেবেলা পত্রিকাস্টলে বা সংবাদপত্র-বিক্রেতার কাছেও পাওয়া যাবে।

BHRAMAN □ Vol. 21 No. 2 □ 1 March 2013 □ Rs. 25 RN. 53133/93 □ Postal Regn. No. KOL RMS/218/2013-2015

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
Read Online ▸ www.ebhraman.com

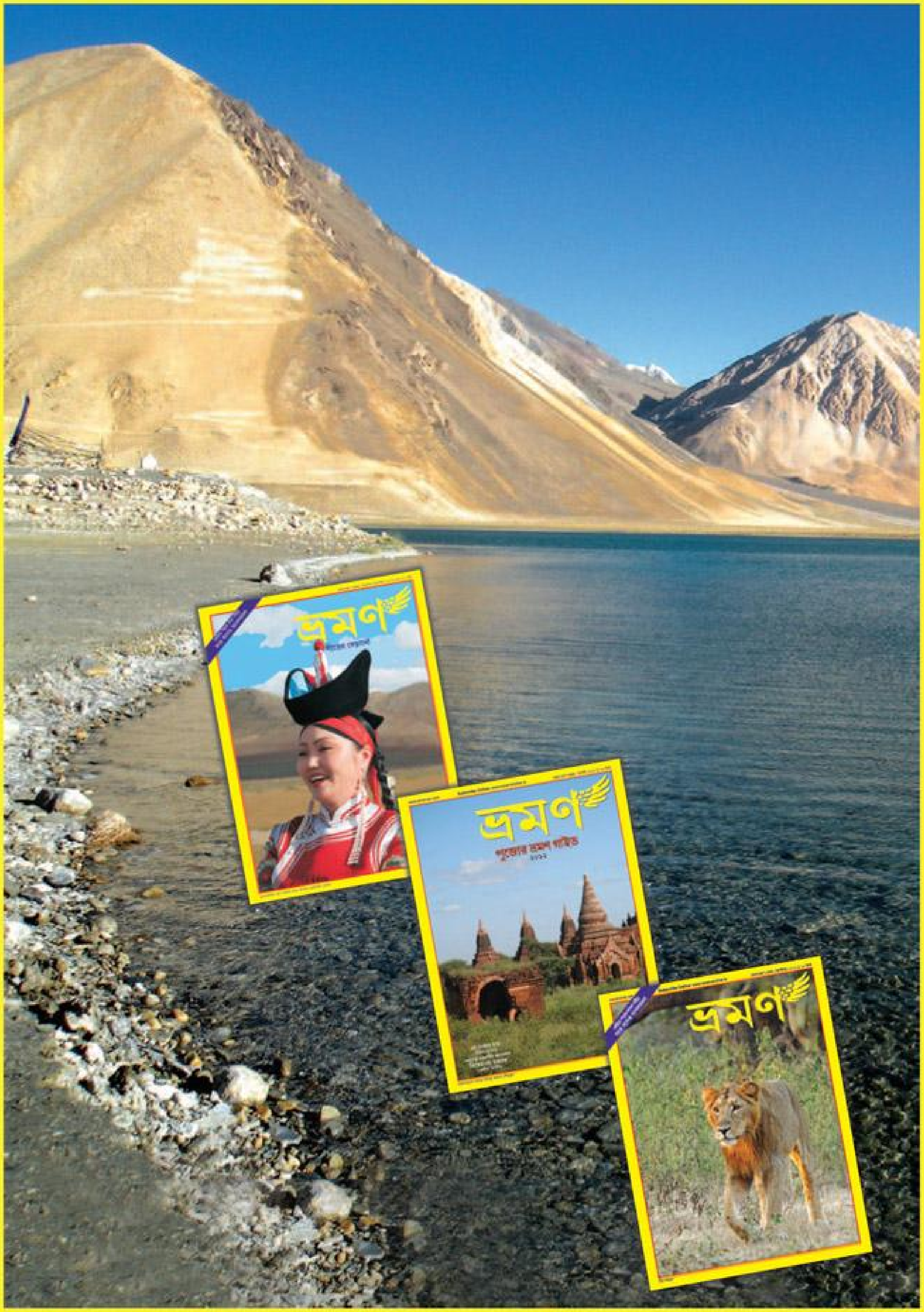

The most read travel magazine in India*

**Source: IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q3*